Names Of Allah
Harun Yahya

আলাহ্

’র অনেক নাম

অনুবাদ
কবীর মোহাম্মদ হুমায়ূন

তিনি আলাহ্ - তিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রস্তুতকারক, আকৃতিদাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর। আকাশমন্ডলী আর পৃথিবীর সবকিছু তাঁর বন্দনায় রত। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী।
(সূর আল্ হ:াশর#৫৯:২৪)

>>>

আলাহ্র অনেক নাম
মূল - হারূন ইয়াহিয়া
অনুবাদ - কবীর মোহাম্মদ হুমায়ূন
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫২

প্রথম প্রকাশ : ফেব্র“য়ারী ২০১১

মাঘ ১৪১৮
রবিউল আউয়াল ১৪৩৩।

প্রকাশক : ফয়েজুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা, জাকেরা গার্ডেন সংলগ্ন মসজিদ
৩৮/৬ শান্তিনগর, ঢাকা- ১২১৭।

মুদ্রণ ও বাঁধাই: কলম প্রিন্টিং প্রেস

ফোন : ৮৩১৭৬১৭

মূল্য : ৳ ৫০.০০

ইন্টারনেটে প্রাপ্তি ঃ www.islambanglabd.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
NAMES OF ALLAH

Written in English by HARUN YAHYA. (July2004)
Translated into Bangla by Kabir Mohammad Humayun. (February2012)

Published by Faizur Rahman, Founder, Zakera Garden Attach Mosque,
38/6 Shanti Nagar, Dhaka- 1217.

Phone: 01711592888. Email:faizur1977@gmail.com Symbolic Price: 1,00$.

NAMES OF ALLAH

He is Allah_there is no diety but Him. He is the Knower
of the Unseen and the Visible. He is the All-Merciful, the Most
Merciful. He is Allah_ there is no diety but Him. He is the King,
the Most Pure, the Most Perfect Peace, the Trustworthy, the Safeguarder,
the Almighty, the Compeller, the Supremely Great. Glory be to
Allah above all they associate with Him. He is Allah_the Creator,
the Maker, the Giver of Form. To Him belongs the Most Beautiful
Names. Everything in the heavens and Earth glorifies
Him, He is the Almighty, the All-Wise.
(Suat al-Hashr, 59:22-24)

HARUN YAHYA

আলাহ্‌র অনেক নাম

তিনি আলাহ্‌ – তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই ।
তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় জানেন । তিনি পরম দয়ালু ও সর্বোচ্চ দাতা ।
তিনি আলাহ্‌ – তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই । তিনি বাদশাহ্‌, সব চেয়ে খাঁটি,
বিশুদ্ধ শান্তি, বিশ্বাসভাজন, নিরাপত্তাবিধানকারী, সর্বশক্তিমান, বাধ্যকারী,
সর্বোৎকৃষ্ট মহৎ । আলাহ্‌ মহিমাময়, তাঁর কোন অংশীদার নেই । তিনি আলাহ্‌ - সৃষ্টিকর্তা,
প্রস্তুতকারক, আকৃতিদাতা । সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর ।
আকাশমন্ডলী আর পৃথিবীর সবকিছু তাঁর বন্দনা করে ।
তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা ।
(সূর আল্‌ হ:াশর#৫৯:২২-২৪)

কবীর মোহাম্মদ হুমায়ূন

লেখক সম্পর্কে

হারূন ইয়াহিয়া ছদ্মনামের এ লেখক ১৯৫৬ সনে আঙ্কারায় জন্ম লাভ করেন। তিনি আঙ্কারায় প্রথমিক ও মাধ্যমিক শিৰা গ্রহণ শেষে ইস্তাম্বুল মিনার সিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে শিৰা লাভ করেন। তিনি ১৯৮০ র থেকে রাজনীতি, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করে যাচ্ছেন।

তাঁর সকল লেখার একটিমাত্র উদ্দেশ্য– ক্বুরআানের বার্তা সবার নিকট পৌঁছে দেয়া এবং এদ্বারা মানুষকে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে, যেমন - স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব এবং সকলের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা। এ ভাবে জীবনের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করা। আর কারো কারো মতে, স্রষ্টাহীন প্রকৃতির সৃষ্ট এ বিশ্ব ও এর কর্মকান্ডের ধারণার অসারতা তুলে ধরা।

তাঁর বই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন– ভারত থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড থেকে বসনিয়া, স্পেন থেকে ব্রাজিলের অসংখ্য পাঠক কর্তৃক পঠিত হয়। তাঁর অনেক গ্রন্থ ইংরেজী, ফরাসি, জার্মান, ইতালি, পর্তুগিজ, উর্দু, আরবী, আলবেনীয়, রুশ, বসনিয়, তুর্কি, ইন্দোনেশিয় ভাষায় অনুদিত হয়ে পৃথিবীর বহু সংখ্যক পাঠকের নিকট উপভোগ্য হয়েছে।

হারূন ইয়াহিয়ার গ্রন্থাবলী পৃথিবীর সর্বত্র বয়স, গোত্র, জাতীয়তা নির্বিশেষে প্রায় সকল ধরনের পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সৰম হচ্ছে।

ক.প্রসঙ্গ কথা

আলাহ্ আমাদের মালিক; তাঁর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন (২:১৫৬)।

পৃথিবীর পথে প্রান্তরে হেঁটেছে রাশি রাশি মানুষ; এরা না না জাতির ও না না সংস্কৃতির । এদের দু' এক জন ইতিহাস গড়েছেন; তাই তারা কিছু দিন স্মরণীয় । তবে অধিকাংশ মানুষকে কেউ স্মরণ করেনা। অথচ, এদের প্রত্যেকে কোন এক দিন ছিলেন; স্বভাবে, চিন্তায়, রুচিতে প্রত্যেকে আলাদা ছিলেন! যা হোক, এদের এবং আমাদের সবার মধ্যে দু'টি বিষয়ে মিল; এক, সবাই মাতৃগর্ভে জন্মান; দুই, সবাই মৃত্যুর স্বাদ পান। আচ্ছা, কেউ কি কখনো বলেছে, "আমি হাজার বছর বেঁচে ছিলাম?"

সূর্য নির্ধারিত দিকে চলে। ৰমতাবান সর্বজ্ঞানীর এই নির্দেশ। (৩৬:৩৮)।

সর্বশক্তিমান আলাহ্ তাঁর সকল অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের পূর্ণ করেন। দিনে সূর্যের আলো দিয়ে দেখতে সহায়তা দেন; শষ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন; আমাদের অন্ন যোগান।

দিবসের এ সূর্য আমাদের ভিন্ন শিৰাও দেয়। আলাহ্ তাঁর ব্যবস্থাপনায় দিনের মৃত্যু ঘটান; রাতকে দায়িত্ব নেয়ার অনুমতি দেন; সে রাত হয় আমাদের বিশ্রামের সময়।

এ দৃশ্য দ্বারা আলাহ্ হয়তো এ শিৰাও দেন যে দিনের মৃত্যুর মতো এক সময় আমাদেরও মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর বিশ্রামের বেলা শেষে সূর্য উঠবে; সূর্য উঠা দ্বারা সর্বশক্তিমান আলাহ্ হয়তো এমন শিৰা দেন– মৃত্যুর পরে আমরাও জেগে উঠবো। আলাহ্র এ সব নিদর্শন আমাদেরকে আলাহ্র দেয়া জীবনের প্রতি দায়িত্বশীল হতে বলে।

অথচ, অজ্ঞ লোকেরা পার্থিব জিনিসের প্রতি লোলুপ থাকে; তাদের মন বলে, পার্থিব সুখই প্রগতি ও পরম সৌভাগ্য। অন্যদিকে ৰণস্থায়ী এ জীবনের প্রতি অনাসক্ত কবি বলেন, " দুনিয়াকে দিসনে তোর হৃদয়, যেন এক ভন্ড বউ সে, কখনো চায়না রে তোরে, এক রাতের জন্যও নয়।"

তবে, সে কাল, এ কাল ও পরকালের স্রষ্টা আলাহ্ সব কিছুকেই সমগুর"ত্ব দেন। তিনি তাঁর না না নাম আল্ ক্বুরআানে উদ্ধৃত করে আমাদের পূর্ব, বর্তমান ও উত্তর জীবনকে সম সূত্রে গ্রন্থিত করেন। আমাদের ইহ ও পরলৌকিক পথনির্দেশ দেন।

সুতরাং, তাঁর দেয়া পরিচিতি মতে সবকিছুর স্রষ্টা ও রৰক আলাহ্কে চিনতে হবে, জানতে হবে এবং মানতে হবে। মৃত্যু পরবর্তী কালের ভয়ংকর উপত্যাকা আর কঠিন পথের সম্বল হিসেবে উপকরণ সংগ্রহের জন্য আল-াহ্র দেয়া পার্থিব এ সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

আলাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রতিটি নাম-পরিচিতি ও নাম সংশিষ্ট পথনির্দেশ জানার, বোঝার ও মেনে জীবন পরিচালনার সৰমতা দিন। আমাদের ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের উপকরণ করে দিন। আমিন।
(www.ISLAMICOCCASIONS.COM থেকে সংগ্রহিত ও অনুদিত)

খ.সংযোজন

বাংলা ভাষী পাঠকদের দিকে লৰ্য রেখে এ গ্রন্থে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। যেমন ঃ-

১/ আলাহ্র নাম ও আরবী শব্দ আরবীর মতো উচ্চারণের সুবিধার্থে আরবী অৰর, উচ্চারণ, বাংলা প্রতিঅৰর, দু'একটি শব্দের উদাহরণ ইত্যাদি (পরিশিষ্ট-১-২);

২/ এ গ্রন্থে সরাসরি আলোচিত হয়নি এমন আলাহ্র গুণবাচক নামের একটি তালিকা (পরিশিষ্ট-৩);

৩/ এ গ্রন্থ অনুবাদ সহায়ক কিছু গ্রন্থের তালিকা (পরিশিষ্ট-৪);

৪/ লেখকের উলেখযোগ্য কিছু পুস্"কের তালিকা (পরিশিষ্ট-৫)

– অনুবাদক

সূচিপত্র

আমাদের স্রষ্টা আলাহ্ সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

আল্ য়:াদল
আল্ য়:াফুউ
আল্ আাখির
আহ্কামাল-হাকিমীন
আল্ য়:ালীম
আল্ য়:ালী:
আল্ য়:াছ্কিম
আল্ য়:াজ্বীম
আল্ য়:াজী:জ
আল্ বাায়ি:দ
আল্ বাাক্বি
আল্ বারয়ি:
আল্ বাছ্কীর
আল্ বাসিত্ব
আল্ বাাত্বিন
আল্ বাদয়ী:
আল্ বার্র
আল্ জামায়ি:
আল্ জাব্বার
আদ্ দায়ি:
আদ্ দাফয়ি:
আদ্ দ্বর্র
আর্ রহ:মান আর্ র-হী:ম
আল্ আয়ুয়াল
আল্ ফালিক্ব
আল্ ফাজিল
আল্ ফাত্বির
আল্ ফাত্তাহ্:
আল্ গফ্ফার
আল্ গনী:
আল্ খবীর
আল্ হাদী
আল্ খ-ফিদ্ব
আল্ হ:াফীজ্ব
আল্ হ:াকাম

৩৮. আল্ খলিক
৩৯. আল্ হ:ালীম
৪০. আল্ হ:ামীদ
৪১. আল্ হ:াসীব
৪২. আল্ হায়ীয়
৪৩. আল্ ক্বাবিদ্ব
৪৪. আল্ ক্বাবিল
৪৫. আল্ ক্বাদী
৪৬. আল্ ক্বাদীম
৪৭. আল্ ক্বাদীর
৪৮. আল্ কাফি
৪৯. আল্ ক্বাহ্হার
৫০. আল্ ক্বায়িয়ূম
৫১. আল্ ক্বারীব
৫২. আল্ ক্বাসীম
৫৩. আল্ ক্বায়ী
৫৪. আল্ কাবীর
৫৫. আল্ কারীম
৫৬. আল্ ক্বুদ্দুস
৫৭. আল্ লাত্বীফ
৫৮. আল্ মাকির
৫৯. মালিক ইয়াওম আদ-দীন
৬০ মাালিক আল্মুল্ক
৬১. আল্ মাাজীদ
৬২. আল্ মালজা
৬৩. আল্ মাালিক
৬৪. আল্ মাতীন
৬৫. আল্ মাওলা
৬৬. আল্ মুয়াখ্খির ও আল্ মুক্বদ্দীম
৬৭. আল্ মুয়াদ্দীব
৬৮. আল্ মুহীত
৬৯. আল্ মুদহিক ও আল্ মুবকি
৭০. আল্ মুওয়াফ্ফী
৭১. আল্ মুহ:ছ্বী
৭২. আল্ মুহসিন

আল্ হ:াকীম
আল্ হ:াক্ব

৭৩. আল্ মুহ:ী
৭৪. আল্ মুক্ব-লিব

৭৫. আল্ মুক্মিল
৭৬. আল্ মুক্বতাদির
৭৭. আল্ মুংতাক্বিম
৭৮. আল্ মুছ্ক্বওয়ির
৭৯. আল্ মুবাশ্বির
৮০. আল্ মুবায়ীন
৮১. আল্ মুদাব্বির
৮২. আল্ মু'মিন
৮৩. আল্ মুজীব
৮৪. আল্ মুহায়মিন
৮৫. আল্ মুতায়:ালী
৮৬. আল্ মুতাকাব্বির
৮৭. আল্ মুসায়ির
৮৮. আল্ মুস্ি়য়:ান
৮৯. আল্ মুতাহীর
৯০. আল্ মুয়াচ্ছির
৯১. আল্ মুযাক্কী
৯২. আল্ মুযায়ীন
৯৩. আল্ মুদহ্হিল
৯৪. আল্ মুগনী:
৯৫. আন্ নাসির
৯৬. আন্ নূর
৯৭. রব্বাল য়:াল্আমিন
৯৮. আর্ রফিয়:
৯৯. আর্ রহ্মান আর রহীম

১০০. আর্ রকীব
১০১. আর্ রঊফ
১০২. আর্ রজ্জাক্ব
১০৩. আস্ ছ্বমাদ
১০৪. আস্ সাদিক্ব
১০৫. আস্ সায়ি:ক
১০৬. আস্ সানয়ি:
১০৭. আস্ সালাম
১০৮. আস্ সামীয়:
১০৯. আশ্ শাফী
১১০. আশ্ শাফয়ি:
১১১. আশ্ শারিহ্
১১২. আশ্ শাহীদ
১১৩. আশ্ শাকূর
১১৪. আত্ তাওয়াাব
১১৫. আল্ ওয়াাহি:দ
১১৬. আল্ ওয়ারিদ
১১৭. আল্ ওয়াাসিয়:
১১৮. আল্ ওয়াদূদ
১১৯. আল্ ওয়াহ্হাব
১২০. আল্ ওয়াকীল
১২১. আল্ ওয়াালী
১২২. যুল্ জালাাল ওয়াল্ ইকর-ম
১২৩. আজ জ্বহির
\+ **বিবর্তনবাদী প্রবঞ্চ**

আমাদের স্রষ্টা আলাহ্ সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

কে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন? এ সুন্দর শরীর, চুল, চোখ, কান, নাখ, মুখ এত অঙ্গ এত বৈশিষ্ট্য কার থেকে পেলেন? আপনার এ আকার ও রং কে দিয়েছেন? আপনার মতো আমি, আমাদের মতো এত মানুষ, এত আকাশ, পৃথিবী, উভয়ের মধ্যের এত প্রাণী এত অপ্রাণীদের সৃজন করেন যিনি– তিনি কোন সে জন? বিশাল ঐ আকাশের, ঐ গ্রহসমূহের, ঐ সূর্যের, ঐ অসংখ্য তারকার শৃঙ্খলা কে নির্ধারণ করেন?

এ সব প্রশ্নের জবাব একটি – "আলাহ্" । আপনার মতো আমরাও বলবো, "আলাহ্" । আলাহ্ আল্ ক্বুরআানে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ আলাহ্র কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে ঃ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ "কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করছেন?" তারা অবশ্যই বলবে ঃ " আলাহ্ ।" তাহলে তারা ফিরে যাচ্ছে কোথায়?
(সূর আল্ য়ঃাঙ্কাবুত#২৯ঃ৬১)

এ আকাশ, এ পৃথিবীসহ গোটা বিশ্ব এক মসৃণ ভারসাম্যে স্থাপন করেছেন– আলাহ্ । আমাদের সে আলাহ্কে আমরা কতটুকু জানি? আপনি কি সচেতন যে তিনি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে শোনেন, দেখেন এবং আপনার প্রতিটি কাজ লৰ্য করেন? আচ্ছা, আমাদের সবার যে স্রষ্টা সে স্রষ্টা কোথায় থাকেন? তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে কি নিজ নিজ বুঝ-বুদ্ধির উপর ছেড়ে রেখেছেন? নিজ বুঝ-বুদ্ধি দিয়েই কি এ জীবন চলবে? তিনি কি জীবন পরিচালনার পথনির্দেশ দেননি ? আচ্ছা আপনি কি আলাহ্কে দেখতে পান? তাঁর সাথে কথা বলতে পারেন? ইতঃপূর্বে কেউ কি তাঁর সাথে কথা বলেছে? তিনি আর কত, আর কি কি, আর কত রকম জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আরো কত সৃষ্টি করেন! এ জীবনের অবসানে তিনি কোন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

সন্দেহ নেই, এরকম হাজারো প্রশ্ন আপনাকে করা যেতে পারে । আপনিও নিজ বুঝ মত উত্তর দিতে পারেন । উত্তর দান কালে নিজ পরিবার, আত্মীয়, প্রতিবেশী বা আপনার পড়া বইয়ের উপর নির্ভর করতে পারেন । এবার বলুন, আপনার জবাব কি ঠিক? নাকি ভুল?

আলাহ্ বা কারো ভাষায় ঈশ্বর সম্পর্কে একেক জনের একেক রকম মত থাকতে পারে । কোন দার্শনিক তাঁর প্রিয় দার্শনিকের মতের উপর নির্ভর করতে পারে । কেউ নিজ শিৰা অথবা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সর্বস্রষ্টা আলাহ্র সঙ্গা নির্ধারণ করতে পারে । আলাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ এমন কোন গৃহিনী তার প্রতিবেশীর থেকে শোনামতে আলাহ্য় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে । কোন ব্যক্তি সঙ্গত প্রশিৰণে অংশ না নিয়েও আলাহ্ সম্পর্কে কত কি লিখতে পারে! সত্যি বলতে কি, এ রকম আলাহ্র সর্বশেষ গ্রন্থ আল্ ক্বুরআান নাও পড়তে পারে । আবার এ রকম লেখকের বই পড়ে কেউ বইয়ের প্রতিটি বাক্য সঠিক ভাবতে পারে । মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে; গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে অন্যের নিকট বলে বেড়াতে পারে । তবে, মজার কথা হচ্ছে, কোন মানুষ নিজে যা জেনেছে অথবা যা বলে বেড়াচ্ছে তা যে মিথ্যা বা ভুল হতে পারে - অধিকাংশ মানুষই এরকম সন্দেহ করেনা ।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ- মানুষ মাত্রই ভুলকারী । কাজেই, যে কোন মানুষ অজ্ঞতাবশত যে কোন ভুল করতে পারে । তাই ভুল বেছে বেছে ঠিক পথে চলার জন্য এবং আলাহ্কে জানার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় খাঁটি তথ্যগুলো জানতে হবে । তার প্রয়োজনীয় সকল সঠিক তথ্য আলাহ্র প্রেরিত অনন্য গ্রন্থ আল্ ক্বুরআান এ রয়েছে । সুতরাং, সর্বোচ্চ বিশ্বাসভাজন এ আসমানী গ্রন্থের দিকে তাকে ফিরে তাকাতে

হবে। তাছাড়া, উপরের প্রশ্নমালার জবাব খুঁজতে অবশ্যই সবাইকে ক্বুরআান পড়তে হবে। ক্বুরআানে মনোযোগ দিলে আমরা সর্বত্র আলাহ্কে লৰ্য করব। তিনি আমাদের ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটবর্তী। আপনি যা কিছু করেন সব কিছু তিনি দেখেন এবং সাৰী হন। আপনি যা কিছু বলেন তিনি সব কিছু শোনেন। আপনার মনের গভীরে কি আকুতি তাও তিনি জানেন। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আপনার পাশে আছেন। বান্দাদের মধ্যে যার সাথে খুশি তিনি কথা বলেন। যেমন, ক্বুরআান বলে যে নবী মূসাা (য়:া) এর সাথে আলাহ্ কথা বলেছেন; তাকে তার আমলের সকল মানুষের উপরে স্থান দিয়েছেন। আলাহ্ ফিরিশ্তা ও জিন্ন জাতি সৃষ্টি করেছেন। এ জীবন সীমিত সময়ের জন্য। প্রত্যেককে মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনে থাকতে হবে। আলাহ্ সেখানে প্রত্যেকের জন্য যথাযোগ্য স্থান তৈরী রেখেছেন। মৃত্যুর পর স্থায়ী জীবনের উত্তম স্থান বেহেশ্ত। সেখানে থাকতে হলে এ জীবনে কি করতে হবে তার ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন।

এবার এ গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে কিছু কথা শোনা যাক। মূলত, তিনটি উদ্দেশ্যে আমরা এ পুস্তকখানা গ্রন্থিত করেছি। প্রথমত, আপনাদের নিকট আলাহ্কে পরিচিত করা। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে যে বাতিল, ত্রুটিপূর্ণ, তুচ্ছ তথ্য এতদিন আপনারা লাভ করে এসছেন মনে স্থান দিয়েছেন তা ঝেড়ে ফেলা। তৃতীয়ত, ক্বুরআানের নির্ভেজাল জ্ঞান অর্জন দ্বারা আলাহ্কে সঠিকভাবে চিনতে পারার ব্যবস্থা করা। সর্বশেষ নয়, বলবো– সর্বোপরি, আমাদের সবার জন্য স্রষ্টা আলাহ্র অনুগ্রহ অর্জন করা। আলাহ্ তাঁর ক্বুরআান দ্বারা মানব জাতির নিকট নিজেকে পরিচিত করান। তাঁর পরিচিতি বুঝানোর জন্য আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এক আসমানী গ্রন্থ দ্বারা তাঁর সুন্দর সুন্দর নামগুলো আমাদের নিকট উপস্থাপন করেন। এসব নামের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিল্পসৌন্দর্য বোধ প্রকাশ করে।

যে আয়াতসমূহ বা পংতিমালা আলাহ্র একেক নামের অধীনে লিখিত হয়েছে তা আলাহ্ থেকেই পাওয়া। তিনি একেকটি নাম উলেখ করেছেন। পাশাপাশি নামটির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এ গ্রন্থেও আলাহ্র নিদৃষ্ট নামটি উলেখ করা হয়েছে। তারপর নাম সংশিষ্ট আয়াতটি উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর নামটির সংৰিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সংৰিপ্ত ব্যাখ্যাগুলো প্রতিটি নামের তাৎপর্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, একেকটি নামের ব্যাখ্যা দিয়ে অনেক অনেক ভল্যুম লেখা সম্ভব। তবে, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারণের সুযোগ অবারিত রাখার উদ্দেশ্যে আমরা নামগুলেরা সংৰিপ্ত ব্যাখ্যা করলাম মাত্র।

ক্বুরআানে স্রষ্টার নাম বিষয়ে শুধুমাত্র যেটুকু লেখা রয়েছে **আলাহ্র অনেক নাম** গ্রন্থখানা তার মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে। কারণ, আলাহ্ আমাদেরকে যতটুকু শিৰা দিয়েছেন তার বেশি জ্ঞান আমাদের নেই। যাকিছু আমাদের জ্ঞানের বাইরে সে সম্পর্কে আলাহ্র দৃষ্টিভঙ্গী হল যে এর প্রত্যেক বিষয়ের সাথে আমাদের অজ্ঞতা জড়িত।

তারা বললো ঃ "আপনি পরম পবিত্র। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।" (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:৩২)

১

আল্ য়:াদল

//AL- 'ADL: **The Just**; The Equitable.// O You who believe! Show integrity for the shake of Allah, bearing witness with justice. Do not let hatred for a people incite you into not being just. Be Just. That is closer to piety. Have fear [and awareness] of Allah. Allah is aware of what you do. (Surat al-Ma'ida, 5:8)

ন্যায়বিচারক

☆ হে মু'মিনগণ! আলাহ্‌র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকো; কারো শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। **ন্যায়বিচারক হও।** ন্যায়বিচারই তাক্ওয়ার নিকটতর। আলাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা যা কর আলাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।
(সূর আল্ মাইদাহ#৫:৮)

আলাহ্ সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক। মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর আদেশ বিরাজমান। কাজেই, তাঁর আদেশ অনুযায়ী তিনি সবার প্রতি এ জগতে ও পরজগতে ন্যায়বিচার করবেন। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। তিনি সব বিষয়ে সদা সতর্ক। তাই, তাঁর সকল কাজ স্বর্গীয় উদ্দেশ্যপূর্ণ। যুক্তিসংগত।

আলাহ্ তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে প্রত্যেকের কৃতকর্ম বিচার করবেন। তিনি আমাদেরকে অবগত করেন, ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘনকারীরা অবশ্যই শাস্তি পাবে। আবার সামান্য ভাল কথারও পুরষ্কার দেয়া হবে। তিনি পরকালে তাঁর অনন্ত বিচার প্রকাশ করবেন।

কাফির বা অবিশ্বাসীরা রসূল ও বিশ্বাসীদের জন্য কষ্টকর অবস্থা তৈরী করে। অপবাদপূর্ণ দোষারোপ করে। ফলে, তারা অসংখ্য পাপ কামাই করে। এ কর্মকান্ডের প্রতিউত্তর দেয়া হবে। অবিশ্বাসীদের সৃষ্ট একেকটি কষ্টকর অবস্থা বিশ্বাসীদেরকে বেহেশ্তের একেকটি উর্ধ স্তরে উঠাবে। আর এর বিপরীতে, অবিশ্বাসীদেরকে ধাপে ধাপে আগুনে বা দোজখের সর্বনিু স্তরে পৌঁছাবে। বিচার দিবসে আলাহ্ ন্যায়দন্ড স্থাপন করবেন। কোন আত্মাই কোনভাবে অন্যায় আচরণের স্বীকার হবেনা।

আলাহ্ মানুষকে একটি নিদৃষ্ট সময়ের জীবন দান করেন। সে সময় শেষে জীবনের অবসান হবে। অতঃপর কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্য তিনি সকলকে ডাকবেন। সর্বজ্ঞানী আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবাই নিজ নিজ কর্মকান্ডের ফলাফল দেখতে পাবে। প্রদর্শিত কর্মের ভিত্তিতেই অবিশ্বাসীরা ফলস্বরূপ কঠোর সাজা প্রাপ্ত হবে। অন্যদিকে যারা আলাহ্‌র প্রতি সৎ ও অবিচল থাকে; তারা সম্পূর্ণ উদার ভাবে পুরস্কৃত হবে। এক আয়াতে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **যারা তোমার বায়'আত (শপথ করা) গ্রহণ করে তারা তো আলাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে। আলাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করবে তার পরিণাম তারই উপর। যে আলাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তিনি তাকে মহাপ্রতিদান দিবেন। (সূর আল্ ফাত্‌হ:#৪৮:১০)**

অনেক মানুষ মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারক সন্ধান করে। তবে, এ প্রসঙ্গে একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য ঃ আলাহ্‌র ন্যায়বিচারের সাথে মানুষের ধারণাপ্রসূত ন্যায়বিচারের কোন তুলনা চলেনা। কেননা, এক অবিশ্বাসী বা বেঈমান রায় প্রদান কালে আত্মম্ভরিতা ও নিজ কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। আবার আবেগ তাড়িত হয়ে প্রকৃতপৰে যা ঘটেছে তা ভুলে যেতে পারে। এ ছাড়া, সবচেয়ে উলেখযোগ্য কথা হল, এক পর বা অন্যপৰের মনের মধ্যে কি আছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে। কিন্তু তিনি আলাহ্, তিনি কখনো ভুল করেননা। তিনি মানুষের চি"া ও কার্যক্রম পর্যবেৰণ এবং লিপিবদ্ধ করান। এ জন্য প্রত্যেকের বিপরীতে অদৃশ্য ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করেন। সংৰেপে বললে, প্রত্যেক মানুষের আত্মা আলাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন। অর্থাৎ সবাই সর্বদা তাঁর গোচরে রয়েছে। ক্বুরআান আরও প্রকাশ করে– আমাদের প্রভু সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক। তিনি নিরবধি ন্যায় ও যুক্তি সংগত।

☑ **সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো। যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা নিজ আমলনামা পাঠ করবে। তাদের উপর অণু পরিমাণও যুলুম করা হবেনা।**
(সূর আল্ ইস্‌র-#১৭:৭১)

ঈমাানদার বা বিশ্বাসীদের বির"দ্ধে কৃত সব অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের প্রতিদান আলাহ্ পরকালে দিবেন। এ কালে তিনি অবিশ্বাসীদেরকে নানা রকম নি'য়ামত (অর্থাৎ সেবা ও সম্পদ) দান করেন। তবে, এগুলো তাদেরকে আলাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার দিকে না নিয়ে বরং অধিকতর অসততার দিকেই ধাবিত করে। ক্বুরআানে আলাহ্ বলেন, অবশ্যই ঈমাানদারগণ এ সাময়িক দানে আকৃষ্ট হবেনা। কারণ, পরবর্তী কালের বৃহৎ প্রাপ্তির তুলনায় এ দান তেমন মূল্যবহ নয় বলে তারা বিবেচনা করবে। বিশেষ করে, অবিশ্বাসীদের জন্য দোজখে যে রকম নিরবধি শাস্‌ি"র প্রতিশ্র"তি রয়েছে তার তুলনায় এ সংৰিপ্ত জীবনের সুবিধাসমূহ যে কত কিঞ্চিৎকর-তা তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে।

প্রতিটি মানুষের প্রকৃত নিবাস পরকাল। এখানে প্রতিটি আত্মা নিজ নিজ ভাল মন্দ কাজের মুখোমুখী হবে। আলাহ্ তখন বেহেশ্‌ত ও দোজখের ফয়সালা দিয়ে চিরকালের জন্য তাঁর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবেন। শেষ পর্য"ন্ত, আলাহ্ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বা ভাল ও মন্দ বিচার দ্বারা পৃথক করবেন।

বলো ঃ "আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সমবেত করবেন। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। সর্বজ্ঞ।" (সূর আল্ সাবা#৩৪:২৬)

যারা তোমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করেনি এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেনি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আলাহ্ নিষেধ করেননা। অবশ্যই আলাহ্ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।
(সূর আল্ মুমতাহিঃনা#৬০:৮)

নিশ্চয়ই আলাহ্ তোমাদের আদেশ করেন– তোমাদের নিকট গচ্ছিত সম্পদ (আমানত) প্রাপকদেরকে বুঝিয়ে দাও। মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনাকালে ন্যায়বিচার করো। আলাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! অবশ্যই আলাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূর আন্ নিসাা#৪:৫৮)

তারা মিথ্যা শুনতে অভ্য"স্ত এবং হারাম (অবৈধ) খেতে অত্য"ন্ত আসক্ত। তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তুমি তাদের মধ্যে বিচারনিষ্পত্তি করো অথবা নির্লিপ্ত থাকো। তুমি নির্লিপ্ত থাকলে তারা তোমার কোন ৰতি করতে পারবেনা। তবে, তাদের মধ্যে বিচার করলে ন্যায়ভাবে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আলাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।
(সূর আল্ মাইদাহ#৫:৪২)

২
আল্ য়:াফুউ

//AL- 'AFUW: **The Pardoner.**// Whether you reveal a good act or keep it hidden, or pardon an evil act, Allah is Ever-Pardoning. All-Powerful. (Surat an-Nisa', 4:149)

ৰমাকারী

☆ তোমরা কোন সৎকার্য প্রকাশ্যে করো বা গোপণে করো অথবা অসদ্বিষয় ৰমা করো তবে নিশ্চয়ই আলাহ্ও **ৰমাকারী** । সর্ব ৰমতাবান ।
(সূর আন্ নিসাা#৪:১৪৯)

মানুষ ভ্রমকারী জীব । যে কোন সময় সে ভুল বুঝতে পারে । ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে । ভ্রমাত্মক মনোভাব পোষণ করতে পারে কিম্বা প্রদর্শন করতে পারে । স্রষ্টা আলাহ্ এ বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে জানেন । তাই তাদের ৰমা করেন । উলেখ্য, তিনি তদ্রূপ ৰমাকারী নাহলে কেউই বেহেশ্তের নাগাল পেতনা । এ বাস্তব সত্যের প্রতি আলাহ্ নিুলিখিত ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ঃ

আলাহ্ যদি সীমালঙ্ঘনের জন্য মানুষকে শাস্তি দিতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেননা । কিন্তু তিনি এক নিদৃষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন । অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবেনা । (সূর আন্ নাহ:ল#১৬:৬১)

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, আলাহ্ কেবলমাত্র তাঁর অকপট ও অনুশোচনাকারী বা তাওবাকারী বান্দাদেরকে ৰমা করেন । কাজেই, যারা তাঁর ৰমা প্রত্যাশা করে, তাদেরকে তাওবায় বা অনুশোচনায় অকপট এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে । আলাহ্ এ কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে যারা অনুশোচনা করে কিন্তু কোন দুঃখবোধ না করেই পুনরায় ভুলের মধ্যে ফিরে যায় তাদেরকে তিনি ৰমা করেননা । এক আয়াতে আলাহ্ বলেন ঃ

একমাত্র তাদের তাওবা কবূল করার দায়িত্ব আলাহ্র উপর রয়েছে– যারা অজ্ঞতাবশতঃ পাপ বা মন্দকার্য করে ফেলে; অতঃপর সত্বর তাওবা বা ৰমা প্রার্থনা করে । সুতরাং, আলাহ্ তাদেরকেই ৰমা করবেন । আলাহ্ সর্বজ্ঞ । প্রজ্ঞাময় ।

(সূর আন্ নিসাা#৪:১৭)

۩২۩

৩
আল্ আাখির

//AL-AKHIR: **The Last**; The One Who Exists after Everything Else Perishes.// He is the First and **the Last,** the Outward and the Inward. He has the knowledge of all things. (Surat al-Hadid, 57:3)

সর্ব শেষ; সমস্তকিছু ধ্বংসের পরও যিনি থাকেন

☆ তিনিই সর্ব প্রথম ও তিনিই **সর্ব শেষ,** তিনিই প্রকাশ্য ও তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:৩)

তিনি অনঅস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববান বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আবার একদিন সমস্ত সৃষ্টি অস্তিত্বহীন বা ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর সাবেক রূপে ফিরে যাবেন । সমস্ত প্রাণী একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের জন্য অস্তিত্বে এসেছে। সময় শেষে সবাই মৃত্যু বরণ করছে। কাজেই, কোন কিছুই অমর নয়। তবে ব্যতিক্রম, আলাহ্। তিনি সর্বশুরু এবং সর্বশেষ। অর্থাৎ তাঁর কোন শুরু বা শেষ নেই। তিনি চির বিরাজমান।

আলাহ্ জীবন ও সময়ের স্রষ্টা। সৃষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তিত হওয়া। সৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার নয়। তিনি নিজে নিজেই অসীম। তিনি অতীতে অনন্তকাল ছিলেন। তিনি অনন্তকাল থাকবেন। সময় ও স্পেস তাঁকে প্রভাবিত করেনা। এ সত্য ক্বুরআানে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে ঃ

ভূ-পৃষ্ঠে যাকিছু আছে ধ্বংস হবে সব। একমাত্র থেকে যাবে তোমাদের প্রতিপালকের মুখ (সত্তা) মহিমাময় ও মহানুভব ।

(সূর আর্ রহ:মান#৫৫:২৬-২৭)

۩৩۩

৪
আহ্:কামাল হ:াকিমীন

//AHKAM AL-HAKIMEEN: **The Most Just Judge**// Is Allah not **the Most Just Judge?** (Surat at-Tin, 95:8)

সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক

☆ আলাহ্ কি **সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক** নন?
(সূর আত্ব ত্বীন#৯৫:৮)

আলাহ্ প্রতিটি বিষয়ে নির্দেশ বা ডিক্রি প্রদান করেন। প্রতিটি বিষয় সুষ্ঠু ভাবে পরিসমাপ্ত করেন। তাঁর আকাঙ্খা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনা বিকাশিত হয়। প্রতিটি ঘটনা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তে অনেক স্বর্গীয় গোপন উদ্দেশ্য থাকে। অধিকাংশ মানুষ সীমিত প্রজ্ঞার অধিকারী। এ ছাড়া, মানুষের বোঝার ক্ষমতাও স্বভাবগত ভাবে সীমিত। প্রকৃতপক্ষে, তারা অলাহ্র ইচ্ছা বা আদেশ বোঝেনা। আলাহ্ অপার বুদ্ধিমত্তার মালিক। তিনি স্থান-কালের উর্দ্ধে। তবে স্থান ও কালের ধারণায় মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে সীমায়িত করেছেন। আগমীকাল বা এমনকি আগামী ঘন্টায় কি ঘটবে - মানুষ কিছুতেই জানেনা । আলাহ্ যেহেতু আদেশ করেন সেহেতু সময় ও স্থান নির্বিশেষে কোথায়, কখন, কি, ঘটতে যাচ্ছে তার জ্ঞানও তিনি সংরক্ষণ করেন। তিনি স্বীয় বিবেচনায় তাঁর পরিকল্পনা মাফিক ও স্বর্গীয় উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করে থাকেন।

অবিশ্বাসীগণ কখনো আলাহ্র উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনা। কেননা, তারা তাদের পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দেখে। কোনো সুনিদৃষ্ট কারণের উপর ভিত্তি করে ঘটনার বিচার করে। তারা যখন কারণ নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয় তখন ভাবে - সবকিছু দৈবচয়নে এবং ঘটনাচক্রে বিকাশিত হয়। সুতারং, তারা সে কথাটিও বুঝতে অক্ষম হয় যে সব কিছু আলাহ্ নিয়ন্ত্রণ করেন। যা হোক, বিশ্বাসী বা ঈমাানদারগণ আলাহ্র রায়ের মধ্যে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য অন্বেষণ করে। তারা এ কথা বোঝে যে আলাহ্ সর্বোত্তম তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। সুতরাং, সর্বশ্রেষ্ঠ রায় একমাত্র তিনি দিয়ে থাকেন। আলাহ্ ক্বুরআানে নিজের আদেশ দান করেন ঃ

তোমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ করো। আর আলাহ্র রায় না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধর। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।
(সূর ইঃয়ূনুস#১০:১০৯)

নূহ্ঃ তার প্রতিপালককে ডেকে বললো ঃ " হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত। তোমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। তুমি তো সর্ব শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।" (সূর হূদ#১১:৪৫)

৫
আল্ য়ঃালীম

//AL- 'ALEEM: **The All-Knowing.** //Both East and West belong to Allah, so wherever you turn, the Face of Allah is there. Allah is All-Encompassing. **All-Knowing.** (Surat al-Baqara, 2:115)

সর্বজ্ঞ

☆ পূর্ব ও পশ্চিম আলাহ্র। সুতরাং যেদিকে মুখ ফেরাও সেদিকেই আলাহ্র মুখ। কেননা আলাহ্ (সর্বদিক)পরিবেষ্টনকারী। **সর্বজ্ঞ**।
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১১৫)

মানব জাতি চিন্তা গবেষণা দ্বারা ধীরে ধীরে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করে। অর্জিত জ্ঞান পুঞ্জীভূত করে। কেউ কেউ পদার্থবিদ্যা, দর্শন বা ইতিহাসের মত বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করে। আমরা সবাই জানি যে যবতীয় জ্ঞানের মূল কথা হল "জানো"। মানবজাতির কাছে এটা একটি বড় প্রশ্ন যে আলাহ্ কি পদ্ধতিতে সবকিছু জানেন!

আলাহ্ স্রষ্টা বিধায় আসমান, জমিন আর উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, বিশ্ব জগৎ পরিচালনার যত নিয়ম আছে, সময় ও স্থান নির্বিশেষে যা কিছু ঘটে, সকল বিষয় তিনি জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ; তাঁর জ্ঞান সীমাহীন। নবজন্ম প্রাপ্ত প্রত্যেকটি শিশুর নাম, প্রতিটি বৃক্ষের পতিত পাতার খবর, প্রতিটি গ্যালাক্সিস্থ কোন তারকার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে বা কি ঘটবে, স্থান ও মহাকালের ব্যাপ্ত পরিসরে কি কি ঘটতে যাচ্ছে, প্রতিটি জীবের ডি এন এর মধ্যে কি তথ্য লুকিয়ে আছে ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়ের যে কোন মুহূর্তের জ্ঞান তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। কারণ, আলাহ্ সর্বজ্ঞ।

আমরা সর্বদা নিম্নলিখিত সত্য মনে রাখব ঃ উপরে যা কিছু উলেখ করেছি তাঁর চেয়ে বেশী অর্থাৎ আমরা কি চিন্তা করছি বা আমাদের মনের ভিতর কি রয়েছে বা আমাদের গোপনতম কার্যক্রম কি - সব কিছু সর্বজান্তা আলাহ্র জানা আছে। তবে আমরা সাধারণত মনে করি যে আমাদের অনুভূতি, চিন্তাভাবনা বা দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে শুধুমাত্র আমরাই অবহিত। প্রকৃত পক্ষে এটা একটি বিভ্রান্তি। কারণ, কে কি ভাবল বা কার মনে কি আছে তা জানা বিশ্বের সব কিছুর নিয়ন্ত্রকের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। সর্বজান্তা আলাহ্র অসীম জ্ঞান সম্পর্কে আল্ কুরআান আমাদেরকে অবহিত করে ঃ

তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে ব্যয় নাকরা পর্যন্ত কোন পুণ্য লাভ করবেনা। তোমরা যাকিছু ব্যয় করো আলাহ্ তা জানেন।

(সূর আালি য়িঃমর-ন#৩ঃ৯২)

তুমি কি দেখোনি– আসমান ও জমিনের সবাই এমনকি উড়ন্ত পাখিরাও আলাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই প্রার্থনা ও মহিমা ঘোষণার নিজ নিজ পদ্ধতি জানে। তারা যা করে আলাহ্ তা সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূর আন্ নূর#২৪ঃ৪১)

আর সূর্য তার গন্তব্যে ছুটে। এ ছুটে চলা পরাক্রমশালী ও সর্বাজ্ঞের নির্ধারণে। (সূর ইয়াসীন#৩৬ঃ৩৮)

দেখ, নিজ কথাগুলো লুকানোর জন্য নিজদের কেমন করে ঢাকে! জেনে রাখো, যখন নিজেদের ঢাকে, আর চুপি চুপি যা গোপণ করে এবং যা প্রকাশ করে আলাহ্ তার সবটাই জানেন। তিনি অন্তরের খবরও জানেন। (সূর হূদ#১১ঃ৫)

তারা পূর্বে যা পাঠিয়িছে সে কারণেই তারা কখনো তা(মৃত্যু) কামনা করবেনা। আলাহ্ যালিম(অত্যাচারী)দের সম্মন্ধে অবগত। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২ঃ৯৫)

তোমরা তাদের হত্যা করোনি, বরং আলাহ্ই তাদের হত্যা করেছেন। যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি করোনি; বরং আলাহ্ই করেছিলেন। নিজ তরফ থেকে মু'মিনদেরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্য এটা করেছিলেন। নিশ্চয়ই আলাহ্ সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞ।

(সূর আংফাল #৮ঃ১৭)

৫

৬

আল্ য়ঃালীঃ

//AL-'ALEE: **The Most High.**// It does not befit Allah to address any human being except by inspiraton or from behind a veil, or He sends a messenger who then reveals by His permission whatever He wills. **He is indeed Most High,** All-Wise. (Surat ash-Shura, 42:51)

সমুন্নত, সর্বোচ্চ

মানুষের সাথে কথা বলা আলাহ্‌র জন্য শোভন নয়। ওহীর মাধ্যম ছাড়া, পর্দার অন্তরাল ছাড়া, অথবা তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশকারী ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করা ছাড়া তিনি কোন কিছু ব্যক্ত করেননা। তিনি **সমুন্নত**। প্রজ্ঞাবান। (সূর আশ্‌ শূর-#৪২:৫১)

আলাহ্‌ আমাদের নিকট নিজকে পরিচিত করান। তিনি জানান– আলাহ্‌ বিশ্বমন্ডলীর স্রষ্টা এবং বিশ্বমন্ডলীর একমাত্র সার্বভৌম সত্তা। তিনি সর্ব প্রধান। আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিক। তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য বা মা'বূদ নেই। তাঁর সাথে যা কিছুর তুলনা করা হোকনা কেন তিনি সব থেকে অতি উঁচুতে বিরাজ করেন। তিনি সব কিছু থেকে পৃথক। পবিত্র। তিনি সার্বভৌম। সমস্ত ক্ষমতার মালিক। সকল দূরারোহণ পথের প্রভু। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমুন্নত। যাবতীয় অভাব থেকে মুক্ত।

সুন্দর নামসমূহ আলাহ্‌র। কারণ, তিনি অসীম সৌন্দর্যের ও অশেষ মহিমাময়তার মালিক। আলাহ্‌ যতটুকু জানান মানুষ তাঁকে ঠিক ততটুকু জানে। আবার কুরআনের আয়াত থেকে লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করতে পারে। এক আয়াতে আলাহ্‌ তাঁর মূল নামটি নিম্নলিখিত ভাবে উচ্চারণ করেন ঃ

তিনি আলাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব। সর্ব সত্তার সংরক্ষক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের পূর্বে কি ছিলো এবং পরে কি আছে তিনি তা জানেন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারেনা। তাঁর 'কুরসী' ব্যাপ্ত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীময়। এ উভয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করেনা। তিনিই সমুন্নত। মহীয়ান। (সূর আল্‌ বাক্বরহ্‌#২:২৫৫)

৬

৭

আল্‌ য়ঃাছ্বিম

//AL-'ASIM: **The Protector**.//He [Prophet Nuh's son] said: "I will seek refuge on a mountain that shall proctect me from the water." Nuh said: <u>"There is no protector today from Allah"s punishment but He has mercy..."</u> (Surah-Hud, 11:43)

রক্ষাকারী

সে (নূহ্‌ঃ পুত্র) বললো ঃ " আমি এখনই এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব। ঐ পাহাড়ই আমাকে পাবন থেকে রক্ষা করবে।" নূহ্‌ঃ বললো ঃ " আজ আলাহ্‌র শাস্তি থেকে কেউ **রক্ষাকারী** নেই কিন্তু যার প্রতি তাঁর দয়া আছে..." (সূর হূদ#১১:৪৩)

মানুষ জাতিগত ভাবে দুর্বল। সে যে কোন সময় যে কোন দুর্যোগ, যেমন - ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিগিরির অগ্নুৎপাত ইত্যাদির মুখোমুখী হতে পারে। উপরন্তু, মানসিক বিপর্যয়েও পড়তে পারে। এ সকল প্রতিকূল পরিবেশে তাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে - তাদের সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আলাহ্‌ ইচ্ছা নাকরলে তারা কোন বিপদ এড়াতে পারবেনা। মনে রাখতে হবে, আলাহ্‌ অতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি একমাত্র রক্ষাকারী। যেমন, কুরআন নিম্নের আয়াতে বলে ঃ

বলো ঃ " স্থল ও জলভাগের অন্ধকার থেকে তখন কে তোমাদের রৰা করে যখন তোমরা কাতর ভাবে ও চুপি চুপি তাঁর নিকট অনুনয় কর?" বলো ঃ " আলাহ্ই তোমাদেরকে প্রত্যেক বিপদ থেকে রৰা করেন। তারপরও তোমরা তাঁর অংশীদার (শির্ক) উদ্ভাবন করো! " (সূর আন্য়ঃাম#৬ঃ৬৩-৬৪)

মানুষ কখনো অসহায় হয়। একান্ত একাকী হয়ে পড়ে। সে ভাবে, কোন বস্তুগত সম্পদ বা কোন শক্তিধর মানুষ তাকে উদ্ধার করতে পারবেনা। উদাহরণ, যখন সে অসুস্থ হয়; অসুখে কাতর হয়; হীনবল হয়ে আলাহ্র স্মরণ কামনা করে। অথচ এ পরিস্থিতি থেকে রৰা পাওয়ার পর পুনরায় সে আলাহ্কে ভুলে যায়। তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। এধরনের সহায়তাপ্রাপ্ত অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ দোজখের সমাপ্তিহীন শাস্তিতে নিপতিত হয়েই প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। তাদের সে নির্ধারিত পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নে বলা হয় ঃ

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে– তাঁদেরকে তিনি অধিকতর প্রতিদান দিবেন। কিন্তু যারা হেয়জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রদান করবেন। তারা নিজদের জন্য আলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন রৰাকারী বা সাহায্যকারী পাবেনা। (সূর আন্ নিসাা#৪ঃ১৭৩)

৮

আল্ য়ঃাজ্বীম

// AL-'ADHEEM: **The All-Glorious**.// Everything in the heavens and evrything in Earth belongs to Him. He is the Most High, **the All-Glorious**. (Surat ash-Shura, 42:4)

সর্ব গৌরবময়

☆ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আলাহ্। তিনি সমুন্নত। **সর্ব গৌরবময়**। (সূর আশ্ শূর-#৪২:৪)

আলাহ্র ৱমতা ও বিশালতা মানবজাতির উপলব্ধির উর্ধে। তবু উপলব্ধির সীমানায় আবদ্ধ থেকেই মানুষ আলাহ্র দাপট দেখতে ও বুঝতে পারে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তাঁর বিশালতার হাজার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। আমাদের গ্রহের দিকে গভীর ভাবে লৰ্য করলেও তাঁর মহিমার আন্দাজ পাই।

আসমান অনেক টন ওজনের মেঘ বহন করে। পর্বত হাজার হাজার মিটার উপরে ঝড়-বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকে। মহাসমুদ্র মিলিয়ন মিলিয়ন প্রাণীকে আশ্রয় দেয়। বিজলী চমকে। চমকের পিছু পিছু বজ্রের গর্জন শোনা যায়। আর বিলিয়ন বিলিয়ন জীব আলাহ্র নিকট নিজদের সোপার্দ করে তৃপ্তি লাভ করে। এর সব কিছু এবং অসংখ্য ঘটনা আলাহ্র সর্ব গৌরবময় অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

আলাহ্র বিশালতা গভীর ভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমরা যদি পৃথিবীর সীমানার বাইরের কথা ভাবি, তাহলে বুঝতে পারবো - আমরা এক অসীম স্থানে (মহাশূণ্যে) বা মহাবিশ্বে আছি। সে মহাবিশ্বে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ রয়েছে। ছায়াপথ গুলোয় অসংখ্য বিলিয়ন তারকা রয়েছে।

আমরা কোন এক ছায়াপথে পৃথিবী নামের কোন এক গ্রহে আছি। সে গ্রহ তার অৰে প্রতি ঘন্টায় ১,৬৭০ কিলো মিটার গতিতে ঘুরছে। এসব বিষয় মাথায় রেখে ভাবতে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের মনে হবে যে মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের বাসস্থান এ পৃথিবী অতি ৰুদ্র একটি ধূলিকণার মত।

উপরের উদাহরণ আরও স্পষ্ট করে যে মানুষ আন্তরিকতার সাথে ভাবনা চিন্তা করলে তার সে প্রভুর প্রকৃত গৌরব অনুভব করতে পারবে - যে প্রভু বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি তৈরী করেছেন এবং হাতে ধরে রেখেছেন। আলাহ্ তাঁর সে গুণবাচক সুন্দর নামের কথা আমাদের জানান ঃ

আলাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব। সর্ব সত্তার সংরৰক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের পূর্বে কি ছিলো এবং পরে কি আছে তিনি তা জানেন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারেনা। তাঁর 'কুরসী' ব্যাপ্ত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীময়। এ উভয়ের সংরৰণ তাঁকে ক্লান্ত করেনা। তিনিই সমুন্নত। সর্ব গৌরবময়।

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫৫)

৪৮

৯

আল্ য়:াজ:ীজ:

//AL-'AZEEZ: **The Almighty.**//Do not imagine that Allah will break His promise to His Messengers. **Allah is the Almighty,** the Lord of Retribution. (Surah Ibrahim, 14:47)

সর্ব শক্তিমান

☆ তুমি কল্পনাও করবেনা যে আলাহ্ তাঁর রসূলদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। আলাহ্ **সর্ব শক্তিমান**। সম্যক প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূর ইব্রহীম#১৪:৪৭)

আলাহ্র এ নামের অর্থ– তিনি সর্বদা জয়ী হবেন। কখনো বারিত হবেননা। কারণ, আসল শক্তি একমাত্র তাঁর নিকট রয়েছে । তিনি সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলা ও পৃথিবীর (আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়) সকল প্রকার প্রাণীর জন্য যাবতীয় আইন সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত আলাহ্র শক্তির নিকট প্রতিটি সজীব ও নির্জীব জিনিসের অসহায়ত্ত প্রকট ভাবে ধরা পড়ে। যত কিছু সৃষ্টি আছে- তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অস্তিত্ব পায়। টিকে থাকে। কাজ করে।

সন্দেহ নেই, এ অসহায়ত্ত বা দুর্বলতার বিষয়টি মানব জাতির ৰেত্রেও সমভাবে প্রজোয্য। যে কোন মানুষ সে যত সবল, শক্তিশালী, ৰমতাধর হোকনা কেন সর্ব শক্তিমান আলাহ্র নিকট একেবারেই অসহায়। কোন সম্পদ, টাকাকড়ি বা মর্যাদা আলাহ্র শাস্তির হাত থেকে কাউকে রেহাই দিতে পারেনা। তবে, কেবলমাত্র আলাহ্র নিকট অত্মসমর্পণকারী, তাঁর আদেশ নিষেধ মান্যকারী, আর তাঁর নৈকট্য লাভের অব্যাহত চেষ্টাকারী, তাঁর সুরৰা পাবে। সর্ব শক্তিমান আলাহ্ তাঁর অনুগত বান্দাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিবেন মর্মে আল্ ক্বুরআানে অঙ্গীকার করেন ঃ

আলাহ্ লিখে রেখেছেন ঃ "আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো ।" আলাহ্ পরাক্রমশালী । সর্ব শক্তিমান ।

(সূর আল্ মাজাাদালাহ্#৫৮:২১)

...এবং তিনি (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী) ফুরক্বনও প্রেরণ করেছেন । যারা আলাহ্র আয়াত বা নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । আলাহ্ সর্ব শক্তিমান । সম্যক প্রতিশোধ গ্রহণকারী । (সূর আালি য়িःমর-ন#৩:৪)

আলাহ্ সাৰ্য্য দেন যে তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । ফিরিশ্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও (সাৰ্য্য দেন) । তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই । তিনি সর্বশক্তিমান । সর্বজ্ঞানী ।

(সূর আালি য়িःমর-ন#৩:১৮)

ওদের কথা যেন তোমাকে বিষন্ন না করে । সকল ইজ্জত আলাহ্র । তিনি সর্ব শ্রোতা । সর্বজ্ঞ ।

(সূর ই:য়ূনুস#১০:৬৫)

সহীহ্ হাদীছ ঃ

এক বেদুইন নবী মুহ:াম্মাদ (ছ্ব-)কে বললো ঃ " আমাকে কিছু বলার জন্য শিখিয়ে দিন ।" নবী উত্তর দিলেন ঃ " বলো ঃ আলাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই । তাঁর কোন শরীক নেই । আলাহ্ সর্বোত্তম । সকল প্রশংসা তাঁর । আমরা সমস্ত বিশ্বের প্রভুর প্রশংসা করি । আলাহ্ ব্যতীত কারো কোন ৰমতা ও শক্তি নেই । আলাহ্ সর্ব শক্তিমান । সর্বজ্ঞ ।" (সহীহ্ মুসলিম)

১০

আল্ বাায়িःদ

//AL-BA'TH: **The Resurrector.** // How can you reject Allah, when you were dead and then He gave you life, then He will make you die and then give you life again, and then you will be returned to Him? (Surat al-Baqara, 2:28)

পুনরুত্থানকারী

☆ তোমরা কিরূপে আলাহ্কে করো প্রত্যাখ্যান? তোমরা তো ছিলে নিস্প্রাণ । তিনি দিয়েছেন প্রাণ তোমাদের । অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তিনি । **আবার জীবন** করবেন । সব শেষে তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যানীত হবে । (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৮)

মানুষ মরণশীল । ইতঃপূর্বের সব মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে । বর্তমানের মানুষ মারা যাচ্ছে । ভবিষ্যতের সব মানুষ মারা যাবে । সবাই গোরস্থ হবে । এ ধ্রুবসত্য কে না জানে? তবে অধিকাংশ মানুষ মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের চিন্তা এড়িয়ে চলে । ক্বুরআান তাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেঃ

তারা বলে ঃ "আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই? গলিত হাড্ডিতে পরিণত হওয়ার পরও ।"

(সূর আন্ নাজি:য়:াত#৭৯:১০-১১)

এ জনপ্রিয় বিভ্রান্তির সম্পর্কে ক্বুরআান নিজের ঘোষণায় সদুত্তর দেয় ঃ

"সে আমাদের উপমা বানায়। অথচ সে নিজেকে সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ 'কে হাড্ডিগুলো জীবিত করবে? যখন সেগুলো পঁচে গলে যাবে?'" বলো ঃ "যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন তিনি হাড্ডিগুলো পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্মন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"

(সূর ইঃয়াসীন#৩৬ঃ৭৮-৭৯)

উপরিউক্ত আয়াতগুলো ইঙ্গিত করে যে আলাহ্ মানব জাতির স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেককে নানান রকমের গুণাবলী দান করেন। আঙ্গুলের পৃথক পৃথক ছাপসহ প্রত্যেককে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকেন। আলাহ্ আমাদের স্রষ্টা। তাই প্রত্যেককে পূর্বের ন্যায় যতবার খুশী পুনঃ পুন তৈরী করতে পারেন। কেননা, তাঁর আরেক নাম পুনরুত্থানকারী বা পুনর্নির্মাণকারী। তিনি প্রতি শরৎকালে প্রকৃতির 'মৃত্যু' শুরু করেন। তারপর শীতে এক ধরনের 'মৃত্যু' সংঘটিত করেন। আবার নির্ধারিত সময় এলে 'পুনরুত্থান' করেন। বসন্ত এলে ডালে ডালে ফুল ফোটে। কোকিল ডাকে। প্রকৃতি জেগে ওঠে। সবুজে সবুজে চার পাশ ছেয়ে যায়। এ রকম ধারাবাহিক 'পুনরুত্থান' সময়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে আসছে। আলাহ্র নিকট প্রত্যেক মানুষের 'পুনরুত্থান'ও এ রকমই সহজ। উলিখিত দু'ধরনের পুনরুত্থান এর সমবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলাহ্ বিভিন্ন আয়াতে বলেন ঃ

তিনিই মৃত হতে ঘটান জীবিতের আবির্ভাব। জীবিত থেকে আবির্ভাব ঘটান মৃতের। ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। তোমরা এ ভাবেই পুনরুত্থিত হবে।

(সূর আর্ রূম#৩০ঃ১৯)

আলাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্পর্কে চিন্তা করো। ভূমির মৃত্যুর পর আলাহ্ যেভাবে ওকে পুনর্জীবিত করেন সেভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন। কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সূর আর্ রূম#৩০ঃ৫০)

আল্ বায়িঃদ নামের আরেকটি অর্থ হচেছ 'রসূল প্রেরণ করা'। নিজ নিজ জাতির লোকদেরকে সরল পথে আনার উদ্দেশ্যে সতর্ক করা ও সুসংবাদ দেয়ার জন্য আলাহ্ বার্তাবহ বা নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। তারা যাতে নিজ জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সঠিক পথের আলোয় আনতে পারেন সে জন্য কোন কোন বার্তাবহ বা রসূলের নিকট কিতাব প্রেরণ করেছেন। এতে সন্দেহ নেই যে তাঁর বান্দার প্রতি এটা আলাহ্র অনুগ্রহের প্রকাশ। আলাহ্ও সে কথাই বলেন ঃ

মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো। অতঃপর আলাহ্ প্রেরণ করেন নবীগণকে সুসংবাদবাহক ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে। আর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন সত্যসহ। যার উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যকার ভিন্নমত মীমাংসা করা।

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২ঃ২১৩)

আলাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করেছেন একজন রসূল; যিনি তাদের কাছে আলাহ্র আয়াত পাঠ করে শুনান। তাদের পরিশুদ্ধ করেন। তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেন। নিশ্চয়ই ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।

(সূর আালি য়িঃমর-ন#৩ঃ১৬৪)

১১

আল্ বাাক্বি

//AL-BAQI: **The Everlasting**. // Everyone on it will pass away; but the Face of your Lord will remain, Master of Majesty and Generosity.

(Surat ar-Rahman, 55:26-27)

চির বিরাজমান

☆ এ জমিনের সব ধ্বংস হবে। **বিরাজমান** থাকবে তোমার প্রতিপালকের মুখ। সে মুখ(সত্তা) মহিমাময়। মহানুভব।

(সূর আর্ রহ:মান#৫৫:২৬-২৭)

সৃষ্টির বিনাশ রয়েছে। মানুষ জন্ম নেয়। কিছুদিন বাঁচে। তারপর মরে যায়। এ সত্য তর"লতা ও পশুপাখীর ৰেত্রেও প্রজোয্য। একটি বৃৰ শত শত বছর বেঁচে থেকে তার জন্য নির্ধারিত লৰ্ব্যে পৌঁছে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু বরণ করে। অনুরূপভাবে নি"প্রাণ দ্রব্যসমূহও একদিন শূণ্যতায় মিলিয়ে যায়। কেননা, মহাকাল সব কিছুকে গ্রাস করে। প্রাচীণ জনপদের যা কিছু অবশিষ্ট দেখি তা সব ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এ দৃষ্টা"ন্ত দিয়ে আলাহ্ সব কিছূ ধ্বংসের বা"স্তবতার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ঃ

কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি- যার অধিবাসীরা ছিলো যালিম। ও গুলোর ছাদ আর দেয়াল এখন ধ্বংস"ূপে পরিণত। কত কূপ পরিত্যাক্ত হয়েছে! কত সুদৃঢ় প্রাসাদও (ধ্বংস"ূপে পরিণত)!

(সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৪৫)

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের মতো বিশ্বালোকেরও শেষ আছে। মহাশূণ্যে প্রচন্ড গতিতে ধাবমান উল্কা, তারকা, আর নৰত্রমালা এক দিন তাদের নিজ শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং মিয়িয়ে যাবে। অথবা অন্য কোন কারণের প্রভাবে বিলুপ্ত হবে। কেননা, আলাহ্ তাঁর দেয়া শেষ বিচার দিনের প্রতিশ্র"তি রৰা করবেন। সুতারং, বিশ্বালোক ধ্বংস করে

দিবেন । তিনি তা পারেন । কারণ, তিনি অসীমতার স্রষ্টা ও মালিক । তাঁর সৃষ্টি সাময়িক । তিনি চির বিরাজমান । আলাহ্‌র ক্বুরআান যেমন বলে ঃ

☑তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা সব পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা । যা আলাহ্‌র নিকট রয়েছে তা এ সবের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী ।
(সূর আল্ ক্বছ্বছ্ব#২৮:৬০)

১১

১২
আল্ বারয়িঃ

//AL-BARI': **The Maker.** // He is Allah_ the Creator, **the Maker,** the Giver of Form. To Him belong the Most Beautiful Names. Everything in the heavens and Earth glorifies Him. He is the Almighty, the All-Wise. (Surat al-Hashr, 59:24)

সৃজনকর্তা; উদ্ভাবনকর্তা

☆ তিনিই আলাহ্- **সৃজনকর্তা,** উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁর । আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সবই তাঁর সুনাম করে । তিনি পরাক্রমশালী । প্রজ্ঞাবান ।
(সূর আল্ হ:াশ্‌র#৫৯:২৪)

এক বৃহৎ ভারসাম্য আর ঐকতানে ভিত্তি করে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল রয়েছে । বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যত বেশী সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করছে মানব জাতি এ ভারসাম্য আর ঐকতানের গভীরতা সম্পর্কে তত বেশী ওয়াকিবহাল হচ্ছে । এ কথা সুস্পষ্ট যে মহাবিশ্বের প্রতিট পদ্ধতি (সিস্টেম) এক উর্দ্ধতর প্রজ্ঞা কর্তৃক নক্সাকৃত । সে উর্দ্ধতর প্রজ্ঞা কর্তৃক বিস্ময়কর ভাবে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে । এ গুর্‌ত্বপূর্ণ ঐকতানও বিন্যাস বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে অসংখ্য সজীব ও নির্জীব জিনিসের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে ।

পৃথিবীতে অস্তিত্ববান জীবন পরীৰা করে আমরা আরো বিস্ময়কর ও বিস্তৃত তথ্য পাই । অনুভব করতে পারি আর না পারি, বাস্তবে আমরা সৃষ্টিকর্তার অসংখ্য নিদর্শন দ্বারা পরিবেষ্টিত । যেমন, আমাদের পরিবেশে গ্যাস রয়েছে । বিরাজমান গ্যাসের বিভিন্ন হার সকল প্রাণীর জীবনধারণের জন্য আদর্শ । মানব জাতি ও অন্যান্য প্রাণী শ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে । প্রশ্বাসের সাথে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে । কিন্তু এতে বাতাসের অক্সিজেন গ্যাস কমেনা বা কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস বাড়েনা । পরিবেশের এ বিস্ময়কর ভারসাম্য কখনো নষ্ট হয়না । প্রাণীর স্বভাবের বিপরীতে বৃৰ-লতা শ্বাসের সাথে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে । এভাবে, প্রাণী কর্তৃক ভোগ্য অক্সিজেন গ্যাস বৃৰ-লতা কর্তৃক প্রশ্বাসের মাধ্যমে সরবরাহ হয় । ফলে এ পদ্ধতিতে বা সিস্টেমে পরিবেশের ভারসাম্য রৰা হয় ।

উলিখিত উদাহরণটি পার্থিব ক্ষুদ্র ও অসংখ্য ভারসাম্যময় নিদর্শনের মধ্যে একটি । মহাবিশ্বে ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক পর্যায়ে এরকম অসংখ্য নিদর্শনের উদাহরণ রয়েছে। আমাদের সৃজনকর্তা এভাবে নানারকম ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে মহাবিশ্বে তথা পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি করেছেন । একটি আয়াত বলে ঃ

মূসাা তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ " হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গোবৎস অবলম্বন করে নিজদের প্রতি অত্যাচার করেছো । সুতরাং, তোমরা স্রষ্টার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো । পরস্পরকে হত্যা করো । স্রষ্টার বিচারে সেটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম । তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছিলেন । তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল । দয়াময় ।"

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:৫৪)

১৩

আল্ বাছীর

//AL-BASEER: **The All-Seeing.** //Have they not looked at the birds above them, with wings outspread folded back? Noting holds them up but the All-Merciful. He is **the All-Seeing.** (Surat al-Mulk, 67:19)

সর্বদ্রষ্টা

☆ তারা কি উপরের ঐ পাখীগুলোর দিকে তাকায়না? ও গুলো একবার ডানা বিস্তার করে আবার সংকুচিত করে! আর কেউ নয় বরং আলাহ্ই ওদের স্থির রাখেন । তিনি **সর্বদ্রষ্টা** ।
(সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:১৯)

মানুষের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ । আমরা খালি চোখে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে দেখতে পাই । তাও এ জন্য আবার পরিষ্কার আবহাওয়া থাকতে হয় এবং উচ্চ স্থানে আরোহণ করতে হয় । অন্যথায়, সাধারণত আমরা কোন কিছুর শুধুমাত্র অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই ।

কখনো কখনো, বিশেষ করে, মানুষ যখন একাকী হয় তখন সে মনে করে যে কেউ তাকে দেখতে পায়না । সতরাং কোথাও তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা । এরকম ভেবে অনেকে নানান কিছু করতে উৎসাহিত হয় । অধিকন্তু, কেউ কেউ মনে করে যে এ সুযোগে খারাপ কিছু করলে কোন দুর্ভোগ পোহাতে হবেনা । এ রকম ভাবনা ভুল । কারণ, আলাহ্ সূক্ষ্মতম কাজটিও ঠিক ঠিক দেখতে পান । তিনি লোকেরা যে রুমে অবস্থান করে সে রুম, সে রুমের চারদিক, সমস্ত গৃহ, নগর, দেশ, দেশসহ গোটা মহাদেশ, পৃথিবী, সকল গ্রহ, নক্ষত্র, মহাশূণ্যসহ যত ধরনের আকৃতি রয়েছে তার সব কিছু দেখতে পান । ক্বুরআানে আলাহ্ অবহিত করেন যে তিনি সমস্ত কিছু সম্পর্কে অবগত আছেন ঃ

তুমি যে অবস্থায় থাকো, ক্বুরআানের যেখান থেকে তিলাওয়াত করো, বা তোমরা যা করো, কোনকিছুই আমাদের অগোচরে নয় । আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণও তোমার প্রভুর অগোচরে নয় । এর চেয়ে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর এমন কিছু নেই যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই । (সূর ইঃয়ূনুস#১০:৬১)

তোমরা ছ্বলাত (নামায) প্রতিষ্ঠিত করো । যাকাত প্রদান করো । নিজেদের কল্যাণের জন্য ইতঃপূর্বে তোমরা প্রেরণ করেছ যে সৎকর্ম তা আলাহ্র কাছে পাবে । তোমরা যা কর আলাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা । (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১১০)

আলাহ্র নিকট তাদের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে । তারা যাকিছু করে আলাহ্ তার সবকিছু দেখেন । (সূর আালি য়িঃমর-ন#৩:১৬৩)

যারা আমাদের আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমাদের অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে; নাকি যে পুনরুত্থান দিবসে নিরাপদ থাকবে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর। তোমরা যা কর তিনি তার সর্বদ্রষ্টা।
(সূর ফুস্সীলাত#৪১:৪০)

১৪
আল্ বাছ্বিত

//AL- BASIT: **The Expander**.// Is there anyone who will make Allah a generous loan so that He can multiply it for him many times over? Allah both restricts and expands. And you will be returned to Him. (Surat al-Baqara, 2:245)

সম্প্রসারণকারী, বিস্তৃতকারী

☆ এমন কেউ আছে কি, যে আলাহ্কে দেবে উত্তম ঋণ? তারপর, তিনি তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন তারই জন্য। আলাহ্ সংকুচিত করেন ও **বিস্তৃত** করেন। তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৪৫)

যারা আলাহ্কে বিশ্বাস করে ও মনেপ্রাণে মান্য করে আলাহ্ তাদেরকে আত্মিক ও বস্তুগত প্রাচুর্য দান করেন। তাদের মুছিবত দূর করেন। বিশ্বাসী বা ঈমাানদারগণ যে কোন দুর্গতিতে, বিপদে-আপদে, অসুস্থতায় একমাত্র আলাহ্র নিকট আশ্রয় কামনা করে। পুরস্কার হিসেবে আলাহ্ বিশ্বাসীদের কাজকর্ম সহজ করে দেন। পক্ষান্তরে, অবিশ্বাসীদের কার্যক্রম কষ্টসাধ্য করে দেন।

এ প্রসঙ্গে আল্ ক্বুরআান অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। যেমন– রসূল মূসাা (য়:া) এবং ঈসরায়িলের সন্তানগণ ফিরঊন কর্তৃক নিগ্রহিত হয়ে মিশর থেকে বিতাড়িত হয়। মিশর থেকে হটাকালে ফিরঊন তার বাহিনী নিয়ে ঈসরায়িলীদেরকে অনুসরণ করে। তারা (ঈসরায়িলের সন্তানগণ) পিছনে আক্রমণকারী ফিরঊনের সৈন্য-সামন্ত এবং সম্মুখে সমুদ্র উভয়ের মধ্যস্থলে আট্কে গিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়। এ সময় নবী মূসাা (য়:া) এর প্রার্থনার জবাবে আলাহ্ সাড়া দেন। তিনি তাদের প্রস্থানের সুবিধার্থে পানিকে দুভাগ করে দিয়ে শুকনা পথ করে দেন। শুধুমাত্র তাই নয়, অধিকন্তু, আলাহ্ ফিরঊন ও তার সৈন্য-সামন্তদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে ঈসরায়িলের সন্তানগণকে তাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।

নিম্নের পরিস্থিতিও অনুরূপ একটি বিষয় উপস্থাপণ করে ঃ

যে আলাহ্‌র পথে দেশত্যাগ বা হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে আলাহ্‌ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়ে এবং হিজরত করে, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আলাহ্‌র নিকট তার উপযুক্ত পুরস্কার রয়েছে। আলাহ্‌ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (সূর আন্‌ নিসাা#৪:১০০)

সন্দেহ নেই যে আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সর্বদা সত্য। তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের জন্য সত্য হবেই। এক আয়াত দেখা যাক ঃ

তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা রিজিঃক বা জীবনোপকরণ সম্প্রসারণ করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সঙ্কুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে জানেন ও দেখেন।

(সূর আল্‌ ইস্‌র-#১৭ঃ

১৪

১৫

আল্‌ বাাত্বিন

// AL-BATIN: **The Inward**; The Hidden.// He is the First and the Last, the Outward and **the Inward**. He has knowledge of all things. (Surat al-Hadid, 57:3)

লুকায়িত; গুপ্ত

☆ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনিই ব্যক্ত, তিনিই **গুপ্ত**। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূর আল্‌ হঃাদীদ#৫৭ঃ৩)

আপনার রুমের চারপাশে তাকান। দেখুন– দেয়াল, দেয়ালে ঝুলানো ছবি, দরজা, জানালা, সিডি পেয়ার, ইত্যাদি কত জিনিস চোখে পড়ছে! নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এগুলোর নক্সা প্রণয়ন করেছে; তৈরী করেছে। এবার জানালার বাইরে তাকান। আপনি অনেক গাছপালা, সূর্য, আকাশ, উড়ন্ত পাখী, সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। যা হোক, এভাবে রাত আসুক। রাতের আকাশে তারকামন্ডলী ও চাঁদ দেখতে পাবেন। আপনার রুমের সবকিছু যেমন কেউ না কেউ তৈরী করেছে; তেমনি কেউ না কেউ আপনার চার পাশটার নক্সা করেছে এবং তৈরী করেছ- কি, আপনারও এরকমটা মনে হচ্ছে না?

উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা তো দিনের মতো পরিষ্কার। আপনার দেয়াল বা দেয়ালে ঝুলানো ছবিটা কি ঘটনা চক্রে উদ্ভুত হয়েছে; তারপর কি নিজে নিজে দেয়ালে ঝুলে পড়েছে? আপনি বলবেন, 'নিশ্চয়ই নয়।' তেমনি ভাবে আপনার চার পাশে যাকিছু দেখেন, যেমন, সূর্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি- এরাও ঘটনা চক্রে আবির্ভূত হয়নি। বিশ্বে বা আসমানে ও জমিনে যাকিছু দেখেন তার নক্সাকারক ও প্রস্তুতকারক আছেন। আমাদের প্রভু বৃহৎ শিল্পদক্ষতায় নিজ ইচ্ছায় এসব নক্সা করেছেন ও মহাবিশ্ব তৈরী করেছেন। তিনি লুকায়িত (বাত্বিন) বটে তবে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকর্ম দিয়েই নিজের অস্তিত্ব ও পরিচয় প্রকাশ করেন।

আপনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে প্রভুর দেখা পাবেন কি? –না। তবে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত শক্তির মধ্যে এবং শিল্পদক্ষতার অন্তরালে তাঁর অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করতে পারবেন। তাঁর আল্ ব্যাত্বিন নাম আমাদেরকে এ বার্তাই প্রদান করে। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অস্তিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তিনি না চাইলে কেউ তাঁকে বাস্তবে দেখতে পায়না ঃ

কারো দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পরেনা। তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী। সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ।

(সূর আন্‌য়াম#৬:১০৩)

১৫

১৬

আল্ বাদীয়ঃ

// AL- BADEE': **The Originator**; the Innovative Creator. // **The Originator** of the heavens and Earth. When He decides something, He just say to it, "Be!" and it is.

(Surat al-Baqara, 2:117)

উদ্ভাবক; নতুনত্বের স্রষ্টা

☆ তিনি গগণ ও ভূবনের **উদ্ভাবক**। তিনি যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন 'হও!' অমনি তা হয়ে যায়।

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১১৭)

মানুষ যতবড় যোগ্যতা ও জ্ঞানসম্পন্ন হোকনা কেন তার সকল আবিষ্কার নিজ পটভূমি বা পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত বা পরিবেশের দ্বারা সীমায়িত। আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে কিনা জানিনা। তাছাড়া, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে তাদের ক্ষমতার এক নিদৃষ্ট সীমা রয়েছে। আমরা এদেরকে শুধুমাত্র সে সীমা পর্যন্তই ব্যবহার করতে পারি। আর আমরা যে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারিনা সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়ে যাই। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে বা আমাদের চেনা জগতে যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে বা তা আবিষ্কার করতে কিম্বা সেক্ষত্রে আমাদের প্রজ্ঞা প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হই।

ইদানিং বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির প্রাণীদের কোনটাকে বা কোনটার ত্রুটিহীণ পদ্ধতিকে অনুকরণ করে কিছু একটা তৈরী করে। উদাহরণ, ডলফিনের লম্বা নাক অনুসরণে জাহাজের অগ্রভাগ তৈরী করেছে। তদ্রূপ বাঁদুরের শ্রবণ ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতি অনুকরণে, বিশেষ করে, উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির শব্দঢেউ ব্যবহার করে- চোখের বিকল্প রাডার তৈরী করেছে। এ রকম বহু উদাহরণ আছে (বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দেখুন, 'বুঝদার মানুষের জন্যে' - হারূন ইয়াহিয়া)।

আলাহ্‌র জ্ঞান অপরিসীম। আমরা খালি চোখে যতটুকু দেখতে পাই এবং আমাদের দেখার বাইরে যতকিছু অস্তিত্বশীল তার সবই আলাহ্ উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট। যে সময় মহাবিশ্ব, ছায়াপথ, গ্রহ, নক্ষত্র, জীবন্ত প্রাণী, এমনকি কোন কোষের অস্তিত্ব ছিলনা সে সময় তিনি পরমাণু, অণু, কোষ, জীবন্ত প্রাণী, গ্রহ, নক্ষত্র ও ছায়াপথসহ একটি ত্রুটিহীন পদ্ধতি (সিস্টেম) তৈরীর সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর নির্দেশ 'হও' এর পর

অন্য কারো মডেলে নয়, একমাত্র তাঁর নির্ধারিত মডেলে সমগ্র সৃষ্টিসহ মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পরে মানুষ সামষ্টিক বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। অতঃপর বিংশ শতকে এসে মহাকাশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এখন অনেকেই স্বীকার করেন যে এর যাবতীয় নক্সা আলাহ্ তাঁর নিজ নিয়মের আওতায় প্রণয়ন করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক আগে আল্ ক্বুরআানে আলাহ্ কি বলেছেন দেখিঃ

বলো ঃ " আমার প্রতিপালক ন্যায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক ছ্বলাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে। তাঁর আনুগত্যে থেকে তাঁকে একনিষ্ঠভাবে ডাকবে। তিনি তোমাদের প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তোমরা ফিরে আসবে।"
(সূর আল্ আয়:র-ফ#৭:২৯)

তিনি আসমান ও জমিনের উদ্ভাবক। তাঁর তো স্ত্রী নেই। সন্তান হবে কিভাবে? তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বিষয়ে জানেন।
(সূর আন্‌য়:গাম#৬:১০১) ॥১৬॥

১৭

আল্ বার্‌র

// AL- BARR: The Beneficent; **The All-Good.**// Beforehand we certainly used to call on Him because He is **the ALL- Good,** the Most Merciful. (Surat at-Tur, 52:28)

কল্যাণদাতা; সর্বোত্তম

☆ আমরা পূর্বেও তাঁকেই ডাকতাম। কারণ, তিনি **সর্বোত্তম**। পরম দয়ালু। (সূর আত্ব ত্বুর#৫২:২৮)

আলাহ্ সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করেন এবং মানষের জন্য উপোযোগী ও মানুষের সেবায় সক্ষম এক পরিবেশ তৈরী করেন। তারপর তাতে তাদেরকে সংস্থাপন করেন। সূর- নাহ:ল এ তাঁর দানকৃত কতক অনুগ্রহ বা কল্যাণ সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন একটু শুক্র থেকে । অথচ সে মানুষ তাঁর বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে । তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে শীতের সম্বলসহ তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকার । এদের থেকে কতক তোমরা খেয়ে থাকো। গোধূলিবেলায় যখন তোমরা এদের চারণভূমি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো; আবার প্রভাতকালে যখন চারণভূমিতে চরাতে নিয়ে যাও; তখন এরা শোভা ছড়ায় তোমাদের জন্য । নিজদের ক্লান্ত শ্রান্ত না করে পৌঁছতে পারতেনা এমন শহরে এরা বোঝা বহন করে নিয়ে যায়। তোমাদের প্রতিপালক অতিশয় কৃপাশীল ও পরম দয়ালু নিশ্চয়। তিনি তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করেছেন। আরো এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যাদের বিষয়ে তোমরা জানোনা। পথ তো হওয়া উচিৎ আলাহ্ মুখী। কিন্তু অনেকে চলে বাঁকা দিকে । তিনি চাইলে প্রত্যেককে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারেন। তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষান। তোমরা পান করো। সে পানি থেকে উদ্ভিদ হয়। তোমরা তাতে পশুচারণ করো। তিনি তোমাদের জন্য পানি দিয়ে শস্য, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সবরকম ফল উৎপাদন করেন। নিশ্চয়ই, এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন । তিনি রাত ও দিনকে, সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের নিয়োজিত করেছেন তোমাদের উপকারের জন্য । এরা সবাই চলে তাঁর নির্দেশে । নিশ্চয়ই, এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন । এছাড়া তোমাদের জন্য তিনি নানান রঙের জিনিস তৈরী করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা করে তাদের জন্য । তিনি সমুদ্রকে করেছেন তোমাদের অধীন। তোমরা তা থেকে মৎস্য খেতে পারো। অলঙ্কার গড়তে পারো। পড়তে পারো। দেখো, সমুদ্রের পানি চিরে জাহাজ চলে। এ থেকে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। আর আশা করা যায় তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তিনি বসিয়েছেন গুরুভার পর্বত ভূমিতে

যাতে ভূমি দৃঢ় থাকে। আর তোমরা যাতে ঠিকভাবে পৌঁছতে পারো সে জন্য নদ-নদী ও নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া, পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন। আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়। (সূর আন্ নাহ:ল#১৬:৪-১৬)

সন্দেহ নেই যে কেউই জীবন সৃষ্টি করতে পারেনা। কেউ উপরে উলিখিত কোন কল্যাণ নিজ প্রচেষ্টায় আহরণ করতে পারেনা। তবে, আলাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়ার নিদর্শন স্বরূপ কল্যাণ রূপে এত সৌন্দর্য মঞ্জুর করেছেন। তাঁর এতবড় সৎগুণের বিনিময়ে তিনি কি কোনকিছু প্রত্যাশা করতে পারেন না ? জবাবে সূরর অবশিষ্ট অংশে আলাহ্ বলেন যে তিনি মানব সম্প্রদায় থেকে সাবধানতা ও আনুগত্য প্রত্যাশা করেন। যেমন ঃ-

যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো– যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি তোমরা মনোযোগী হবেনা? তোমরা আল-াহ্র অনুগ্রহের শুমার করতে পারবেনা। অবশ্যই আলাহ্ ক্ষমাপরায়ণ। পরম দয়ালু। (সূর আন্ নাহ:ল#১৬:১৭-১৮) ১৭

১৮

আল্ জ্যামিয়ঃ

//AL-JAMI': **The Gatherer.**// "Our Lord, You are **the Gatherer** of mankind to a Day of which there is no doubt. Allah will not break His promise." (Surah Al 'Imran, 3:9)

একত্রকারী; সমবেতকারী

☆ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানুষের **সমবেতকারী** সেদিন, যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আলাহ্ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননা।"(সূর আলি য়ি:মর-ন#৩:৯)

আলাহ্র এসব গুণাবলী মহাবিশ্বের তাবৎ পদ্ধতির উপর তাঁর একক নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ করে। যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা হিসেবে সজীব নির্জীব সকল সৃষ্টিকে নিজ অনুগত করার সামর্থ তাঁর রয়েছে। তিনি তাদের যে কোন স্থানে একত্রিত করতে পারেন। আলাহ্ কুরআানে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে তিনি বিশ্বাসীদের সমবেত করবেন ঃ

কোন বিশেষ দিকে মুখ করে প্রত্যেকে। সুতরাং, তোমরা প্রতিযোগিতা করো কল্যাণের। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন আলাহ্ তোমাদের একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আলাহ্ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৪৮)

বিচারের দিনে সকল বিশ্বাসী তাঁর সম্মুখে যখন উপস্থিত হবে; তখন প্রকৃত একত্রীকরণ সংঘটিত হবে। যে সব অবিশ্বাসী আলাহ্ ও তাঁর বার্তাবহদের প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সম্পর্কে ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলাহ্ জ্ঞাত আছেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে সিঙ্গার আওয়াজ দিয়ে তুলে নিবেন। তিনি সকল অবিশ্বাসীকেও তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাদের সবাইকে মাথা নিচু করে দোজখে যেতে নির্দেশ দিবেন। কারণ, সেখানে তাদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে।

বেহেশ্তে আলাহ্ তাঁর অনুসারীদের দলে দলে পুরস্কৃত করবেন। সে দিন তিনি নিজ উপস্থিতিতে তাঁর অনুগত বান্দাদের ও তাদের নেতাদের সমবেত করবেন। তাদের সামনে আলোর ঝর্ণা ছড়িয়ে পড়বে; আল-াহ্র করুণা ও অনুগ্রহে তাদের অধিকারে বেহেশ্ত অর্পিত হবে। ইতব্যসরে আলাহ্ অবিশ্বাসী (বেঈম্যান)দেরকে তাদের পৃথিবীতে অবস্থানের মতই দোজখে একত্রিত করে রাখবেন। এভাবে পরস্পরকে

তর্ক (দোষারোপ) করার সুযোগ করে দিবেন। তাদের অধার্মিক সঙ্গীদের ও দেবমূর্তিগুলো দোজখের সর্ কোণায় একত্রে রাখা হবে। সেখানে প্রতিদান দেয়া হবে। অবিশ্বাসীরা যে সব অবৈধসঙ্গী ও বন্ধুদের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদেরসহ যন্ত্রণায় কষ্ট ভোগের জন্যই একত্রে থাকবে। নিচের আয়াতে আলাহ্ বলেন যে তিনি শয়তানের অনুসারীদের একত্রিত করবেন ও দোজখে দঙ্গলবদ্ধ করবেন।

তোমাদের গ্রন্থে নির্দেশ রয়েছে, যদি তারা আলাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান করে বা আয়াত নিয়ে উপহাস করে তবে অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত নাহওয়া পর্যন্ অবশ্যই বসবেনা তাদের সাথে। যদি বসো তবে তোমরা তাদের হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আলাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদের সমবেতকারী জাহান্নামে ।

(সূর আন্ নিসা#৪:১৪০)

১৯

আল্ জ:াব্বার

// AL- JABBAR: The Irreresistible; **The Compeller**.// He is Allah_there is no deity but Him. He is the King, the Most Pure, the Perfect Peace, the Trustworthy, the Safeguarder, the Almighty, **the Compeller,** the Supremely Great. Glory be to Allah above all they associate with Him. (Surat al-Hashr, 59:23)

প্রবল; বাধ্যকারী

☆ তিনিই আলাহ্- তিনি ব্যতীত নেই কোন ঈশ্বর। তিনিই অধিপতি, অতীব পবিত্র, পূর্ণ শান্ি, বিশ্বাসভাজন, রৰক, পরাক্রমশালী, **প্রবল**, অতীব মহামান্বিত। যারা তাঁর শরীক স্থির করে তা হতে আলাহ্ পবিত্র।

(সূর আল্ হ:াশর#৫৯:২৩)

অবিশ্বাসীরা আলাহ্র প্রতি তেজ ও প্রত্যাখ্যান প্রদর্শন করে। তারা আলাহ্র কতক গুণ নিজদের উপর আরোপ করে। বলে বেড়ায়, তারা আলাদা ও স্বতন্ত্রভাবে অস্ি্ত্বশীল। আলাহ্ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে তারা যদি এ চিন্া থেকে বিরত হতো; তাদের এ দাবি সম্পর্কে এক সেকেন্ড একনিষ্ঠভাবে ভাবতো; তাহলে সহজে অনুধাবন করতে পারতো যে তারা নিজের পছন্দে অস্ি্ত্বে আসেনি। আবার কখন অস্ি্ত্ব হারাবে তাও তারা জানেনা। এমনকি তাদের শরীরের গঠন বিষয়েও তাদের কোন মতামত ছিলনা। তারা আরও হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো যে তাদের শরীরসহ যা কিছু তাদের ব্যবহারে আছে সব ৰণস্থায়ী। এক সময় এসব হারিয়ে যাবে। এ সত্য এটাই প্রমাণ করে যে মানবজাতি বড়ই দুর্বল। তারা কোন কিছু নিজে দখলে রাখতে পারেনা। কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। মানুষ যত বেশী চিন্াশীল হবে এ সত্যটি তত বেশী স্পষ্ট হবে।

উপরের সকল সত্য পর্যালোচনা করলে যে কেউ বুঝবে যে স্রষ্টার প্রতি তেজ বা ঔদ্ধত দেখানো শুধু বোকামীই নয়। বরং ভীষণ দোষের। বাস্তবে মানুষকে বুঝতে হবে যে আলাহ সর্বশক্তিমান। তিনি কোন কিছু ছাড়াই সব কিছু সৃষ্টি করেন। তিনি সবার বৈশিষ্ট্য মঞ্জুর করেন। চাহিদা পূরণ করেন। আবার চাইলে সব কিছু কেড়ে নিতেও পারেন। এছাড়া সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। তিনি চিরস্থায়ী থাকবেন। এসব বোঝার

পরে আলাহ্‌র নিকট সবার মাথা নত করা উচিৎ । কারণ, আলাহ্‌ ইচ্ছা করলে যে কোন বিদ্রোহীকে সাজদায় নত করাতে পারেন ।

বিশ্বাসীদের শিৱা দেয়ার জন্য অলাহ্‌ বেহেশ্‌তী সঙ্গীদের বিষয় উলেখ করেন । মানুষের মধ্যে কেউ কেউ প্রাচুর্য আর সম্পদ অর্জন দ্বারা নষ্ট হয় । পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে আল্‌ জাব্বাার বা বধ্যকারীর কাছে ভুলত্র"টি স্বীকার করে । একদল মানুষ নিজদের মধ্যে শপথ করেছিল যে সকাল হলে তারা ফসল তুলবে - কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে আলাহ্‌ আল্‌ ক্বুরআানে বলেন ঃ

অতঃপর তারা যখন নিদ্রিত ছিল তখন তোমার প্রতিপালকের থেকে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে । ফলে উদ্যানটা পুড়ে ছাইবর্ণ হয়ে গেল । (সূর আল্‌ ক্বলম#৬৮:১৯-২০)

তারপর উদ্যানের অবস্থা দেখে তারা বললো ঃ " আমরা নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে ফেলেছি । না, না, আমরা আসলে ভাগ্যবঞ্চিত হয়েছি ।" তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো ঃ " আমি কি তোমাদের আগে বলিনি, ' তোমরা আলাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করছোনা কেন?'" তখন তারা বললো ঃ " আমরা আমাদের প্রভুর মহিমা ঘোষণা করছি । সত্যি, সত্যিই আমরা অন্যায় করে ফেলেছি ।" এরপর তারা পরস্পর দোষারোপ করতে লাগলো । তারা বলতে লাগলো ঃ " হায়! আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম । আলাহ্‌ হয়তো, এর সুন্দরতর বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম ।" আর এভাবেই শাস্ি" নেমে আসে । পরকালের শাস্ি" কঠিনতর হবে । তারা যদি এটা জানতো!

(সূর আল্‌ ক্বলম#৬৮:২৬-৩৩)

২০

আদ্‌ দায়িঃ

//AD-DA'I: **The Caller**.// O you who believe! Respond to Allah and to the Messenger when <u>He calls</u> you to what will bring to life! Know that Allah intervenes between a man and his heart, and that you will be gathered to Him. (Surat al-Anfal, 8:24)

আহ্বানকারী; দাওয়াৎকারী

☆ হে বিশ্বাসীগণ! আলাহ্‌ ও রসূল তোমাদের **আহ্বান** করছেন । তোমাদের প্রাণব"ু করবে সে আহ্বান । সুতরাং তাতে সাড়া দাও । আর জেনে রেখ, মানুষ ও তার অ"ুরের মধ্যখানে অ"ুরায় হয়ে থাকেন আলাহ্‌ । আর পরিশেষে, তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে ।

(সূর আংফাল#৮:২৪)

মানুষ ধারণা করে যে তারা নিজেদের সর্বোত্তম যত্ন নিতে সৱম । তাই তারা সর্বোত্তম সিদ্ধা"ু গ্রহণ করে । নিজেদের জন্য উত্তম নীতিমালা প্রণয়ন করে । আর ভাবে যে এসব নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে পারলে সুখের জীবন লাভ করবে । কিন্তু এরকম ধারণা করা বা এরকমটা ভাবা মোটেও ঠিক নয় । আলাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করেছেন । তিনি মানুষের ঘারের

রগের চেয়েও নিকটে অবস্থান করছেন। তাই ব্যক্তি মানুষ নিজ সম্পর্কে অনেক কিছু না জানলেও আলাহ্ তার সবকিছু ঘিরে থাকেন। তার সবকিছু জানেন। তিনি তার দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যসহ অন্তরের চিন্তা-ভাবনা এবং অবচেতন জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন। অধিকন্তু, কোন মানুষ জানেনা যে সে পরবর্তী মুহূর্তে কিসের সম্মুখীন হবে। আবার অতীতের নিজ অভিজ্ঞতাও ভুলে বসে। কিন্তু আলাহ্ কিছু ভোলেননা বা ভুল করেননা। তিনি প্রতিটি মানুষের জীবনে কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে যাচ্ছে সবই জানেন। সুতরাং, মানুষের মধ্যে কার জন্য কোনটা সর্বোত্তম হবে তাও একমাত্র আলাহ্ই ভাল জানেন। তিনি এ সত্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আহ্বান করেন ঃ

☑ **... হতে পারে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আবার হতে পারে এমন কিছু পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর। আলাহ্ জানেন, তোমরা জানোনা।**
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২১৬)

উপর্যুক্ত কারণে আলাহ্ প্রদর্শিত 'জীবনের পথে চালিত পথ' অনুসরণ করতে হবে। তিনি রসূল মুহ:াম্মাদ (ছ্ব-) এর নিকট নাযিলকৃত ক্বুরআানের মাধ্যমে এ পথ স্পষ্টকরে দিয়েছেন। পরিত্রাণ লাভের জন্য মানুষ কোন পথ অবলম্বন করবে তিনি তা ক্বুরআানের ছত্রে-ছত্রে বর্ণনা করে রেখেছেন।

২১
আদ্ দাফ্য়িঃ

//AD-DAFI': The Remover of Tribulations.// And with Allah's permission, they routed them. Dawud killed Goliath, and Allah gave him kingship and wisedom and taught him whatever He willed. **If it were not for Allah's driving some people back by means of others, Earth would have been corrupted.** But Allah shows favour to all the worlds.
(Surat al-Baqara, 2:251)
বিপর্যয় প্রতিহতকারী; অমঙ্গল দূরকারী

☆ সুতরাং, তারা আলাহ্র নির্দেশে তাদেরকে পরাভূত করলো। দাউদ জালূতকে হত্যা করলো। আলাহ্ দাউদকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দিলেন। নিজ ইচ্ছামতো শিৱা দিলেন। আলাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্যদল দ্বারা **প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো**। আলাহ্ তো বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল।

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫১)

আলাহ্ ঈমানদার বা বিশ্বাসীদের পার্থিব ও অপার্থিব বিপদ থেকে রৰা করেন। তিনি তাদেরকে অবিশ্বাসী/কাফির,বকধার্মিক/ মুনাফিক ও পৌত্তলিক/মুশরিকদের বির"দ্ধে অজেয় শক্তি দিয়ে থাকেন। অবিশ্বাসীরা যখন পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করে তখন আলাহ্ তাদের বির"দ্ধে অবস্থান নেন এবং অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট দূর করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের তৈরী ষড়যন্ত্রের প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকেই কষ্টে ফেলেন।

এ ছাড়াও, আলাহ্ অবিশ্বাসীদের মধ্যে ভিন্নমত সৃষ্টি করেন। তারা এক সময় পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। এভাবে তাদের শক্তিৰয় ঘটে। এছাড়াও, তিনি মুসলিম বিদ্বেষীদের পরস্পর দূরে রাখেন ও নানা দুর্যোগ দিয়ে তাদেরকে পীড়া দেন। অন্যদিকে বিশ্বাসীদের প্রতি আসমানী সংরৰণ সম্পর্কে তাঁর কুরআান নিরূপ বলে ঃ

☑ **তাদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে ঃ "আমাদের প্রতিপালক আলাহ্ ।" আলাহ্ যদি মানুষের এক দল দিয়ে আরেক দলকে প্রতিহত না করতেন তাহলে আলাহ্র নাম অধিক স্মরণ করার স্থানগুলো যেমন– খৃষ্টানদের আশ্রম ও গীর্জা, ইয়াহূদীদের সিনাগগ এবং (মুসলিমদের) মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতো। যে আলাহ্কে সাহায্য করে আলাহ্ তাকে সাহায্য করেন ।... (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৪০)**

পাশাপাশি, বিশ্বাসীদের নিকট থেকে নানান কষ্টাবস্থা, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আশঙ্কা, খারাপের প্রতি শয়তানের প্রলোভন ও নানা মুখী অমঙ্গল দূর করেন। সন্দেহ নেই যে এসব কার্যক্রম মানবজাতির মধ্যে বিশ্বাসী অংশের প্রতি আলাহ্র প্রকাশ্য ও গোপন উভয় প্রকারের সাহায্যের প্রকাশ। যে বান্দারা তাঁর নিকট আশ্রয় নেয় এবং তাঁর দয়া ও ৰমা কামনা করে আলাহ্ তাদের প্রতি অতীব দয়াবান হন।

২১

২২
আদ্ দ্বর্র

//AD-DARR: **The Afflictor.**// Am I to take as deities instead of Him those whose intercession, if the All-Merciful desires <u>affliction</u> for me, will not help me and cannot save me? (Surah Ya Sin, 36:23)

ক্লেশদাতা; ৰতিকারক

☆ আমি কি তাঁর বদলে অন্য কোন উকিল ধরবো? যদি পরম দয়াময় আমার **ৰতি** চান, কারো সুপারিশই আমার কোন উপকার করতে পারবে না। কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে কি? (সূর ই:য়াসীন#৩৬:২৩)

যারা পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন এবং এ বিশ্ব জগতের জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করে তাদের নিকট অকস্মাৎ মৃত্যু, অপ্রত্যাশিত অসুখ, ফসল লন্ড ভন্ডকারী ঘূর্ণিঝড়, নগর ধ্বংসকারী ভূমিকম্প, ভবিষ্যৎ অজানা ভয়, সড়ক দুর্ঘটনা, শারীরিক-মানসিক চাপ, সম্পত্তি হারানো, ঈর্ষা, বয়োবৃদ্ধি... ইত্যাদি নানা ঘটনা মর্মপীড়া, ভীতি ও হতাশার কারণ হয়। কিন্তু এরকম ঘটনা থেকে কেউ নিরাপদ নয়। তাই যে কেউ যে কোন সময় এরকম ঘটনার মুখোমুখি হতে পারে এবং যে কোন সময় কারো জীবন লন্ড ভন্ড হয়ে যেতে পারে।

আমরা জানি, আলাহ্ অসীম দয়াবান; তাহলে বিপদ-আপদ প্রেরণের পিছনে আসমানী উদ্দেশ্য কী? উত্তর হল, ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি অর্জনের জন্য আলাহ্ কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদ প্রেরণ করেন। বিপদাপন্ন ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া উদ্ধত হয়না বা তার দ্বারা অন্যরা অপদস্থ হয়না। এছাড়া, পরপর ক্লেশ ও শাস্তি দিয়ে আলাহ্ তাঁর দানকৃত নানা অনুগ্রহের মর্যাদা বোঝার সৰমতা সৃষ্টি করেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উলেখ করা জর"রী। যে ব্যক্তিকে পরীৰা করা হয় সে যদি ঈমানদার হয় এবং যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন; তাহলে সে মনে করবে যে প্রতিটি বিপদ আলাহ্ থেকে। আর বিপদকে সে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করবে। আলাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে। কারণ, সে জানে যে বিপদ থেকে একমাত্র আলাহ্ই তাকে রৰা করতে পারেন। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, আলাহ্ তাঁর বান্দাদের অধিকতর কাছে টানার জন্য ও পরকালে অধিক মর্যাদা দেয়ার জন্য এ রকম বিপদ বা ক্লেশ দিয়ে থাকেন।

যা হোক, যারা পরকালে অবিশ্বাস করে তাদের নিকট এর বাস্তবতাটুকু ভিন্ন রকমের। শুধু এ কালে নয়– আলাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আদ্ দ্বর্র বা ক্লেশদাতা নামটি জাহান্নামে প্রদর্শন করাবেন। তারা যে জাহান্নামের মধ্যে যাবে সেখানকার কষ্টের তুলনায় পার্থিব কষ্ট অতি সাধারণ। অতীব নগন্য ও ৰণস্থায়ী।

অবিশ্বাসীদের দোজখে বা জাহান্নামে ঝলসানো হবে। প্রতিবার তাদের চামড়া পুড়ে যাবে। প্রতিবার তাদের নতুন চামড়া দেয়া হবে। যেন তারা বারংবার নতুন করে শাস্তি অনুভব করতে পারে। তাদের খাদ্য হিসেবে কেবলমাত্র কাঁটা-গুল্ম দেয়া হবে। আর ফুটন্ত পানিই হবে তাদের একমাত্র পানীয়। সে পানীয় তাদের আঁতসমূহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হবে কিন্তু তাদের মৃত্যু হবেনা। এভাবে তারা চিরস্থায়ী তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। তাদেরকে লৌহগদা দিয়ে পিটিয়ে ও আগুনের চাদর জড়িয়ে দোজখের সংকীর্ণতম ও অন্ধকারতম স্থানে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে তারা যন্ত্রণায় কেবলমাত্র আর্তনাদ করা বৈ কিছুই করতে পারবেনা।

দোজখের তত্ত্বাবধায়কগণ যাতে তাদের প্রভুর নিকট অবিশ্বাসী বা বেঈমানদের শাস্তি মাত্র একদিনের জন্য লাঘব করতে অনুরোধ করে সে জন্য আবেদন নিবেদন করতে থাকবে। আলাহ্ তাদের শাস্তিদান কালে কোনভাবে পলায়নের সুযোগ নাদিয়ে বেহেশ্তবাসীদের কর্তৃক উপভোগকৃত নানা অনুগ্রহ ও উপহার দেখার সুযোগ করে দিবেন। এক আয়াতে আলাহ্ নিম্নরূপ দৃশ্য চিত্রায়ন করেন ঃ

☑ **যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ " কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? " ওরা অবশ্যই বলবে ঃ " আলাহ্।" বলো ঃ " তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো– আলাহ্ আমাকে ৰতিগ্রস্ত**

করতে চাইলে সে ৰতি কি দূর করতে পারবে তোমাদের বদলী উপাস্যগণ? আর যদি তিনি দয়া করতে চান সে দয়া কি ঠেকাতে পারবে ওরা?" বলো ঃ " আমার জন্য আলাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।"
(সূর আজঃ জু:মার#৩৯:৩৮)

৲২২৲

২৩
আর্ রহ:মান আর্ র-হ:ীম
// AR-RAHMAN AR-RAHEEM: the Most Gracious; **the Most Merciful**.//And Ayyub, when he called out to his lord: "Great harm has afflicted me, and **You are the Most Merciful of the merciful."**
(Surat al-Anbiya', 21:83)
পরম দয়ালু, পরম কর"ণাময়

☆ স্মরণ করো সেকথা, আই:উব যখন তার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বললো, " আমি দঃখে-কষ্টে ক্লিষ্ট; আর তুমি **পরম কর"ণাময়**।" (সূর আল্ আম্বিয়া#২১:৮৩)

অন্যান্য প্রাণীদের মত বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরাও বেঁচে থাকি। অনেকগুলো প্রয়োজন বা পূর্বশর্ত পূরণের উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। যেমন, শ্বাসের জন্য অক্সিজেন। তেমনি, শারীরিক কর্মৰমতার জন্য পানি ও পুষ্টি। তবে বিস্তারিত বলতে গিয়ে বলতে হয়, কোন মানুষের শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এর অতিরিক্ত আরও অসংখ্য জিনিস প্রয়োজন।

অনেক মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি নজর নাদিয়েই বেঁচে থাকতে পারে। তাদের শরীরের জন্য বা অস্তিত্বের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা ইতঃপূর্বে সংস্থান করে রাখা হয়েছে ও সে সব কার্যৰম রয়েছে। আমাদের টিকে থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন অক্সিজেন। পরিবেশে প্রয়োজনীয় হারে অক্সিজেন কে সরবরাহ করেন? অথবা কে প্রতিটি কোষে প্রয়োজনীয় হারে অক্সিজেন সরবরাহ করার

পদ্ধতি নির্ধারণ করেন? এই যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি বা শ্বাসক্রিয়া পদ্ধতি নির্ধারণে মানুষের নিজস্ব কোন ভূমিকা আছে কি? উত্তর– নেই।

সর্বোত্তম প্রয়োজনই শীর্ষ বিষয়। এর জন্য সর্বোত্তম ও বাস্তবসম্মত বিস্তারিত নক্সা করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে এক পর্যায়ে আমরা এক উপরওয়ালা প্রজ্ঞার সম্মুখীন হই যিনি বিস্তারিত নক্সা করেন ও তা বাস্তবায়ন করেন। সর্বোত্তম প্রজ্ঞার মলিক আলাহ্ - তিনি পরম দয়ালু ও পরম করুণাময়। তিনিই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করেন। তাই তিনি পরম দয়ালু; পরম করুণাময়।

আলাহ্র একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের জৈবিক প্রয়োজন মিটানোই নয়। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের যথোপযুক্ত স্থানে স্থান দিয়েছেন। এর বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে দাসত্ব প্রত্যাশা করেন। কিভাবে তাঁর দাসত্ব করতে হবে সে সম্পর্কেও তিনি বহু পূর্বে বলেছেন। তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব প্রেরণ করেছেন। এ সবের মাধ্যমে তিনি নিজ পরিচয় তুলে ধরেন এবং মানব জাতিকে ধর্ম ও নৈতিকতার দিকে আহ্বান করেন। এর সব কিছুই আমাদের প্রতি আলাহ্র দয়া ও করুণার নিদর্শন।

২৪

আল্ আয়ুয়াল

// AL-AWWAL: **The First.** // He is **the First** and the Last, the Outward and the Inward. He has knowledge of all things.
(Surat al-Hadid, 57:3)

আদি

☆ তিনিই **আদি**, তিনিই অন্ত। তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।
(সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:৩)

বিশ্বের কি শুরু আছে? এ প্রশ্নটি দীর্ঘ দিন ধরে মানুষের মন আচ্ছন্ন করে আছে। বিশ্বের একজন মালিক আছেন এ কথা যারা বুঝে তারা মনে করে যে নিশ্চয়ই বিশ্বের শুরু আছে। অন্যদিকে যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা তারা দাবি করে যে বিশ্বের কোন শুরু নেই। তারা বলে যে বিশ্ব চিরকাল ধরে বিদ্যমান আছে এবং চিরকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এরকম দাবি করা এক বিরাট বিভ্রান্তি বৈ আর কিছু নয়।

বিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক থিসিজ তৈরী করা হয়েছে এবং জনসমক্ষে উপস্থাপন করা হয়েছে। শেষতক ১৯২৯ সালে এডুইন হাব্ল একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। এ তত্ত্বের মূল

কথা হলো - বিশ্ব সম্প্রসারণশীল। তাঁর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে যদি সময়ের শুরুর দিকে ফিরে যাওয়া যায় তাহলে কোন এক সময় বিশ্বের এমন একটা অবস্থা পাওয়া যাবে যখন সমগ্রবিশ্ব একত্রিত ছিল। সে অবস্থা থেকে হঠাৎ করে সম্প্রসারণ অরম্ভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে এ বিরাট তারকারা একসময় কুচকানো দানবের মত ছোট ছিল। অনুরূপ ভাবে মহাবিশ্বও এক সময় একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর অন্তর্গত ছিল। একটি বিন্দু প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একটি মহাবিশ্বে পরিণত হয়েছে। এ সম্প্রসারণের পূর্বাবস্থাকে সূচনা বা শুরু বলা হয়।

উপর্যুক্ত যুক্তির ধারাবাহিকতায় আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মহাবিশ্বের শুরু আছে। আর যেহেতু কোন প্রকার ত্রুটিহীণ এ পদ্ধতিটির শুরু রয়েছে সেহেতু শুরুর আগে থেকে এর একজন নক্সাকার বা তৈরীকারকও রয়েছেন। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় যে যিনি মহাবিশ্বের নক্সাকারক তিনি আদি বা শুরু এবং তাঁর হাতেই শেষ। অর্থাৎ তিনি যেমন সব সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন তেমনি সবকিছুর শেষেও থাকবেন। এ স্থায়ী ক্ষমতার মালিক আলাহ্। সে জন্য তাঁর নাম আল্ আয়ুয়াল বা আদি। অর্থাৎ তিনি সকল প্রাণী, গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ, মহাবিশ্ব এমনকি সময়েরও আগে হতে আছেন। তাই তিনি আল্ আয়ুয়াল বা আদি।

২৫
আল্ ফালিক্ব

// AL-FALIQ: The Opener; **The Splitter**. // Allah splits the seed and kernel. He brings forth the living from the dead, and produces the dead out of the living. That is Allah, so how are you deluded? He splits the sky at dawn, and appoints the night as a time of stillness and the Sun and the Moon as a means of reckoning. That is what the Almighty, the All-Knowing has ordained. (Surat al-An'am, 6:95-96)

উৎপাদনকারী, উন্মেষকারী

☆ আলাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি প্রাণহীণ থেকে প্রাণবাণ আর প্রাণবাণ থেকে প্রাণহীণ করেন। সুতরাং, তোমরা যাবে কোথায়? তিনি রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে ঊষার **উন্মেষকারী**। তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন সময় নিরূপক। এ সব পরম পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (সূর আন্য়াম#৬:৯৫-৯৬)

আমাদের গ্রহে নানা রকম বৃক্ষ রয়েছে। এদের প্রত্যেকের পৃথক ধরনের বীজ রয়েছে। শুকনা বীজ কোন কক্ষে রেখে দিলে তা অনেকদিন অপরিবর্তিত থাকে। মাটিতে বা উপযুক্ত স্থানে পুঁতে দিলে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। অতঃপর তা গোলাপ ঝোপ কিম্বা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।

'শুকনা বীজ' থেকে নানা ধরনের গাছ-পালা বের হয়ে আসা এক আশ্চর্যের বিষয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো সামান্য বা ক্ষুদ্র বীজ থেকে জীবন্ত প্রাণ বেরিয়ে আসা। একটি বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বড় করার জন্য বৃক্ষের বীজটিকে মাটি হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। তবে খাদ্য হিসেবে একটি বনজ বা ফলদ বৃক্ষের জন্য কি পরিমাণ খনিজ ও পানি দরকার তা বীজ নিজে নির্ধারণ করতে পারেনা।

যদি আমরা দাবি করি যে বীজ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে- তাহলে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে বীজ 'মেধাবান'। কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারিনা যে কোন বীজের এ রকম মেধা বা ধীশক্তি আছে। উপরের আয়াত ও বলে আলাহ্ " শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণ করেন।" তাঁর অভিপ্রায়ে অসংখ্য বৃক্ষ-লতা অস্তিত্ব লাভ করে। অনুরূপ ভাবে আরো এক আয়াত বলে যে আলাহ্ সব কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভোধন করেন ঃ

☑ **তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে উৎপন্ন করি সব ধরনের উদ্ভিদ। উদ্ভিদ থেকে উদ্গত করি সবুজ শাখা। শাখা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা। খেজুর গাছের মাথা থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি। সৃষ্টি করি আঙ্গুর, যায়তুন ও আনারের বাগান। এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত ও সাদৃশ্যহীন। আর লক্ষ্য করো, এদের ফলের প্রতি, ফলের পরিপক্কতার প্রতি, যখন এরা ফলবান হয়। অবশ্যই এসবের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন– বিশ্বাসীদের জন্য।**

(সূর আন্য়াম#৬:৯৯)

২৬

আল্ ফাছ্ছিল

//AL-FASIL: **He Who Distnguishes** (in the best way). //As for those who believe and those who are Jews, Sabaeans, Christians, Magians, and associaters, Allah will distinguish between them on the Day of Rising. Allah is witness of all things. (Surat al-Hajj, 22:17)

ফায়সালাকারী; পৃথককারী (সুক্ষ্মভাবে বিচার দ্বারা)

☆ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা ইয়াহূদী, সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও মুশরিক; ক্বিয়ামতের দিন আলাহ্ তাদের মধ্যে **ফায়সালা** করে দিবেন। নিশ্চয়ই আলাহ্ সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা। (সূর আল্ হ:জ্জ#২২:১৭)

অনেক মানুষ পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারা জীবন সচেষ্ট থাকে। তাদের বিবেচনায় যে লক্ষ্য অর্জন সঠিক মনে হয় সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা পরকাল ভুলে ইহকালের লাভের জন্য কসরত করতে থাকে। কসরত করার সময় তারা এ কথা ভুলে যায় যে তাদের মূল দায়িত্ব হল– আলাহ্র দাসত্ব করা। তারা তাদের কর্তাদের বা দেবদেবীদের খুশী করার মাধ্যমে তাদের অনুগ্রহ অর্জনের জন্য তাদেরকে আলাহ্র স্থানে স্থান দেয়। তারা অনেক কষ্ট করে আর ভাবে যে তারা নিজেদের উন্নতি ও অন্যদের উন্নতি সাধন করবে।

এর বিপরীতে কিছু মানুষ আলাহ্‌কে খুশী করতে চায়। তারা তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় নিজ জীবন উৎসর্গ করে। বান্দার প্রতি আলাহ্‌র যেমন প্রত্যাশা তেমন নৈতিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করে। আলাহ্‌র নিকট তারা সরল পথের সন্ধান করে।

উলিখিত উভয় দলের অবস্থা সম্পর্কে ক্বুরআান জানায় যে তাদের অবস্থা এক রকম হবেনা অর্থাৎ পৃথক হবে ঃ

☑ **অন্ধ আর চক্ষুষ্মান এক নয়; নয় অন্ধকার আর আলো। আরও এক নয়– ছায়াবিথী আর প্রচন্ড রোদ্দুর। (সূর ফাাত্বির#৩৫:১৯-২২)**

বিচারের দিন আলাহ্‌ বিশ্বাসীদের থেকে ভিন্নপথ অবলম্বনকারীদের অবস্থা পৃথকভাবে দেখাবেন। এ রকম দেখানোর মাধ্যমে তাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। সে দিন প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান পাবে। তখন আলাহ্‌ তাঁর অসীম বিচারিক ক্ষমতা প্রদর্শন করবেন ঃ

☑ **তাদের মধ্যের প্রত্যেক মতপার্থক্যের ফায়সালা করে দিবেন তোমার প্রতিপলিক অবশ্যই; পুনরুত্থান দিবসে।**

(সূর আস্‌ সাজদাহ#৩২:২৫)

২৭

আল্‌ ফাাত্বির

// AL-FATIR: The Creator; **The Originator.** // "O My Lord, You have granted power to me on Earth and taught me the true meaning of events. ***O Originator of the heavens and Earth,*** You are my Friend in this world and the next. So take me as Muslim at my death, and join me to the people who are righteous." (Surah Yusuf, 12:101)

স্রষ্টা, উদ্ভাবক

☆ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমতা দান করেছ। আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আসমান ও জমিনের **স্রষ্টা**! ইহলোকে ও পরলোকে আমার অভিভাবক তুমিই। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করো। আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।
(সূর ইঃয়ূসুফ#১২:১০১)

জীবদেরকে যথাযথ পরিবেশ বা সহায়তা প্রদানের জন্য এক বিশেষ নক্সায় পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। মহাশূণ্যে এ পৃথিবীর অবস্থান এবং এর বিশেষ গঠন কাঠামো জীব জগতের প্রয়োজন উপযোগী। এ বাস্তবতা প্রমাণ করে যে আমাদের এ গ্রহটি এক শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার সৃষ্টি। আমাদের গ্রহের প্রাণীরা বিস্ময়করভাবে আলাদা আলাদা নক্সায় তৈরী। যথাযথ শারীরিক কাঠামোয় ধন্য হয়ে প্রতিটি প্রাণী লাগসই ভাবে এখানে স্থাপিত হয়েছে।

এ ছাড়া প্রাণীদের গঠন বিষয়ে অধিকতর নজর দিলে সৃষ্টির সত্যতা অধিকতর স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রাণীর মৌলিক একক হল কোষ। কোষের এমন এক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও ত্রুটিমুক্ত শৃঙ্খলা রয়েছে যা 'ঘটনা চক্রে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে' মর্মে অবিশ্বাসীদের দাবি খন্ডন করে।

আমাদের চারদিকে যত কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উদ্দেশ্যর্পূ নক্সা রয়েছে – যা আমাদের স্রষ্টা আলাহ্ উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করেছেন। যত বেশী সৃষ্টির গভীরে যাওয়া যাবে আমাদের প্রভুর নিপুণতা তত বেশী স্পষ্ট হবে। আলাহ্ তাঁর সৃষ্টি পদ্ধতির স্বকীয় পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে নিম্নে বলেন ঃ

☑ **তিনি সৃষ্টি করেছেন সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে। দয়াময় আলাহ্র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা। আবার তাকাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? তাকাও বার বার। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার দিকে। (সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:৩-৪)**

☑ **বলো ঃ " আমি কি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আলাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো? তিনি আহার্য দান করেন; কিন্তু তাঁর আহার্য লাগেনা।" বলো ঃ "আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হই।" আরও আদেশ, " তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।"**

(সূর আল্ আন্য়ঃাম#৬:১৪)

☑ **তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলতেন ঃ " আকাশ ও পৃথিবীর রূপকার আলাহ্ সম্বন্ধে তোমাদের কোন সন্দেহ আছে কি? তিনি তোমাদের ডাকেন পাপ থেকে ৰমা করার জন্য এবং একটি নিদৃষ্ট সময় অবকাশ দেয়ার জন্য । " তারা বলতো ঃ " তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইবাদত করতো যাদের- বিরত রাখতে চাও কি– তাদের ইবাদত থেকে? তাহলে, আমাদের নিকট আনো কোন অকাট্য প্রমাণ ।" (সূর ইব্রহীম#১৪:১০)**

২৮

আল্ ফাত্তাহ্:

//AL-FATTAH: **The Opener**. // If only the people of the cities had had faith and fear, We would have opened up to them blessings from heaven and Earth. But they denied the truth, so We seized them for what they earned. (Surat al-A'raf, 7:96)

উন্মোচনকারী

☆ ঐ সব জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করতো; তবে আমি আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণ **উন্মোচন** করে দিতাম; তাদের জন্য । কিন্তু তারা সত্য প্রত্যাখান করেছিলো। সুতরাং, তাদের কর্ম অর্জিত শাস্তি তাদের আমরা দিয়েছি। (সূর আল্ আয়:র-ফ#৭:৯৬)

আলাহ্ উন্মোচনকারী। তিনি মানুষের প্রতি দুর্ভোগ প্রেরণ করেন। দুর্ভোগ দিয়ে পরীৰা করেন। পরীৰায় প্রত্যেকের প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়। তবে তিনি কারো উপর সহ্যসীমার অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। আলাহ্ তাঁর অকৃত্রিম বান্দাদের নিকট কোন দুর্বিপাক প্রেরণ করেন। আবার তা থেকে পার পাওয়ার দরজাও উন্মোচন করে রাখেন। অধিকন্তু, প্রতিটি পরীৰার পর তিনি প্রশান্তি প্রেরণ করেন। আমাদের নবী (ছ্ব-) কি রকম দুর্যোগের মুখোমুখী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **আমরা কি উন্মুক্ত করে দেইনি তোমার বৰদেশ তোমার কল্যাণে? তোমার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দিচ্ছিল যে ভার সে ভার কি আমরা অপসরণ করিনি? তোমার মর্যাদা কি উঁচু করে দেইনি? অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আসে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি।**

(সূর আল্ আলাম নাশারহ#৯৪:১-৬)

বিশ্বাসীদের নিকট আলাহ্ যে সমস্ত সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। উদাহরণ, তিনি নবী মূসাা (য়:া) কে বিপদে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। নবী মূসাা (য়:া) ফিরঊনের দরবারে যাওয়ার সময় তাঁর ভাই হারূন (য়:া)কে সঙ্গী হিসাবে নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সে প্রস্তাব মঞ্জুর করেছিলেন।

বিশ্বাসীদেরকে আলাহ্ যে সার্বৱণিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকেন উপরিউক্ত ঘটনা এর একটি উদাহরণ মাত্র। তিনি বিশ্বাসীদেরকে, শেষপর্যন্ত, এমন বিপদ থেকেও উদ্ধার করেন যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তা দেখা যায়নি। অন্য দিকে, তিনি অবিশ্বাসীদের হৃদয় সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন। তাদের উপর থেকে অনুগ্রহ তুলে নেন। অথচ, একমাত্র তিনি ইচ্ছা করলে তাদের এমন দয়া দিতে পারতেন যা কেউ ফিরাতে পারতনা।

তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ার বিপরীতে অবিশ্বাসীদের জন্য নিদারুণ যন্ত্রণার দরজা উন্মোচন করেন। যেমন, বলেন ঃ

☑ **ওরা বিনীত হলোনা ততৱণ... অতঃপর আমরা যখন উন্মোচন করে দিলাম কঠিন শাস্তির ফটক তখন ভেঙ্গে পড়লো হতাশায়।**

(সূর আল্ মুঅ্মিনূন্#২৩:৭৬-৭৭)

২৯
আল্ গফ্ফার

//AL-GAFFAR: **The Forgiving**. // "I [Nuh] said: 'Ask forgiveness of your Lord. Truly He is Endlessly **Forgiving**.'" (Surah Nuh, 71:10)

ৱমাশীল

☆" আমি [নূহ্:] বলেছি ঃ 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ৱমা প্রার্থনা করো। তিনি তো অসীম **ৱমাশীল**।'" (সূর আন্ নূহ্:#৭১:১০)

আলাহ্ ৱমকারী। তাঁর ৱমা অসীম। তিনি তাঁর বান্দাদের অনুশোচনা করার অসংখ্য সুযোগ দেন। অনুশোচনার মাধ্যমে তাদের পবিত্র করেন। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে মানুষ যে ভুল করে তা থেকে গভীর অনুশোচনা বা তাওবা দ্বারা মুক্ত হতে পারে। তারা যদি আন্তরিক ভাবে ক্বুরআানমুখী হয় ও বিবেক জাগ্রত রেখে আলাহ্র নির্দেশের প্রতি অবিচল থাকে; তবে নিম্নের বর্ণনা মতে তারা আলাহ্কে চির ৱমাকারী ও সর্ব দয়ায় দয়াবান হিসেবে পাবে ঃ

☑ **তোমরা ঈমাানদার ও কৃতজ্ঞ হলে আলাহ্ কেন শাস্তি দিবেন?**

(সূর আন্ নিসাা#৪:১৩১)

বাস্তবিক পৱে, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, এমনকি অকৃতজ্ঞ লোকও আলাহ্র ৱমাশীলতার কারণে তাঁর অনেক অনুগ্রহ উপভোগ করতে পারে। যেমন ঃ

☑ **মানুষের কৃতকর্মের জন্য আলাহ্ শাস্তি দিলে তিনি রেহাই দিতেননা ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কোন প্রাণীকেই। তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন সকলকে একটি নিদৃষ্টকাল। অতঃপর তাদের কাল যখন আসে তখন আলাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেন। (সূর ফাাত্বির#৩৫:৪৫)**

যারা আলাহ্র সতর্ক সংকেত প্রত্যাশী তাদেরকে তিনি সংকেত দেন। নিজদেরকে সংশোধনের জন্য অনেক সময় মঞ্জুর করেন। তিনি সকলের করণীয় ও বর্জণীয় সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করার জন্য বার্তাবহ প্রেরণ করেন। তাঁর নিদর্শন প্রকাশের পরও যারা তাঁকে অস্বীকার করা অব্যাহত রাখবে তার প্রতিফল তারা পাবে।

☑ **আমি অবশ্যই ৰমাশীল তার প্রতি- যে তাওবা করে, যার ঈমাান আছে, যে সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে।**
(সূর ত্ব-হাা#২০:৮২)

☑ **যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে আর সংশোধন করে, তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক চির ৰমাশীল। পরম দয়ালু।**
(সূর আন্ নাহ:ল#১৬:১১৯)

☑ **হে মু'মিনগণ! তোমরা আলাহ্কে ভয় করো; তাঁর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ পুরষ্কার দিবেন; তিনি দিবেন আলো- যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে; তিনি তোমাদের ৰমা করে দিবেন। আলাহ্ মহাৰমাশীল। পরম দয়ালু।**
(সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:২৮)

৩০
আল্ গনী:

// AL-GHANI: The Self-Sufficient; **The Rich Beyond Need**. // O mankind! You are the poor ones in need of Allah, whereas **Allah is the Rich Beyond Need,** the Praiseworthy. (Surah Fatir, 35:15) **ধনী, ঐশ্বর্যবান**

☆ হে মানুষ! তোমরা গরীব; অলাহ্র মুখাপেৰী। কিন্তু অলাহ্ **ধনী;** অভাবমুক্ত । প্রশংসার্হ। (সূর ফাাত্বির#৩৫:১৫)

অহংকারী, উদ্ধত ও দেমাগী মানুষ বিশ্ব ব্যাপী একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তা হল, তাদের ৰমতা-সম্পদ অর্জন এবং এ সবের বুক ফাটা গর্ব। আলাহ্র দেয়া সম্পদ পেয়ে এরা ঐদ্ধ্যত্বপূর্ণ আচরণ করে। এরা দেমাগে আলাহ্র দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আলাহ্ তাঁর অনুগ্রহে যা কিছু দান করেন - সে দানের কথা ভুলে গিয়ে তারা তাতে নিজ মালিকানা দাবি করে বসে। তারা বিদ্রোহী হয় এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে ও হিংস্রতা প্রদর্শন করে। অতীতে এরা আলাহ্র বার্তাবহ বা নবীদের প্রতি মারত্মক শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। ফলশ্রুতিতে, আলাহ্ অসহনীয় দুর্যোগ দিয়ে এদের পাকড়াও করেছেন। যেমন– আলাহ্ এদের কতককে ভূমিকম্প দিয়ে গ্রাস করিয়েছেন আবার কতককে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বাস্তবে তারা কত অসহায়! আর এর বিপরীতে আলাহ্ সকল চাহিদার উর্দ্ধে সর্বোচ্চ ঐশ্বর্যবান।এ সব পাকড়াওকৃত জাতির অবস্থা সম্পর্কে আয়াতে বলেনঃ

ওটা এ জন্য যে বার্তাবহগণ স্পষ্ট নিদর্শন আনতো তাদের নিকট; কিন্তু তারা বলতো ঃ " মানুষই কি আমাদের পথের দিশা দিবে?" সুতরাং, তারা অবিশ্বাসী (কাফির) হলো; মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু অলাহ্‌র তাতে কিছু যায় আসেনা। তিনি অভাবমুক্ত ।প্রশংসার্হ। (সূর আত্ তাগ্ব-বুন#৬৪ঃ৬)

এ সব অহংকারী ও অবিশ্বাসী মানুষ এ কথা স্মরণ করতে কিম্বা জ্ঞানায়ত্ত করতে ব্যর্থ হয় যে সব কিছুর একচ্ছত্র ও প্রকৃত মালিক আলাহ্ । আলাহ্ এ সত্যতা আমাদেরকে নিম্নের আয়াতে জানান ঃ

আসমান ও জমিনের সবকিছু অলাহ্‌র। তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল এবং তোমাদেরকেও চূড়ান্ত আদেশ করি তোমরা অলাহ্‌কে ভয় করো। আর যদি অবিশ্বাস করো তবে আসমান ও জমিনের সবকিছু আলাহ্‌র। আলাহ্ মহা সম্পদশালী। প্রশংসিত। (সূর আন্ নিসাা#৪ঃ১৩১)

ক্বুরআান আমাদের অবহিত করে যে এ সব অবিশ্বাসী লোক সম্পদশালী হওয়ায় ঐদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে। তারা আলাহ্‌র উপাসনা করা থেকে ও তাঁর প্রেরিত বার্তাবহ থেকে দূর হয়ে গেছে। বার্তাবহ বা রসূল মূসাা (য়ঃা) নিম্নলিখিত ভাষায় তাদেরকে প্রতিউত্তর করেছেন ঃ

মূসাা বলেছিল ঃ " যদি তোমরা ও পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ হও; তবুও আলাহ্ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।" (সূর ইব্‌রহীম#১৪ঃ৮)

আরো অনেক আয়াতে আলাহ্ বলেন যে ক্ষমতা ও সম্পদের প্রকৃত মালিক তিনি । তিনি অস্তিত্ববান যে কারো বা যে কোন কিছুর যাবতীয় চাহিদার উর্দ্ধে। তিনি ঐশ্বর্যবান। ক্বুরআান বলে, মানুষের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ ঐশ্বর্যবানও তাঁর উপর নির্ভরশীল ঃ

এরা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? করলে– তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা দেখতে পারতো। তারা তো এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিলো। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কোনকিছুই আলাহ্‌কে অকার্যকর করতে পারেনা। তিনি সর্বজ্ঞ। সর্বশক্তিমান। (সূর ফাাত্বির#৩৫ঃ৪৪)

৩১
আল্ খবীর

//AL-KHABEER: **The All-Aware.** //O you who believe! Have fear [and awareness] of Allah, and let each self look to what it has sent forward for tomorrow. Have fear [and awareness] of Allah. Allah is aware of what you do. (Surat al-Hashr, 59:18)

সর্বজ্ঞাতা

☆ হে বিশ্বাসীগণ! আলাহ্ ভীতিতে (ও সতর্কতায়) থেকো। প্রত্যেক সত্তা ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে! আলাহ্ ভীতিতে (ও সতর্কতায়) থেকো। তোমরা যাকিছু করো নিশ্চয়ই আলাহ্ সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূর আল্ হ:াশর#৫৯ঃ১৮)

মানব জাতি সময় বা কাল এবং স্থান বা পরিসর দ্বারা সীমায়িত। তারা যতটুকু দেখতে পায় কেবলমাত্র ততটুকু সম্পর্কে অবহিত। আলাহ্ নির্ধারিত সীমানার বাইরে যেতে নাপরাটা মানুষের প্রধানতম দুর্বলতা।

তবে, মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা আলাহ্ সময় ও পরিসর এর ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। এ সব ধারণার উর্ধে তাঁর স্থান। তিনি প্রকৃতিগত ভাবে কাল ও স্থান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ধারণার বাইরে থেকে বিশ্বের যাবতীয় বিষয় জানেন। তিনি মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথে কত তারা আছে এবং প্রত্যেক তারার

গতিপথ কোনদিকে বা এ সবের ফলাফল কি, এ সব সম্পর্কে যেমন জানেন, তেমনিভাবে ভূগর্ভে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র বীজটির মধ্যে কি পরিমাণ তথ্য আছে তাও জানেন।

মানুষের জীবন সম্পর্কে আলাহ্ সব জানেন। তাদের কাজকর্মসহ কোথায় তাদের জন্ম, কোথায় তাদের মৃত্যু এবং কিসের উদ্দেশ্যে তারা চেষ্টিত সবকিছু তাঁর জানা। তিনি ছোট্ট ছোট্ট বিষয়, যেমন– কখন কে কেঁদেছিল বা কখন কে হেসেছিল, তেমনিভাবে কখন কাদের মনে কি চিন্তা ছিল তাও জানেন। কেননা, তিনিই তাদের স্রষ্টা। স্রষ্টা সর্বজ্ঞ হবেন এটাই তো স্বাভাবিক। ক্বুরআন বলে ঃ

আলাহ্র অনুগ্রহে দেয়া দান নিয়ে যারা কার্পণ্য করে; তারা যেন মনে না করে- এটা মঙ্গলজনক। বরং এটা ক্ষতিকর তাদের জন্য! পুনরুত্থান দিবসে এটা বেড়ী হবে তাদের গলায়। আলাহ্ আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকারী। তোমরা যা কিছু করো আলাহ্ জানেন তার সম্পূর্ণ খবর। (সূর আালি য়িःমর-ন#৩:১৮০)

কারো চোখের দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারেনা। কিন্তু তিনি ধারণ করেন সকল দৃষ্টি। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

(সূর আল্ আন্য়ःাম#৬:১০৩)

আস্থা রেখো সে চিরঞ্জীবের উপর- যাঁর মৃত্যু নেই। আর ঘোষণা করো তাঁর সপ্রশংস মহিমা। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। (সূর আল্ ফুরক্ব-ন#২৫:৫৮)

সে ক্বণ সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান রয়েছে একমাত্র আলাহ্র নিকট। তিনি বৃষ্টিপাত করেন পর্যাপ্ত। তিনি জানেন জরায়ূতে কি রয়েছে। কেউ জানেনা সে কী উপার্জন করবে আগামীকাল। কেউ জানেনা কোথায় মৃত্যু হবে তার। আর আলাহ্ সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ।

(সূর লুকমাান#৩১:৩৪)

৩২
আল্ হাাদী

// AL-HADI: The Guide. // And so that those who have been given knowledge will know it is the truth from their Lord and have faith in it, and their hearts will be humbled to Him. Allah guides those who believe to straight path. (Surat al-Hajj, 22:54)

সরলপথ প্রদর্শক; সরলপথে পরিচালক

☆ এবং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এ সত্য এসেছে। তারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর তাদের হৃদয় তাঁর অনুগত হবে। যারা বিশ্বাস করে অবশ্যই আলাহ্ তাদের **সরল পথে পরিচালিত** করেন। (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৫৪)

পৃথিবীতে দু'দল মানুষ রয়েছেঃ এক দল যারা জানে (সে অনুযায়ী আলাহ্র উপযুক্ত প্রশংসা করে) ও আরেক দল বা দ্বিতীয় দল যারা জানেনা। দ্বিতীয় দল অজ্ঞ বলে সাধারণ জীবন যাপন করে ও মৃত্যুবরণ করে। সারা জীবন নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকে। তারা ভেবে দেখেনা, কে তাদের সৃষ্টি করল? কিম্বা স্রষ্টার প্রতি তাদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা? কোন

কিছুর অনস্তিত্ব থেকে তাদেরসহ সমগ্র বিশ্ব অস্তিত্বদানকারী শক্তিমানের এই যে অসীমতা তা তাদের বিচলিত করেনা। বিপরীতক্রমে তারা পার্থিব জিনিস, যেমন, নিজেদের শিৱা, কর্মস্থলে পদোন্নতি, সন্তানের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত থাকে। অবশ্য, এসব বিষয়ও মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য; তবে এগুলোকে মানব জীবনের একমাত্র লৰ্য্য বানানো বড় ভুল। এরকম ৰুদ্র ৰুদ্র জিনিস তাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বিস্ময় অবলোকনের সুযোগকে বাধাগ্রস্থ করে। এহেন বিস্ময়কর জিনিস তাদের নজরে এলেও তারা সেদিকে মনযোগ দিতে দ্বিধা করে।

যারা আলাহ্‌র অস্তিত্ব-নিদর্শন ও অসীম শক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহসম্পন্ন ও আলাহ্‌র প্রশংসাকারী; তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করে । তারা তাদের দৃঢ় বিবেক দিয়ে বিস্ময়ের সাথে চারদিক অবলোকন করে। নানা আশ্চর্যজনক সৃষ্টির জন্য স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রতি দায়িত্ব সচেতন হয়ে তাঁকে খুশী করার জন্য সবকিছু করে। তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে। আর প্রত্যেককে যে পরকালে জবাবদিহি করার জন্য ডাকা হবে এ সর্বগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের হৃদয় জুড়ে থাকে।

প্রথম জানা বা জ্ঞানী দলের লোকদেরকে আলাহ্‌ সরল পথ প্রদর্শন করেন। এরা সব সময় সংখ্যালঘু বটে। তবে তাদের পথই সঠিক। আলাহ্‌ নিম্নলিখিত ভাবে উভয় ধরনের লোকদের মধ্যকার পার্থক্য প্রদর্শন করেন ঃ

তাদের প্রতি প্রেরিত বিষয়ে যারা আস্থা স্থাপন করে, পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রেরিত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসী ; তারাই তাদের প্রতিপালক কর্তৃক সরল পথে পরিচালিত। তারাই সফলতা প্রাপ্ত। আর যারা অবিশ্বাস করে– ওদের তুমি সতর্ক করো বা নাকরো ওদের চোখে সবই সমান। কারণ, ওরা কখনো বিশ্বাস করবেনা। আলাহ্‌ ওদের অন্তরে ও কর্ণে মোহর এঁকে দিয়েছেন। আর ওদের চোখের উপর পড়েছে অন্ধ আবরণ। এক ভয়ানক শাস্তি রয়েছে ওদের জন্য।
(সূর আল্‌ বাক্বরহ্‌#২:৪-৭)

সন্দেহ নেই যে প্রথম দলের সদস্য হওয়ার মধ্যে আলাহ্‌র অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি সম্মতি না দিলে কেউ কাউকে সরল পথে চালিত করতে পারেনা; প্রথম দলের সদস্য হতে পারেনা।

তুমি যাদেরকে ভালোবাসো– চাইলেই, পারবেনা পথে আনতে তাদেরকে । তবে, আলাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। সঠিক পথযাত্রীদের সম্পর্কে তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম জ্ঞান ।
(সূর আল্‌ ক্বছ্বছ্ব#২৮:৫৬)

৩৩
আল্ খ-ফিদ্ব
//AL-KHAFIDH: **The Abaser.**// Abasing [one party], exalting [the other] (Surat al-Waqi'a, 56:3)
হীনকারী

☆ এটা (এক দলকে) করবে **হীন**, (আর এক দলকে) করবে সমুন্নত। (সূর আল্ ওয়াাক্বিয়:া#৫৬:৩)

মানুষ কিছু দেখতে পায়। অতঃপর তা নিয়ে চিন্তা করে। সব শেষে, চিন্তা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যেমন– আমাদের শরীর দ্বারা ত্রুটিহীন কার্য সম্পাদন সম্পর্কে যে কেউ চিন্তা করতে পারে। চিন্তা শেষে শরীরে মধ্যে এক জটিল নক্সার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারে। আবার নক্সাটির মধ্যে বিদ্যমান প্রজ্ঞা নিয়েও ভাবতে পারে। ভেবেচিন্তে এ সিদ্ধান্তে উপণীত হতে পারে যে শরীর কাঠামোর কোন একজন পরিকল্পনাকারী আছেন। তিনি এর নক্সা করেছেন এবং এ সকল জটিল কাঠামোর বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

চিন্ত্রাশক্তি প্রয়োগকারী যে কারোর নিকট উপর্যুক্ত প্রক্রিয়াটি যৌক্তিক প্রতিপন্ন হবে। তবে এমন অনেকে আছেন যারা প্রতিনিয়ত নানা ঘটনার মুখোমুখি হন কিন্তু ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করেননা। দুর্ভাগ্যক্রমে এরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এদের সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে উলেখ করেছি যে এরা জন্ম গ্রহণ করে। বেড়ে ওঠে। গড়পড়তা জীবন যাপন করে। অতঃপর মৃত্যু বরণ করে। আলাহ্ চিন্ত্রাশক্তি প্রয়োগকারী ও জ্ঞান অর্জনকারীদের তারিফ করেন। অন্যদিকে নিরুদ্বেগ ও অজ্ঞানীদের হেয় বা হীন করেন। ক্বুরআান যেমন বলেঃ

যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আলাহ্কে স্মরণ করে; আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি নিয়ে চিন্ত্রা করে। আর বলে ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা অকারণে সৃষ্টি করোনি। তুমি মহিম! সুতরাং, জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রৰা করো। হে আমাদের প্রভু, যাদেরকে তুমি অগ্নিতে নিৰেপ করলে– অবশ্যই তাদেরকে হীন করলে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূর আালি য়িःমর-ন#৩:১৯১-১৯২)

চিন্ত্রাশীল ও মনোযোগীদের আলাহ্ উন্নত করেন। তারা আলাহ্র খাস বান্দা। অন্য সবার থেকে আলাদা। বাকীরা চিন্ত্রা-ভাবনা করেনা। আলাহ্র অনুগ্রহে প্রদত্ত চিন্ত্রাশক্তি ব্যবহার করেনা। পশুর মতো সহজসাধ্য জীবন ধারণ করে। এছাড়া, এরা কেবলমাত্র শারীরিক চাহিদা মিটাতে উৎসাহী থাকে। বিবেক ও চিন্ত্রাশক্তি ব্যবহার না করে যারা পশুর জীবন বেছে নেয় আলাহ্ তাদের হীন করেন বা অধপতন ঘটান। আল্ ক্বুরআান নিম্নলিখিত ভাবে তাদের চিত্রায়িত করে ঃ

অবিশ্বাসীদের উদাহরণ ওদের মতো– আহবান করা হলো এমন কিছুকে যারা হাঁকডাক আর চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়া কিছু শোনেনা। কারণ, ওরা বধির, মূক ও অন্ধ। ওরা বুঝ প্রয়োগ করেনা। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৭১)

৩৪
আল্ হ:াফীজ্ব

//AL- HAFEEDH: The Guardian; **The Preserver**.// "If you turn your backs, I have transmitted to you what I was sent to you with; my Lord will replace you with another people, and you will not harm Him at all. My Lord is **the Preserver** of everything." (Surah Hud, 11:57)

অভিভাবক; সংরৰক

☆ আমি যা নিয়ে এসেছিলাম তাতো তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এরপরও যদি তোমরা ফিরে যাও, আমার প্রতিপালকও তোমাদের বদলে অন্য কোন জাতিকে স্থান দিবেন। আর তোমরা তাঁর কোন ৰতি করতে পারবেনা। নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রত্যেক জিনিসের **সংরৰক**। (সূর হূদ#১১:৫৭)

মহাবিশ্ব চির বিরাজমান কিছু নয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত এ ধারণা দিচ্ছে যে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববান মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান পরিবেশে বিদ্যমান অণু মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসার সময় ছিল এবং সে একই অণু জৈব ও অজৈব সকল পদার্থ গঠন করেছে। বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে বিদ্যমান অণুর সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনা। অতীতে এ অণুগুলো অস্তিত্বে আসার পরে মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রচন্ড গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও এরা তারকা, পৃথিবী, বাতাস, পানি, পৃথিবীর অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ, এমনকি আমাদের শরীরও গঠন করছে। অধিকন্তু, এরা এমন এক উচ্চ স্তরের শৃঙ্খলা তুলে ধরছে

যা এক শক্তির অস্িত্বের প্রকাশ ঘটায়; যে শক্তি অস্িত্ববান রাখার জন্য যেমন শৃঙ্খলা দরকার তেমন শৃঙ্খলা রৰা করে চলে এবং প্রতিটি অণুকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

এ পর্যায় আমরা এ সত্যে উপনীত হই - অস্িত্বহীন থেকে অস্িত্ববান পদার্থ সৃষ্টিকারী ও ত্রুটিহীন শৃঙ্খলা স্থাপনকারী ও রৰাকারী এক জন; আর তিনি হলেন আলাহ্ । তিনি এ পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে নিশ্চিত জানেন । এ দুর্বোধ্য ও জটিল পদ্ধতির একটি সেকেন্ডও ঘটনাচক্রে বা দৈবচয়নে সৃষ্টি হয়নি । এর প্রতিটি ধাপ সুপরিকল্পিত । এ সত্য আলাহ্র অসীম ৰমতার প্রকাশ । উপরন্তু, তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন ও সর্বত্র শৃঙ্খলা রৰা করেন । **"তোমার প্রভু সর্বদা পর্যবেৰণ করেন ।"**(সূর আল্ ফাজ্র#৮৯:১৪) । এ আয়াতের কথায় সব কিছুর অভিভাবক ও মহা সংররৰক আলাহ্ কর্তৃক মহাবিশ্বকে সার্বৰণিক সংররৰণের বিষয় প্রস্ফুটিত হয় । আলাহ্ বলেন ঃ

আমরা স্পষ্ট জানি– কীভাবে মৃত্তিকা তাদের খেয়ে ফেলে । আমাদের নিকট একখানা গ্রন্থ রয়েছে সংরৰিত । (সূর ক্ব-ফ্#৫০:৪)

তাদের উপর তার কোন আধিপত্য ছিলনা । তবে কারা আখিরাতে বিশ্বাসী, আর কারা সন্দিহান তা প্রকাশ পাওয়াই ছিলো আমাদের উদ্দেশ্য । তোমার প্রতিপালক সবকিছুর অভিভাবক । (সূর সাবা#৩৪:২১)

যারা আলাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে- আলাহ্ তাদেরকে দেখে রাখেন । তাদের অভিভাবক নিয়োগ করা হয়নি তোমাকে । (সূর শূর-#৪২:৬)

রসূল (ছ্-) বলেন:

"আলাহ্য় মনোযোগী হও; তিনি তোমাকে রৰা করবেন । আলাহ্য় মনোযোগী হও তাঁকে তোমার সামনে দেখতে পাবে ।" (তিরমিযী)

৩৫

আল্ হ:াকাম

// AL-HAKIM: **The Judge.** //"Am I to desire someone other than Allah as a judge, when it is He Who has sent down the Book to you clarifying everything?" Those We have given the Book know it has been sent down from your Lord with truth, so on no account be among the doubters. (Surat al-An'am, 6:114)

বিচারক

☆ " তবে আমি কি আলাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে **বিচারক** মানবো? যদিও তিনি সব কিছু স্পষ্ট করতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের নিকট!" আমি যাদেরকে পুস্তক দিয়েছি তারা জানে যে তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এ সত্যপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে । সুতরাং, তুমি কোন মতেই সন্দেহবাদীদের মধ্যে শামিল হয়োনা ।
(সূর আল্ আন্য়:াম#৬:১১৪)

আলাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের পরীৰা করার জন্য পরীৰাস্থল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কারণ, তিনি এ পৃথিবীতে মন্দদের থেকে ভালদেরকে পৃথক করতে চান। এ ছাড়া, মানব সম্প্রদায় যাতে ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে তার নির্দেশন দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ বার্তাবহ বা নবী প্রেরণ করেছেন। নবীগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছেন ও সরল পথে আহ্বান করেছেন।

একদল মানুষ নিজ নিজ সুবিধা হাসিলের লৰ্যে এ সব আসমানী কিতাব বা ধর্মগ্রন্থে ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় বার্তার স্থলে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রতিস্থাপন করেছে। এভাবে কেবলমাত্র স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইতঃপূর্বে স্বর্গীয় বার্তার গ্রন্থাবলী বিকৃত করা হয়েছে। আলাহ্ পুনরায় মানুষকে 'নির্দেশন' দেয়ার জন্য বিকৃতি অযোগ্য সর্বশেষ গ্রন্থ আল্ ক্বুরআান প্রেরণ করেছেন: " **আমরা স্মরণিকা প্রেরণ করেছি এবং আমরা তা সংরৰণ করবো।"** (সূর আল হি:জ্র্#১৫:৯)।

সুতরাং, ক্বুরআান হল প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র স্মারক। এছাড়া, এ এক অনন্য গ্রন্থ যা আলাহ্র সকল দিকনির্দেশন ধারণ করেছে। যারা একে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করবে ও এর নির্দেশন প্রতিপালনে সচেষ্ট হবে তারা সঠিক পথ পাবে। যারা সঠিক পথে থেকে আলাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে এবং তাঁর চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করে তারা আল্ হ:াকিম বা বিচারক কর্তৃক পরকালে পুরস্কৃত হবে।

৩৫

৩৬

আল্ হ:াকীম

//AL-HAKEEM: **The All-wise.** // He is Allah_ the Creator, the Maker, the Giver of Form. To Him belong the Most Beautiful Names. Everything in the heavens and Earth glorifies Him. He is the Almighty, **the All-Wise**. (Surat al-Hashr, 59:24)

প্রজ্ঞাবান

☆ তিনি আলাহ্ - তিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রস্তুতকারক, আকৃতিদাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর। আকাশমন্ডলী আর পৃথিবীর সবকিছু তাঁর বন্দনায় রত। তিনি সর্বশক্তিমান, **সর্ব প্রজ্ঞাবান।** (সূর আল্ হ:াশ্র#৫৯:২৪)

আমাদের চারপাশের সবকিছু সৃষ্টির কিছু উদাহরণ পেশ করে। ছায়াপথ নিদৃষ্ট পথে অগ্রসর হয়। পৃথিবী নিদৃষ্ট অৰে ঘুরে। সাম্প্রতিক গবেষণা মতে জীব জটিল পদ্ধতিতে চলে। অতি ৰুদ্র ব্যষ্টিকবিশ্বও অতি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অর্জিত বহুমত্রিক জ্ঞান মহাবিশ্বের মসৃণ নক্সার অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

আধুনিক বিজ্ঞান নিত্তের সত্য আবিষ্কার করেছেঃ বিশ্বের শুর“ থেকে যা কিছু ঘটে চলছে এর সব কিছু ঘটছে সুনিদৃষ্ট পরিকল্পনায়। এ পরিকল্পনার এক পরিণতি হলো আজকের এ পৃথিবী ও এখানকার জীবন। এ সবের পরিপ্রেৰিতে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা সর্বোত্তম পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। সুতরাং, আমাদেরও দায়িত্ব হচ্ছে - এ মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে যে এক স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ক্রিয়াশীল সে সত্যকে স্বীকার করে নেয়া।

আমরা কত সব অনুগ্রহের মধ্যে বাস করি! তাই আমাদের ভাবা উচিৎ যে প্রতিটি বিষয় সৃষ্টির পিছনে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে রয়েছে। লৰ্য কর“ন, আমরা এমন এক গ্রহে বাস করি যা আমাদের সবার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এ একটি দিক ভাবলেই তো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে প্রত্যেকটি বিষয় সৃষ্টির পিছনে প্রজ্ঞা কাজ করছে। তাছাড়া, ক্বুরআান বলে ঃ

...“তুমি পরম পবিত্র! তোমার দেয়া শিৰা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নেই। তুমি সর্বজা“া। সর্ব প্রজ্ঞাবান।”

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:৩২)

বিশ্বাসী মানব মানবী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয়; অসৎ কাজ নিষেধ করে। ছ্বলাহ্ প্রতিষ্ঠা করে। দান খয়রাত করে। আলাহ্ ও তাঁর বার্তাবহদের অনুসরণ করে। আলাহ্ তাদের দয়া করবেন। আলাহ্ সর্বশক্তিমান। সর্ব প্রজ্ঞাবান।

(সূর আত্ তাওবাহ্#৯:৭১)

তোমার প্রতিপালক ওদের সমবেত করবেন। তিনি প্রজ্ঞাবান। সর্বজ্ঞানী। (সূর আল হি:জ্র্#১৫:২৫)

৩৭

আল্ হ:াক্ব

//AL-HAQQ: **The Truth**; The Real. // That is because Allah_ He is **the Truth**, and what you call upon besides Him is falsehood. Allah is the All-High, the Most Great. (Surah Luqman, 31:30)

সত্য; যথার্থ

☆ তার কারণ আলাহ্– তিনি **সত্য**। তাঁকে ব্যতীত যাদের ডাকো- সব মিথ্যা। আলাহ্ সর্বোচ্চ। আলাহ্ মহান।

(সূর লুকমাান#৩১:৩০)

বিশ্বে জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার বস্তু তৈরী করা হয়েছে। তেমনি পরিসর (স্পেস) ও সময় বা কালের (টাইম) ধারণাও তৈরী করা হয়েছে। যখন পরিসর ও সময় ছিলনা তখন অনঅস্তিত্ব থেকে মহাবিশ্ব আচমকা সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর মহাবিশ্বের মধ্যে পরিসর ও সময়ের ধারণা সৃষ্টি করা হয়। আমরা যদি সময়ের পিছনের দিকে ফিরে যেতে পারি; তবে বিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্ত কখনো অতিক্রম করতে পারিনা। এ মুহূর্ত বিশ্ব সৃষ্টির ১০ থেকে ৪৩ সেকেন্ড এর মধ্যে সীমিত। এ মুহূর্তের আগে পরিসর ও সময়ের ধারণা করা সম্ভব নয়।

এ মুহূর্তটি এমন একটি অবস্থা যখন পরিসর ও সময় অস্তিত্ববান ছিলনা। এ দু'ধারণা (পরিসর ও সময়) একটি বিষয় নিশ্চিত করে যে মানুষকে কোন নিদৃষ্ট কালে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সৃষ্টির কালের আগে পরিসর ও সময়হীনতা ছিল। তখনও আলাহ্ ছিলেন। তিনি পরিসর ও সময়ের ধারণার ঊর্ধ্বে। তাই তিনি চিরস্থায়ী। তাঁর অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। তাঁর ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন বা রদবদল নেই। তাঁর অস্তিত্বের বাইরের সব কিছু মরণশীল ও ধ্বংসের আওতায়। কুরআান বলে যে একমাত্র সত্য আলাহ্ ঃ

☑ **আলাহ্ অতি মহান। সত্য অধিপতি। ওহী নাযিল শেষ হওয়ার আগেই কুরআান পাঠে ত্বরা করোনা। বরং বলো ঃ " হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো।"**
(সূর ত্ব-হা#২০:১১৪)

☑ **...এ কারণে যে আলাহ্ সত্য। তিনি মৃতকে জীবন দান করেন। এবং তাঁর শক্তি সবার উপরে।**
(সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৬)

☑ **ঐ পরিস্থিতিতে একমাত্র নিরাপত্তা আলাহ্র। তিনি সত্য। তিনি সর্বোত্তম পুরষ্কার ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূর- আল্ কাহ্ফ#১৮:৪৪)**

আলাহ্র প্রশংসায় রসূল (ছ্-) বলতেন ঃ

তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাথে মিলিত হওয়া সত্য, বেহেশ্ত সত্য, এবং দোজখের আগুন সত্য। (সহীহ্ বুখ-রী)

৩৭

৩৮

আল্ খলিক

//AL-KHALIQ: **The Creator**. // Allah created every animal from water. Some of them go on thier bellies, some of them on two legs, and some on four. <u>Allah creates</u> whatever He wills. Allah has power over all things. (Surat an-Nur, 24:45)

স্রষ্টা

☆ আলাহ্ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক প্রাণী। তাদের কেউ পেটে ভর করে চলে। কেউ দু'পায়ে ভর করে চলে। কেউ ভর করে চলে চার পায়ে। আলাহ্ যা খুশী **সৃষ্টি** করেন। আলাহ্র ক্ষমতা সব কিছুর উপরে। (সূর আন্ নূর#২৪:৪৫)

আলাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা। মহাবিশ্বের বৃহৎ গ্যালাক্সি তাঁর সৃষ্টি। পৃথিবীর ক্ষুদ্র মৌমাছিও তাঁর সৃষ্টি। মৌমছিরা নিজেদের কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করে। কর্মী মৌমাছিরা বসবাসের জন্য কোঠা বানায়। কোঠায় বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে। সেখানে সার্বক্ষণিক সম তাপমাত্রা বজায় রাখে। এ ছাড়াও তারা ফুল থেকে পুষ্টিকর মধু খুঁজে আনে। অন্যদিকে, রানী মৌমাছি কোঠায় অবস্থান করে। প্রতি মুহূর্তে গোত্রীয় বহমানাত ধরে রাখে। শূঁককীট পূর্ণ মৌমাছিতে রূপান্তরিত হওয়ার আগে চার বার চামড়া বদলায়। মুককীট পর্যায়ের

শেষ দিকে তারা নিজকে আঁঠালো রেশম গুঁটিবদ্ধ রাখে। আর এ গুঁটিবদ্ধতা বা পর্দা এদের মাথাগুলোকে পানির স্পর্শ থেকে রৰা করে। যদিও মাথার পানির উপর পা দিয়েই পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছি উপরে ওঠে।

আমাদের পৃথিবীতে দু'ধরনের মাছি অর্থাৎ মৌমাছি ও ডাঁশমাছি বাস করে। অন্যান্য প্রাণীদের মতোই এদের জন্মকাল, বয়সকাল ও মৃত্যুকাল আলাহ্ নির্ধারণ করে রাখেন। তাদের জন্মের পর তাদের কতটুকু সময় বেঁচে থাকা প্রয়োজন তা আলাহ্ নির্ধারণ করে দেন এবং সে মোতাবেক তাদের প্রতি নির্দেশ জারী করেন। তাদের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যের সীমা তারা অতিক্রম করেনা। একই রকম ব্যবস্থাপনা ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (১২২ ডিগ্রী ফারেনহাইট) তাপমাত্রার মরুবালুতে বসবাসকারী টিকটিকির ৰেত্রে প্রযোজ্য। আবার -৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (-৫৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় মেরুঅঞ্চলে বসবাসকারী পেঙ্গুয়িনের অথবা সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে হাজার হাজার মিটার পানির নীচে বসবাসকারী স্পঞ্জ এর ৰেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আগে যারা ছিল তারাও একই নিয়মে জীবন যাপন করেছিল। সামনে যারা আসছে তারাও আলাহ্র নির্ধারণ মতেই জীবনধারা চালিয়ে যাবে। সুতরাং, কোন জীবন্ত প্রাণী কীভাবে জীবন অতিবাহিত করবে তা নিজেরা নির্ধারণ করতে পারেনা। কারণ, এ নির্ধারণ একমাত্র ঐ আলাহ্র হাতে যে আলাহ্র নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে।

মনুষ্য জীবন বৃহৎ জীবনের একটি ৰুদ্র অংশ মাত্র। এক ফোঁটা পানি থেকে আলাহ্ মানুষ বানিয়েছেন। আর তাদের জন্য একটি জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং কোন ব্যক্তি কখন জন্ম লাভ করবে; কখন মৃত্যু বরণ করবে; তার বার্ধক্য মাত্রা কেমন হবে বা কোন রোগ থেকে সে টিকে থাকবে অথবা কোন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবে তা একমাত্র স্রষ্টা আলাহ্ই নির্ধারণ করতে পারেন। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ তাঁর এ নির্ধারণ বদলাতে পারেনা। সব কিছুর উপর তাঁর নজিরবিহীন ৰমতা সম্পর্কে আল্ ক্বুরআনে বলা হয় ঃ

- ☑ **তিনি আকাশ ও মাটির স্রষ্টা। তাঁর সন্তান হবে কী করে? তাঁর তো স্ত্রী নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, সবকিছু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান রয়েছে। (সূর আল্ আন্য়ঃাম#৬ঃ১০১)**
- ☑ **বলো ঃ " কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? " বলো ঃ " আলাহ্।" বলো ঃ " তবে তোমরা কেন আলাহ্র বদলে অপরকে অভিভাবক করছো? ওরা তো নিজদেরও কোন উপকার কিংবা ৰতি করতে পারেনা! " বলো ঃ " অন্ধ ও চৰুষ্মান কি সমান? অন্ধকার ও আলো কি এক? " অথবা ওরা কী এমন কাউকে আলাহ্র অংশীদার বানিয়েছে– যারা আলাহ্র সৃষ্টির মতোই ওদের সৃষ্ট? নানা সৃষ্টি কি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে? বলো ঃ " প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা আলাহ্ । তিনি এক। সর্ব বিজয়ী।" (সূর আর্ রয়্ঃদ্#১৩ঃ১৬)**
- ☑ **ওরা ওদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে ঃ " তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাৰ্য দিচ্ছ?" জবাবে তারা বলবে ঃ " আলাহ্ অন্যান্যদের মতো আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; আর তাঁর নিকটই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (সূর ফুস্সীলাত#৪১ঃ২১)**

৩৯

আল্ হ:ালীম

//AL-HALEEM: The All-Clement; **The Lenient**. //Those of you who turned their backs on the day the two armies' clashed_ it was Satan who made them slip for what they had done. But Allah has pardoned them. Allah is Ever Forgiving, **Lenient**. (Surah Al 'Imran, 3:155)

ৱমাশীল, সহনশীল

☆ যেদিন দু'দল সেনা মখোমুখী হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল- তাদের কৃতকর্মের জন্যই শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল । অবশ্য আলাহ্ তাদের ৱমা করেছেন । আলাহ্ চির ৱমাশীল । পরম **সহনশীল** ।
(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:১৫৫)

আলাহ্ নিজস্ব পরিকল্পনা থেকে মানব জাতির উদ্দেশ্যে সর্বশেষ যে ন্যায় বা আইন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার নাম আল্ ক্বুরআান । উক্ত আসমানী গ্রন্থ এখন পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রয়েছে । কারণ, আলাহ্ ক্বুআান সংরৱণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রৱা করেন । কিভাবে আলাহ্র দাসত্ব করতে হবে, কি কি বিষয় অনুমোদিত, কি কি বিষয় নিষিদ্ধ, তার ব্যাখ্যা এ ক্বুরআানে করা হয়েছে । যারা আলাহ্র দয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে । সেখানে সারা জীবন থাকবে । এর বিপরীতে, যারা আলাহ্ থেকে ঘুরে দাঁড়ায় তারা দোজখে প্রবেশ করবে । সেখানে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে ।

এ বাস্তবতা জানা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ক্বুরআানকে অশ্রদ্ধা করে । দূরে সরিয়ে রাখে । কেউ কেউ জীবনেও ক্বুরআান খুলে দেখেনা । আলাহ্র আয়াতকে উপেৱা করে; পার্থিব জীবনের আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে । মৃত্যুর পরে বা পরকালে যে তাকে কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে সে কথা নিয়ে আদৌ চিন্তিত হয়না । তারা আলাহ্ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে । আলাহ্ যেমন আশা করেন তেমন আচরণ করেনা । নিজ সম্পদ অন্যের জন্য ব্যয় করেনা । অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যায়না । অধিকন্তু, আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান করা হলে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করে । তাদের খুব কম লোকেরই ঈমাান আছে । তাদের খুব কম সংখ্যক লোক আলাহ্র আদেশ পালন করে ।

এতসব বিষয়ে আলাহ্র প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করলে আমরা তাঁর অসীম করুণা ও দয়ার কথা অনুমান করতে পারি । যদিও অবিশ্বাসীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ন্যায়ধর্ম থেকে দৃষ্টি দূরে সরায় এবং আলাহ্র সীমা অতিক্রম করে । তবুও তিনি তাদেরকে তৎৱনাৎ শাস্তি প্রদান করেননা । উপরন্তু, তিনি নানান অনুগ্রহ দান করেন । প্রাচুর্যময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেন । মূলত, এ উদ্দেশ্যে সময় মঞ্জুর করেন যাতে তারা উক্ত সময়ের মধ্যে প্রকৃত সত্য বুঝতে পারে ও সরল পথে ফিরে আসতে পারে । ফলশ্রুতিতে, তাঁর ৱমা পেতে পারে । আলাহ্র অসীম করুণার আরো একটা নিদর্শন হল ইসলাম পালন সহজ করে দেয়া । এছাড়া, আল-

াহ্ ভ্রমশীলতা বা ভুল কাজের জন্য বান্দার উপর কোন দায় চাপাননা। অনুরূপ ভাবে অন্ধ, খোঁড়া বা অসুস্থের প্রতিও কোন দায় আরোপ করেননা। তিনি তাঁর প্রতি ধৈর্যশীল হওয়ার ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মানুষকে শিৰা দিয়ে তাদের ভার লাঘব করেন। এ সব উদাহরণ একদিকে আলাহ্র অসীম কর"ণা ও দয়া বুঝার জন্য এবং অন্যদিকে অবিশ্বাসীদের অব্যাহত অকৃতজ্ঞতা বুঝার জন্য যথেষ্ঠ।

আমাদের আরও একটি বিষয় সার্বৰণিক খেয়াল রাখতে হবে - আলাহ্ এ জগৎ ও পর জগত অর্থাৎ উভয় জগতের সর্বোচ্চ ন্যায় বিচারক। তিনি মানুষকে সর্বোত্তম ভাবে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। তাঁর এ গুণ বিভিন্ন আয়াতে প্রতিফলিত হয় ঃ

তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আলাহ্ তোমাদের দায়ী করবেননা। কিন্তু তিনি তোমাদের দায়ী করবেন তোমাদের অ"ঁরের শপথের জন্য । আলাহ্ ৰমাশীল। সহনশীল।
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২২৫)

সপ্ত আকাশ ও ধরিত্রী আর এদের মধ্যের প্রত্যেকে আলাহ্র মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁকে প্রশংসায় সিক্ত করেনা। কিন্তু তোমরা তাদের প্রশংসা অনুধাবন করতে পারোনা। তিনি সহনশীল। চির ৰমাশীল। (সূর আল্ ইস্র-#১৭:৪৪)

আলাহ্ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সংররণ করেন। বিলুপ্ত হওয়া থেকে ররা করেন। এরা স্থানচ্যুৎ হলে কে এদের সংররণ করবে? নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীল। ৰমাপরায়ণ। (সূর ফাত্বির#৩৫:৪১)

৪০

আল্ হ:ামীদ

//AL-HAMEED:**The Praiseworthy.** // He sends down abundent rain, after they have lost all hope, and unfolds His mercy. He is the Protector, **the Praiseworthy**. (Surat ash-Shura, 42:28)

সর্ব প্রশংসাযোগ্য

☆ তারা নিরাশ হলে তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন। আর তাঁর কর"ণা বি"ার করেন। তিনি অভিভাবক। **সর্ব প্রশংসাযোগ্য**।
(সূর আশ্ শূর-#৪২:২৮)

আলাহ্র নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করতঃ গাছ-পালা ও পশু-পাখী তাঁর গুণ কীর্তণ করে। মহাসমুদ্রে কোন মাছ বা মর"ভূমিতে কোন ক্যাকটাস্ গভীর কৃতজ্ঞতায় আলাহ্ নির্ধারিত জীবন উপভোগ করে। তাদের অস্ি"ত্বের জন্য আলাহ্র দেয়া ব্যবস্থাপনাই আলাহ্র মর্যাদাকে উর্ধ্বে স্থাপন করে। আকাশ ও পৃথিবীর যতকিছু, যেমন– টন টন পরিমাণ পানির সমুদ্র, হাজার হাজার মিটার উচ্চতার পর্বতশৃঙ্গ, আসমানে বৃষ্টিময় মেঘমালা,

বজ্রনিনাদ ইত্যাদি আলাহ্‌র গৌরব করে। আবার এ সব সৃষ্টি আলাহ্‌র অপরিসীম জ্ঞান ও ৱমতা প্রকাশ করে। এত কিছুর পরও অনেকে তাঁর মর্যাদা বুঝতে ব্যর্থ হয়। যেমন, আলাহ্‌ বলেন ঃ

সপ্ত আকাশ ও ধরিত্রী আর এদের মধ্যের প্রত্যেকে আলাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁকে সিক্ত করেনা প্রশংসায়। কিন্তু তোমরা তাদের প্রশংসা অনুধাবন করতে পারোনা। তিনি সহনশীল। চির ৱমাশীল। (সূর আল্‌ ইস্‌র#১৭:৪৪)

অন্যদিকে, বিশ্বাসীগণ মহাপ্রশংসিত আলাহ্‌র মহত্ত্ব অনুভব করতে পারে। তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা প্রকাশ করতে পারে। তাঁর অনুগ্রহ ও কর"ণার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে। কারণ, তারা জানে যে আলাহ্‌ কৃতজ্ঞ বান্দাদের পছন্দ করেন। আলাহ্‌ নিম্নরূপ নির্দেশন দেন ঃ

আকাশ ও পৃথিবীতে যতকিছু আছে সবই আলাহ্‌র। তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দিয়েছি তাদের নির্দেশন দিয়েছি। আর তোমাদের আলাহ্‌ভীতি (ও আলাহ্‌ সচেতন) থাকতে হবে। তোমরা বিশ্বাস নাকরা স্বত্ত্বেও আকাশ ও মাটির সব কিছুর মালিক আলাহ্‌। আলাহ্‌ অভাবমুক্ত। সবার প্রশংসাভাজন। (সূর আন্‌ নিসা#৪:১৩১)

মূসা বললো ঃ " যদি তোমরা ও পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ হও; আলাহ্‌ ধনবান– সকল প্রয়োজনীয়তার উর্দ্ধের। মহা প্রশংসাযোগ্য।"
(সূর ইব্‌রহীম#১৪:৮)

যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ– তা সত্য। আর তা মহা প্রশংসাভাজন ও সর্বশক্তিমানের পথ নির্দেশ করে।
(সূর সাবা#৩৪:৬)

৪১

আল্‌ হ:াসীব

//AL-HASEEB: **The Reconer.** //Those who conveyed Allah's Message and had fear [and awareness] of Him, fearing no one except Allah. Allah suffices as a Reconer. (Surat al-Ahzab, 33:39)

হিসাব গ্রহণকারী

☆ তারা আলাহ্‌র বার্তা প্রচার করতো; তাদের আলাহ্‌ ভীতি (ও আলাহ্‌ প্রীতি) ছিল। তারা আলাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করতোনা। আর আলাহ্‌ সর্বোত্তম **হিসাব গ্রহণকারী**।
(সূর আল্‌ আহ:জ:াব#৩৩:৩৯)

আলাহ্‌ আমাদের সৃষ্টি করেন। তিনি আমাদেরকে মায়ের গর্ভে রেখে এমন যত্নসহকারে সৃষ্টি করেন যে আমরা একেক জন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি হয়ে গড়ে উঠি। আমরা যখন গর্ভে অসচেতন ছিলাম তখন আলাহ্‌ আমাদের খাইয়েছেন; বাঁচিয়ে রেখেছেন; সব শেষে জন্ম দিয়েছেন। গর্ভে থাকা আমাদের সেই নয় মাস সময় বা"বিকই অন্ধকারে ঢাকা। কারণ, সে অলৌকিক সময়ে আসলে আমাদের কি ঘটেছিল - আমরা জানিনা।

আমাদের গর্ভধারিণী মা ও জানেননা। তখনকার সে সব ঘটনা একমাত্র আলাহ্ জানেন। সেল বা কোষ থেকে জীবনের শুর"; অতঃপর পৃথিবীর জীবন; পৃথিবীর জীবন শেষে মরণ। আমাদের জীবনে শুর" থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা একমাত্র আলাহ্র হিসাবে বা জ্ঞানে আছে।

আলাহ্ প্রতিটি মানুষের কাজ ও চিন্তা দেখেন এবং মনে রাখেন। তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। সংৰেপে বললে, তিনি সবার আত্মার নিয়ন্ত্রক।

মানুষ নিজের কথা ও নিজকৃত কাজের কথা ভুলে যায়। তাদের অভিজ্ঞতা মলিন স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়। উদাহরণ, এক দশক আগে ঘটে যাওয়া অনেক কিছু আজ অর্থহীন মনে হতে পারে। এমনও হতে পারে, জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতা আমাদের মন থেকে মুছে গেছে! কিন্তু সকল হিসাব আলাহ্র কাছে রয়েছে। বিচারের দিন তিনি আমাদেরকৃত ভাল মন্দ কাজের মুখোমুখী করবেন। সুতরাং, আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের সকল হিসাব তাঁর নিকট রয়েছে। আলাহ্ নিজকে আল্ হ়াসীব বা হিসাবকারী নামে আমাদের নিকট পরিচিত করেন ঃ

অতঃপর তাদের সত্য প্রভুর নিকট তারা পত্যানীত হয়। কর্তৃত্বের মালিক তিনি। তিনি সর্বাপেৰা ত্বরিত হিসাবকারী।
(সূর আল্ আন্‌য়়াম#৬ঃ৬২)

বিয়ের যোগ্য নাহওয়া পর্যন্ত ইয়াতীমদের যাচাই করবে। অতঃপর যদি বিবেক-বুদ্ধি পরিলৰিত হয়– তবে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে তাড়াহুড়া করে তাদের সম্পদ ভোগ করোনা। ধনীরা এ সম্পত্তি আত্মস্যাৎ থেকে একেবারে দূরে থাকবে। গরীবরা সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। তাদের সম্পদ যখন হস্তান্তর করবে তখন তাদের পৰে সাৰী রাখবে। আর হিসাব গ্রহণে আলাহ্ পর্যাপ্ত। (সূর আন্ নিসাা#৪ঃ৬)

৪১

৪২
আল্ হায়়্য

// AL-HAYY: **The Living.** // He is **the Living**_there is no deity but Him_so call upon Him, making your religion sincerely His. Praise be to Allah, the Lord of all the worlds.
(Surah Ghafir, 40:65)

চিরঞ্জীব; ক্লান্তিহীন

☆ তিনি **চিরঞ্জীব**। কোন দেবতা নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং, তাঁকে ডাকো; তাঁর একান্ত করে লও তোমার ধর্মকে। সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক আলাহ্র সমস্ত প্রশংসা।
(সূর আল্ মুঅ্মিন#৪০ঃ৬৫)

আমরা স্বভাবগত ভাবে অতীব দুর্বল। তাই বাস্তবে বড় কিছু করতে পারিনা। জন্মের ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের সার্বৰণিক যত্নে রাখা হয়। সে সময় বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির লৰ্যে আমরা শিৰা

অর্জনে ব্যস্ত থাকি। অতঃপর শারীরিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, ঘুম, বাসস্থান ইত্যাদি) মেটানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পিছনে সময় ব্যয় করে থাকি।

এ জীবনের চার ভাগের এক ভাগ সময় কেটে যায় ঘুমে । ঘুম ঠেকানোর জন্য যতই চেষ্টা করিনা কেন বেশী সময় ঠেকিয়ে রাখতে পারিনা। আমাদের স্নায়ু তন্ত্রের উপর ঘুমের অভাব এমন চাপ সৃষ্টি করে যে তখন আমরা অন্য কোন বিষয়ে আর মনোযোগী হতে পারিনা। অধিকন্তু, আমাদের স্মৃতি শক্তি ও শারীরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় নির্ঘুম থাকলে মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

সকল সৃষ্টিই ভঙ্গুর। আলাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি চির জীবন্ত। তিনি প্রতি মুহূর্তে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সব কিছুর খবর রাখেন। সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা বিদ্যমান। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করেনা। সব ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি নানা দুর্বলতা আরোপ করেন এবং নানা দুর্বলতা বুঝতে সক্ষম করেন। নিজ দুর্বলতা বা ঘাটতি মেটানোর জন্য বান্দাদেরকে আলাহ্র নিকট কত কিছু যাচনা করতে হয়! আমাদের এ স্বভাবজাত দুর্বলতার কারণে আমরা প্রভুমুখী হই। তিনি না চাইলে আমরা যে একমুহূর্তও টিকে থাকতে পারিনা; সে সত্য সম্পর্কেও সজাগ হই। আলাহ্র শক্তিমত্তা বা ক্লান্তিহীনতার গুণ সম্পর্কে আনেক আয়াত রয়েছে ঃ

আলাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। (সূর আালি য়িःমর-ন#৩:২)

তুমি ভরসা করো সে চিরজীবন্তের উপর । যার মৃত্যু নেই। তাঁকে প্রশংসায় মাহমান্বিত করো। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূর আল্ ফুরক্ব-ন#২৫:৫৮)

চিরঞ্জীবের সামনে সবার মাথা নত হবে। তিনি সর্বসত্তার ধারক। যে পাপে ভারী হবে সে অকৃতকার্য হবে।

(সূর ত্ব-হা#২০:১১১)

৪৩

আল্ ক্বাবিদ্ব

//AL-QABIDH: The Seizer; **The Restricter**. // Is their anyone who will make Allah a generous loan so that He can multiply it for him many times over? Allah both restricts and expands. And you will be returned to Him. (Surat al-Baqara, 2:245)

জব্দকারী; সীমিতকারী

☆ এমন কেউ আছে যে আলাহ্কে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) দেবে? অতঃপর আলাহ্ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। তিনি **সীমিত** ও সম্প্রসারিত করেন। তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যানীত হবে।
(সূর আল্ বাক্বরহ#২:২৪৫)

আলাহ্ সবকিছুর সার্বভৌম মালিক। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুর চাহিদা মেটানোর মত পার্থিব পরিবেশ নির্ধারণ করেছেন। তাই যে আকারে বা প্রকারে থাকুকনা কেন সব সম্পদের মালিকানা একমাত্র আলাহ্র। এ জীবনে তিনি সবাইকে সমান সম্পদ দেননি। ধনী গরীব সবার মনে রাখতে হবে যে তিনি নিজ অনুগ্রহে সম্পদ দেন এবং সব সম্পদ তাঁর মালিকানায় রয়েছে।

আলাহ্ মানুষকে সম্পদ দিয়ে পরীৰা করেন। তারা কিভাবে সম্পদ ব্যয় করে তা তিনি দেখে থাকেন। সম্পদ প্রাপ্তরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হোক তাও তিনি আশা করেন। অন্যদিকে কারো কারো সম্পদ জব্দ করে বা কারো সম্পদ সীমাবদ্ধ করেও পরীৰা করেন। ফলে, প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়ায় যে সম্পদ থাকা না থাকা দু'টোই আলাহ্র পরীৰা। এদ্বারা তিনি দেখেন বান্দা কি ইহজীবন নাকি পরজীবন প্রত্যাশা করে ঃ

☑ **সুতরাং, তোমরা যথাসাধ্য আলাহ্য় ভীত (ও সতর্ক) থাকো। শোন, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো; তোমাদের নিজ নিজ কল্যাণের জন্য ব্যয় করো। যারা নিজ অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারা কৃতকার্য। আলাহ্কে তোমরা উত্তম ঋণ দাও; তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন তোমাদের জন্য । আর তোমাদের ৰমা করে দিবেন।... (সূর আত্ তাগ্ব-বুন৬৪:১৬-১৭)**

এ জাগতিক জীবনে আলাহ্ অনেক আত্মিক অনুগ্রহ দান করে থাকেন। যখন ইচ্ছা হয় তিনি এ অনুগ্রহের বাস্তবতা পরীৰা করেন। অন্যদিকে অবিশ্বাসীদের জেদের প্রতিদানে তাদেরকে যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা দিয়ে থাকেন। এ রকম পরিস্থিতে পড়ে মানুষের ভাবা উচিৎ আলাহ্ যেন তাদের বিপদাপদ ও যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তবে, আলাহ্ যেমন নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত করেন তেমনি তিনি সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধিও করে থাকেন। অকপট বান্দার মন যদি তাঁর দিকে সাহায্যের আশায় তাকায় তবে তিনি তাকে সাহায্য, প্রশান্তি ও স্বস্তি দান করেন। তিনি স্নেহ-মমতা দিয়েই তাদের সাহায্য করেন এবং তাদের কাজকে সহজ করে দেন। ক্বুরআনে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে একমাত্র প্রভুর স্মরণ বান্দার মনে প্রশান্তি দান করে ঃ

☑ **তারা বিশ্বাস স্থাপন করে; আলাহ্ স্মরণে প্রশান্ত তাদের মন। একমাত্র আলাহ্র স্মরণ হৃদয়ে প্রশান্তি আনে।**

(সূর আর্ রয়্:দ্#১৩:২৮)

৪৪
আল্ ক্বাবিল

//AL-QABIL: **The Acceptor of Repentance.** // He accepts repentance from His servants, pardones evil acts, and knows what they do.
(Surat ash-Shura, 42:24)

অনুশোচনা গ্রহণকারী

☆ তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে **অনুশোচনা গ্রহণ করেন**। তাঁদের পাপ ৰমা করে দেন। আর তারা কী করে তাও তিনি জানেন। (সূর আশ্ শূর-#৪২:২৫)

মানব জাতি প্রতিনিয়ত বিরাট ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে। কারণ, আমাদের জীবনের জন্য যে পরিবেশের দরকার সামান্য সময়ের জন্য তা বন্ধ করে দেয়া হলে আমরা আর টিকে থাকতে পারিনা। তবুও কিছু অকৃতজ্ঞ মানুষ আলাহ্র প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও গর্বপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে। যেমন, নিম্নের আয়াত ইঙ্গিত করে ঃ

☑ **আমরা আসমান, জমিন এবং পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলাম। তারা শংকিত হয়েছিলো। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করলো। তারা ভুলকারী ও অজ্ঞ।**
(সূর আল্ আহ:জ:াব#৩৩:৭২)

আলাহ্ মানুষের স্বভাবজাত এ পাপ প্রবণতা সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন যে মানবজাতি ভ্রমশীল, অজ্ঞ এমনকি অকৃতজ্ঞ! তবুও তিনি তাদের প্রতি সদয় ও ৰমাশীল। তাঁর সদয়তা দিয়ে তিনি মানুষকে পাপ মোচনের পথ দেখান। এ পথ হল 'তাওবা' বা অনুশোচনার পথ।

তাওবা বা অনুশোচনার মাধ্যমে নিজকে শুদ্ধ করার জন্য আলাহ্ মানুষকে অসংখ্য সুযোগ দেন। আমরা যত অন্যায় করিনা কেন অকপট বা খাঁটি অনুশোচনার দ্বারা এবং তাঁকে ভয় ও মান্য করার দ্বারা সব পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

আলাহ্র এ গুণ বুঝিয়ে দেয় যে আলাহ্ মানুষের প্রতি অতীব দয়াবান ও ৰমাশীল। আলাহ্ যেহেতু কারও উপর নির্ভরশীল নন সেহেতু তিনি কাউকে ৰমা নাকরলেও তাঁর কোন ৰতি নেই। কিন্তু তাঁর অসীম দয়ার কারণে তিনি বিবেচনা করেন যে মানুষের দয়া বা ৰমার বড় প্রয়োজন। তাই তিনি তাদের এ শুভ সংবাদ দেন যে তিনি তাওবা বা অনুশোচনা গ্রহণকারী। তিনি যে কোন অকপট লোকের তাওবা কবুল করবেন বা অনুশোচনা গ্রহণ বা মঞ্জুর করবেন। যেমন, ক্বুরআান বলে ঃ

☑ **ওরা কি জানেনা– আলাহ্ তাঁর বান্দাদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন? দান (বা সাদাকা) স্বীকার করেন। আলাহ্ সর্বোচ্চ প্রতিদানকারী। পরম দয়াশীল। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:১০৪)**

৪৫
আল্ ক্বদী

//AL-QADEE: The Ruler; **He Who Completes His Task.** // The Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it: "Be!" and it is.
(Surat al-Baqara, 2:117)

শাসক; কর্ম সমাপ্তকারী

☆ তিনি আকাশ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক। যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে **বলেন- 'হও'**, তৎৰণাৎ তা সৃষ্টি হয়। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১১৭)

আলাহ্ অসীম ৰমতাধর। আলোচ্য আয়াত বলে যে যখন তিনি কোন কিছু চান তখন বলেন 'হও'। অমনি তা হয়ে যায়। সন্দেহ নেই যে আলাহ্র এ রূপ তাঁর বিশালতা ও মহাবিশ্বের উপর তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণশীলতা প্রকাশ করে।

মানব জাতির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান মতে সমস্ত কিছু কারণ-ফল বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে আবদ্ধ। উদাহরণ– মাধ্যাকর্ষণের কারণে সব কিছু স্থির থাকে। জলরাশি ভাসিয়ে রাখার কারণে জাহাজ ভেসে থাকে। কিন্তু আলাহ্ এ রকম কারণ ও প্রতিক্রিয়ার সূত্রাবদ্ধ নন। কেননা, তিনি সকল কারণ তৈরী করেন এবং একটি নিদৃষ্ট নিয়মের আওতায় ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সূত্র দ্বারা তিনি তাঁর বান্দারা প্রকৃত বান্দা কিনা তা পরীক্ষা করেন। তবে আবারো বলবো যে তিনি কোন কারণ বা নিয়ম ছাড়াও কোন কিছু অতি সহজে সৃষ্টি করতে পারেন। ক্বুরআানে আলাহ্ তাঁর কিছু অদ্ভুৎ কান্ড সম্পর্কে আমাদের বলেন। যেমন– পিতা ছাড়া য়ীসাা (য়:া) নবীকে সৃষ্টি করণ ঃ

☑ **সে বললো ঃ " হে আমার প্রভু! আমি কি ভাবে সন্তানের মা হবো? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি!" তিনি বললেন ঃ " এভাবেই।" আলাহ্ যা খুশী সৃষ্টি করেন। যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন- 'হও', তৎক্ষণাৎ তা সৃষ্টি হয়। (সূর আালি য়িঃমর-ন#৩ঃ৪৭)**

আলাহ্ আমাদের অবহিত করেন যে তিনি যদি 'হও' বলেন তবে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যা খুশী হতে পারে। এ কথার মানে হলো আলাহ্র অসীম ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বিশ্বের মালিক। তাই তিনিই এর শাসক। তিনি মানব জাতিকেও শাসন করেন। যেমন, ক্বুরআানে বিভিন্ন আয়াতে তিনি বলেন ঃ

☑ **আলাহ্র দৃষ্টিতে য়ীসাা সৃষ্টি আদম সৃষ্টির মতো। তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেন। অতঃপর তাকে বলেন ঃ "হও!" তখন তিনি সৃষ্টি লাভ করেন। (সূর আালি য়িঃমর-ন#৩ঃ৫৯)**

☑ **তিনি আসমান জমিন সত্য দিয়ে তৈরী করেছেন। যেদিন তিনি বললেন "হও!" তৎক্ষণাৎ হলো। তাঁর বাণী সত্য। শিঙ্গা বাজানোর দিন রাজত্ব হবে তাঁর। তিনি অদৃশ্যের ও অগোচরের জান্তা। তিনি সকল প্রজ্ঞার অধিকারী। সকল চেতনের মালিক। (সূর আল্ আন্‌য়:াম#৬ঃ৭৩)**

☑ **তাঁর বিষয়টা এমন– যখন কোনকিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তাকে বলেন ঃ "হও!" অমনি তা হয়ে যায়। (সূর ইঃয়াসীন#৩৬ঃ৮২)**

☑ **তিনি জীবন দান করেন। তিনি মৃত্যু দান করেন। যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন- 'হও', তৎক্ষণাৎ তা সৃষ্টি হয়।**

(সূর আল্ মু'মিন#৪০ঃ৬৮)

৪৫

৪৬

আল্ ক্বদীম

//AL- QADEEM: **The Giver of Advance Warning**. // He will say: "Do not argue in My presence when I gave you advance warning of Threat." (Surah Qaf, 50:28)

পূর্ব সতর্ককারী

☆ তিনি বলবেন ঃ " আমার সামনে বাক-বিতন্ডা করোনা। আমি তো তোমাদেরকে **পূর্বে সতর্ক করেছি**।"
(সূর ক্ব–ফ্#৫০ঃ২৮)

শ্রেষ্ঠ বিচারক আলাহ্। তিনি নিজ পরিচয় ও অভিপ্রায় অবহিত করার জন্য মানবজাতির নিকট যুগে যুগে বার্তাবহ বা নবী প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের নিকট যুগে যুগে আইন বা ন্যায় গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। নবীগণ যাতে উক্ত গ্রন্থ যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে পারেন সে জন্য তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় তীক্ষ্নবুদ্ধি দান করেছেন। আলাহ্র প্রেরিত গ্রন্থ অনুযায়ী মানুষ যাতে সঠিক ভাবে তাঁর উপাসনা করতে পারে; সঠিক ভাবে নৈতিকতা চর্চা করতে পারে এবং সঠিক পথে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে নবীদের প্রেরণ করেছেন। আলাহ্ আমাদেরকে কিছু অদৃশ্যের অগ্রীম জ্ঞানও দান করেছেন।

যেমন ঃ- মৃত্যু যেকোন সময় হাজির হতে পারে, মৃত্যুঘন্টা নিকটবর্তী হচ্ছে, বিচারের দিন কোন লোকের কৃতকর্মের হিসাব দিতে বিলম্ব হবেনা বা কারো হিসাবে সামান্যতম ভুল হবেনা। তিনি আরও জানান যে আলাহ্ অস্বীকারকারীদেরকে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে।

আলাহ্ পূর্ব সতর্ককারী। তিনি মানব জাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ ক্বুরআান প্রেরণ করেছেন। **" নিশ্চয় এটা স্মরণিকা, যে চায় এর প্রতি মনোযোগী হতে পারে।"** (সূর য়:াবাছা# ৮০:১১-১২)। অর্থাৎ আলাহ্ বলেন যে আমরা ক্বুরআান থেকে শিৰা নিতে পারি এবং সঠিক পথ প্রদর্শিত হতে পারি। এ ছাড়া, যারা অকৃতজ্ঞ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কেও আলাহ্ ক্বুরআানে বর্ণনা করেন; যাতে আমরা পূর্ব সতর্ক হতে পারি। আমরা যাতে এ বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর প্রতি সত্যিসত্যি মনোযোগী হই তিনি সে প্রত্যাশা করেন। আলাহ্ যেমন সতর্ক করেন ঃ

যারা সত্য ত্যাগ করে; বিলাসী জীবন ভোগ করে; ওদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আর কিছু সময়ের জন্য তোমরা সহ্য করো। আমাদের নিকট শৃংখল ও জ্বলন্ত আগুন রয়েছে। আর এমন খাদ্য রয়েছে যা গলায় আটকে যায়। রয়েছে কঠিন শাস্তি। সেদিন পৃথিবী, পাহাড় ও পর্বৎ কম্পমান হবে; চলমান বালুরাশিতে পরিণত হবে । তোমাদের সাৰী হওয়ার জন্য আমরা বার্তাবহ প্রেরণ করেছিলাম। যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফিরউনদের নিকট। ফিরউন তাকে অস্বীকার করেছিল। ফলে, তাকে কঠিন শাস্তিতে আবদ্ধ করেছি। তোমরা অবিশ্বাসী হলে- যেদিন তরুণকে বৃদ্ধ বানাবে, আকাশকে ছিন্ন-বিছিন্ন করবে, সেদিন, তোমরা কীভাবে নিজদের রৰা করবে? নিশ্চয়ই, তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। প্রকৃত অর্থে এ এক অনুসরণিকা। সুতরাং, যে চায় তার প্রতিপালকের পথ অনুসরণ করুক।
(সূর আল্ মুজ:ামিম্মল#৭৩:১১-১৯)

উপারিউক্ত আয়াত আমাদের জানিয়ে দেয়, **"যে কেউ ইচ্ছা করলে আমাদের প্রভুর পথ অনুসরণ করতে পারে।"** যা হোক, যারা বিপরীত দিকে মুখ করবে তারা ভয়ানক শাস্তিতে পতিত হবে। কেননা, আলাহ্ তাঁর ঘোষিত সতর্কবাণী অনুযায়ী সর্বোত্তম রায় দিয়ে থাকেন।

৪৭
আল্ ক্ব-দীর

//AL-QADEER: **The Powerful**. // Among His Sings is that you see Earth lay bare and then, when We send down water on it, it quivers and swells. He Who gives life to the dead. Certainly He has power over all things. (Surah Fussilat, 41:39)

শক্তিমান

☆ তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি- তুমি পৃথিবীকে ঊষর দেখ। অতঃপর আমরা যখন বৃষ্টি প্রেরণ করি, তখন ওটা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি মাটিকে জীবন দেন তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই সবার উপরে তাঁর শক্তি।
(সূর ফুস্সীলাত#৪১:৩৯)

আলাহ্ অনেক আয়াতে বলেন যে তিনি কোন কিছু আশা করলে শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। কখন কোন পাতাটি পড়বে, কখন কোন নারী বা কোন প্রাণী গর্ভবতী হবে আর মহাবিশ্বের কোথায় কখন কী ঘটবে বা ঘটে চলে - একমাত্র আলাহ্ জানেন। তিনি চাইলে অবিশ্বাসীদের পরিবর্তে নতুন জাতি প্রতিস্থাপন করতে পারেন। তিনি যাকে ইচ্ছা অঢেল সম্পদ দিতে পারেন আবার যে কারোর অঢেল সম্পদ তুলে নিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নির্ধারিত কৌশলে মাটিকে নিষ্ফলা ও শুষ্ক করে দিয়ে অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে কেউ তা ঠেকাতে পারেনা। কারণ, তাঁর শক্তি অপ্রতিরোধ্য, অপরিসীম, তিনি শক্তিমান। যেমন, নিম্নের পংতিগুলো বলে ঃ

এরা কি পৃথিবী ঘুরেনি; পূর্ববর্তীদের শেষ পরিণাম দেখেনি? শক্তিতে তারা ছিল এদের চেয়েও বলশালী। তবে আসমান ও জমিনের কোথাও কেউ আলাহ্কে ব্যর্থ করতে পারেনা। তিনি সর্বজ্ঞাতা। সর্বশক্তিমান। (সূর ফাাত্বির#৩৫:৪৪)

না! উদয়চলসমূহ ও অস্তাচলসমূহের প্রভুর শপথ! ভালদের দিয়ে বদল করার শক্তি আমাদের রয়েছে। তাতে আমরা ব্যর্থ হবোনা। (সূর মায়ঃারিজ#৭০:৪০-৪১)

তিনি যেমন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়দেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন তেমনি অকপট বিশ্বাসীদেরকে ৱমা করে থাকেন। আমরা ক্বুরআানের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর ৱমতার নানান নিদর্শন পাই। তাঁর আল্ ক্বদীর বা শক্তিমান নামের গুণে তাঁর অকপট বান্দাদেরকে যে কোন আপদ-বিপদ থেকে সদা সর্বদা উত্তোরণের পথ করে দেন। তিনি নবী ইব্রহীম (য়:া) আগুনের কুন্ডলী থেকে রৰা করেন; ইউ্সুফ (য়:া)কে কুয়া থেকে উদ্ধার করেন; নবী ই:য়ূনুস (য়:া) কে মাছের অন্ধকার পেট থেকে রেহাই দেন। অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধ বয়ষ্ক নবী জ:াকারিয়াা (য়:া) ও তাঁর বৃদ্ধা বন্ধা স্ত্রীকে সন্তান দান করেন। এ সব ঘটনার মাধ্যমে তাঁর শক্তি বা ৱমতার রূপ প্রদর্শন করান। সুতরাং, তিনি আল্ ক্বদীর শক্তিমান বা ৱমতাবান। তিনি তাঁর নবীদের ও বিশ্বাসীদের ভরসা ও বিশ্বাসের মর্যাদা দান করেন। তিনি সর্বকাল জুড়ে তাদেরকে অসীম সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন।

৪৮
আল্ কাফি

//AL-KAFI: **The Sufficient One.** // Is Allah not sufficient for His servant? Yet they try to scare you with others apart from Him. If Allah misguides someone, he has no guide. (Surat az-Zumar, 39:36)

যথেষ্ঠ; পর্যাপ্ত

☆ আলাহ্ কি তাঁর বান্দাদের জন্য **যথেষ্ঠ** নন? অথচ এরা তাঁর বদলে অন্যের ভয় দেখায়! আলাহ্ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূর আজ: জু:মার#৩৯:৩৬)

আলাহ্তে যার বিশ্বাস বা ঈমাান পরিপূর্ণ নয় - সে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে, মানুষকে, এমনকি কোন ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাণীকে ও ভয় করে। অর্থাৎ যেকোন কিছুতেই তার ভয় হয়। তাদের অনেকে আবার সম্পদ কিংবা প্রিয়জন হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। যাহোক, আলাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ঃ

☑ **তিনি আকাশগুলোর ও পৃথিবীর এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক- যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও! তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই– তিনি জীবন দেন– তিনি মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেন। তিনি তোমাদের প্রতিপালক; তোমাদের পূর্বপুরুষদের– অতীত মানবমন্ডলীর প্রতিপালক। (সূর আদ্ দুখ-ন#৪৪:৭-৮)**

আলাহ্ আমাদের জানান - তিনিই একমাত্র প্রভু। ঈমানদার বিশ্বাসীরা জানে - আলাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন কিছু হয়না। তার জ্ঞানের বাইরে থেকে কোন কিছু তাদের ৰতি বা উপকার করতে পারেনা। তাই তারা যে কোন বিপদে একমাত্র আলাহ্র নিকট নিজদেরকে সোপর্দ করে। তারা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে তিনি তাদের সাহায্য করবেন। তাদের প্রার্থনা মঞ্জর করবেন। এ রকম আচরণের আরেকটি কারণ হলো- তারা এও বিশ্বাস করে যে সমস্ত ৰমতার মালিক তিনি - তিনিই আলাহ্। তাই তিনি না চাইলে কেউ ৰমতাবান হতে পারেনা।

সুতরাং, একমাত্র আলাহ্ই বিশ্বাসীদের প্রতি সাহায্য পাঠাতে পারেন ও তাদের কামনার পর্যাপ্ত প্রতিউত্তর করতে পারেন। তিনিই আল্ কাফি বা পর্যাপ্ত। তিনি তাদের সঠিক পথ দেখাতে পারেন। অর্থাৎ বিপদে আপদে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অন্য কাউকে ভরসা করা বা অন্য কোন কিছুকে ভয় করার কারণ নেই। এ উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত আয়াতের শেষে **"আলাহ্ কি তাঁর বান্দাদের জন্য পর্যাপ্ত নন?"** এ অংশ যোগ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে ঃ

☑ **... আর আলাহ্ কাউকে পথ দেখালে সে ভুলপথে পরিচালিত হয়না। সর্বশক্তিমান আলাহ্ কি প্রতিশোধ গ্রহণে সৰম নন?...যদি তাদের জিজ্ঞেস করো ঃ "আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?" তারা বলবে ঃ " আলাহ্।" বলো ঃ " তোমরা কি মনে করো? আলাহ্ আমার ৰতি চাইলে তিনি ব্যতীত কেউ কি খন্ডাতে পারবে? অথবা তিনি যদি দয়া করেন তারা কি ঠেকাতে পারবে?" বলো ঃ "আলাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা তাঁর উপর ভরসা রাখে।"**

(সূর আজ্ঃ জু:মার#৩৯:৩৭-৩৮)

৪৮

৪৯

আল্ ক্বহ্হার

// AL-QAHHAR: The Crusher; The Subduer; The Dominator; **The All-Conquering**. // On the Day Earth is changed to other-than-Earth, and the heavens likewise, and they parade before Allah, the One, **the All-Conquering**. (Surah Ibrahim, 14:48)

গুড়াকারী; কাবুকারী; চির বিজয়ী

☆ যেদিন এ পৃথিবী বদলে আরেক পৃথিবী হবে। আকাশমন্ডলীও। আর তারা সে আলাহ্র সামনে সমবেত হবে যে আলাহ্ **চির বিজয়ী**। (সূর ইব্রহীম#১৪:৪৮)

আলাহ্ দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন। তৃষিত চিত্তে শান্তি বর্ষণ করেন। তাই শাস্তি দেয়ার এক্তিয়ারও তার। তিনি আল্ কুরআনে বলেন– অনেক জাতি যখন তাদের ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে বা তাঁর বিরোধিতা করেছে তখন তারা কল্পনা করার আগেই, যেমন, হঠাৎ করে ভোর বেলায়

আলাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন । আবার তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করে কোন জাতির বাড়ীঘর লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন। কোন জাতির উপর কঠিন পাথর ছুড়ে মেরেছেন। কোন জাতিকে সতর্ক করার পর তাদের শহর বন্দর বজ্রঝড় দ্বারা ভূমিস্যাৎ করেছেন। প্রচন্ড ভূকম্প দিয়ে ভূপৃষ্ঠ উল্টিয়ে দিয়েছেন। ভয়ানক গতির বায়ু দ্বারা কোন জাতিকে শেষ করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে আল-াহ্র শাস্তির কাঠিন্য অন্য কোন শাস্তির সাথে আদৌ তুলনীয় নয়।

পৃথিবীতে ভোগ করানো শাস্তিসমূহ পরীৰামূলক মাত্র। দোজখের শাস্তি কত যে অকল্পনীয় রকমের ও তীব্র আকারের হবে- পৃথিবীর এ শাস্তিগুলো দেখে মানুষের তা অনুমান করা উচিৎ। সবার সতর্ক হওয়া উচিৎ। যারা আলাহ্র শাস্তির কথা ভাবেনা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়না তারা আলাহ্র অপরিসীম দয়ায় বেঁচে আছে। পরকালে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে।

আলাহ্ অবিশ্বাসীদের বা বেঈমাানদের যখন জ্বলন্ত আগুনে ফেলবেন তখন তারা এক অভূতপূর্ব কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে। প্রতি মুহূর্তে তাদের চামড়া পুড়তে থাকবে। প্রতিমুহূর্তে আলাহ্ নতুন চামড়া সংযোজন করে দিবেন। আর তাদের উপর আগুনের দেয়াল তুলে দিবেন। জাহান্নামের পীড়নের তুলনায় পৃথিবীর কষ্ট কোন কষ্টই নয়। আল্ ক্বুরআান বলে যে জাহান্নামের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তারা তখন আলাহ্র নিকট মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু তাদের মৃত্যু হবেনা। আল্ ক্বহ্হার নামের কারণে তিনি বেঈমাানদেরকে তাঁর অবিশ্বাস্য কঠিন দাপটে শাস্তি আরোপ করবেন। তিনি যে কঠিন শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আল্ ক্বুরআানের নিম্নের আয়াতে বিবৃত করেছেন ঃ

☑ **তিনি তাঁর বান্দাদের সর্ব কর্তৃত্বময় প্রভু। তিনি প্রজ্ঞাময়। সর্বজ্ঞ। (সূর আল্ আন্য়:াম#৬:১৮)**

☑ **বলো ঃ " কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রভু? " বলো ঃ " আলাহ্।" তবে যারা নিজদের কোন উপকার বা ৰতি করতে পারেনা এমনদেরকে কেন অভিভাবক করেছো আলাহ্র বদলে? বলো ঃ "অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি এক? অন্ধকার ও আলো কি এক? " তবে ওরা আলাহ্র সৃষ্টির মতোই সৃষ্ট এমন কিছুকে আলাহ্র সমকৰ বানিয়েছে? সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টকে কি একই মনে হচ্ছে? বলো ঃ " আলাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সর্ববিজয়ী।" (সূর আর্ রয়্:দ্#১৩:১৬)**

☑ **যেদিন তারা বের হবে। যেদিন আলাহ্র নিকট কোনকিছু লুকানো থাকবেনা। " আজ কর্তৃত্ব কার? আলাহ্র। তিনি এক। তিনি বিজয়ী।" (সূর আল্ মুঅ্মিন#৪০: ১৬)**

আলাহ্ তাঁর আল্ ক্বহ্হার বা চির কাবুকারী নামের প্রকৃত অর্থ কী তা পরকালে অবিশ্বাসীদের উপর যথাযথ ভাবে ফলাবেন। যা হোক, আলাহ্ তাঁর প্রকৃত বান্দাদের প্রতি অসীম দয়াবান ও ৰমাশীল থাকেন। বান্দাদের অকপট অনুশোচনার পরিপ্রেৰিতে তিনি তাদের পাপ ৰমা করে দেন। তাদেরকে উভয় জগতে সাহায্য করেন। তাদের কে ৰমার, শান্তির, বিশ্বাসের অনুভূতি দিয়ে সহায়তা করেন। তিনি আল্ ক্বুরআানে বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পকাশ করেন এবং বলেন যে তিনি অকপট বান্দাদের শাস্তি দেননা ঃ

তুমি বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ হলে আলাহ্ কেন শাস্তি দিবেন? কৃতজ্ঞতার প্রতি আলাহ্ সার্বৰণিক প্রতিউত্তরকারী। তিনি সর্ব জ্ঞাত।"

(সূর আন্ নিসাা#৪:১৪৭)

৫০

আল্ ক্বয়িয়ুম

//AL-QA'IM: **The Self-Sustaining.** // Allah, there is no deity but Him, the Living, **the Self-Sustaining**. (Surah Al 'Imran, 3:2)

স্বনির্ভর

☆ আলাহ্ । তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । তিনি **স্বনির্ভর** ।
(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:২)

অনেকে মনে করে যে আলাহ্ ত্রুটিহীন পদ্ধতিতে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন । তারপর নিজস্ব সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনার উপর ছেড়ে রেখেছেন । অনেকে প্রকাশ্যে এ কথা নাবললেও মনের অর্ধ সচেতনাতায় এরকমের বিশ্বাস পোষণ বা সমর্থন করে । যারা আলাহ্র প্রতি দায়িত্ব এড়াতে চায় বা আলাহ্র প্রতি কর্তব্য করেনা

তারা এ ভুল ধারণাকে যৌক্তিক মর্মে প্রমাণ করার জন্য নানা কথা বলে থাকে। তারা মনে করে যে এরকম ভাবলে বা বিশ্বাস করলে আলাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব এড়ানো সহজ হবে।

অনেকে মনে করে, প্রতিটি অস্িত্বের পিছনে ক্রিয়াশীল কারণ ও কারণ প্রসূত নিয়ম রয়েছে। এবার প্রশ্ন, কারণ বা নিয়মের মূলে কি বা কে রয়েছে? সুতরাং, স্পষ্ট যে– কারণ, নিয়ম বা বিধানটুকুই যথেষ্ঠ নয়। বরং শ্রেষ্ঠতম সত্তার নজরদারি ছাড়া এ সমস্ত কারণ বা সূৰ্ম্নাতিসূৰ্ম্ন পদ্ধতি কার্যকর থাকতে পারেনা। যারা শুনতে পায় ও দেখতে পায় এবং দেখা ও শুনা থেকে অনুধাবন করতে জানে তারা উপর্যুক্ত সত্যটাকে ঠিকই ধরতে পারে। অধিকন্তু, আলাহ্‌ বলেন যে আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা তাঁর ঃ

নিশ্চয়ই আলাহ্‌ আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্থির রাখেন; মিলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রৰা করেন। আর এরা যদি মিলিয়ে যেত তাহলে তিনি ছাড়া কেউ এদের আটকাতে পারতোনা। নিশ্চয়ই তিনি অমায়িক। ৰমাশীল। (সূর ফাাত্বির#৩৫:৪১)

উপরের আয়াত গুলো বলে যে আলাহ্‌ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছেন। জীবনে দোলা দিচ্ছেন। জীবন টিকে আছে। তাঁর দোলা দেয়ার ব্যাপারটি শুধুমাত্র জীবনের ৰেত্রেই নয়; এক মসৃণ ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র বিশ্বের টিকে থাকার ৰেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সজীব নির্জীব সবকিছু অস্িত্ব-অনস্িত্ব উভয়ের জন্য তাঁর মুখাপেৰী কিন্তু তিনি স্বনির্ভর। আল্‌ ক্বুরআান এ বিষয়টির নিুরূপ বিবরণ দেয় ঃ

আলাহ্‌। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বনির্ভর। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ঘুমাক্রান্ত হননা। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিস তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কে সুপারিশ করতে পারে? তিনি তাদের পূর্বের ও তাদের পিছনের সব বিষয় জানেন। কিন্তু কেউ তাঁর ইচ্ছার অতিরিক্ত কিছুই জানেনা। তাঁর পাদপীঠ আকাশমালা ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। তাদের রৰণাবেৰণ তাঁকে ক্লান্ত করেনা। তিনি বিশালতম। জাঁক-জমকপূর্ণ।

(সূর আল্‌ বাক্বরহ্‌#২:২৫৫)

চির জীবন্ত আর চির স্বনির্ভরের কাছে সব মুখ নত হবে। আর যে কেউ পাপ ভারাক্রান্ত হবে সে হবে ব্যর্থ।

(সূর ত্ব-হা#২০:১১১)

৫০

৫১

আল্‌ ক্বরীব

//AL-QAREEB: The Night; **The One Who Is Near**. // If My servents ask you about Me, <u>I am near</u>. I answer the call of the caller when he calls upon Me. They should therefore respond to Me and believe in Me, so that hopefully they will be rightly guided. (Surat al-Baqara, 2:186)

নিকটবর্তী

☆ বান্দারা আমার সম্পর্কে জানতে চায়- **আমি নিকটবর্তী** । কেউ আমাকে ডাকলে আমি সে ডাকে সাড়া দেই । সুতরাং, তারাও যেন আমার ডাকের জবাব দেয়; আমাকে বিশ্বাস করে । তবে আশা করা যায় তারা সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে । (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৮৬)

আলাহ্কে যেমনি ভাবে স্মরণ করা উচিৎ তেমনি ভাবে স্মরণে যারা অপারগ; যেমনি করে ক্বুরআানের আইন মেনে চলা উচিৎ তেমনি করে মেনে চলতে যারা ব্যর্থ; এবং আলাহ্র সর্বত্র বিরাজিত অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ধারণা সামান্য - তাদেরকে যখন বলা হয় যে আলাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তখন তারা নানা নিদর্শনের মাঝে তাঁর রূপ দেখা সত্ত্বেও ভাবে যে আলাহ্ স্রষ্টা হলেও তিনি আকাশে অর্থাৎ অনেক দূরে রয়েছেন । বাস্তবতা হল যে তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে নিজকে অধিক নিকটবর্তী বলে পরিচিত করেন । তিনি তাঁর বান্দাদের যে কত কাছে তা বুঝানোর জন্য আল্ ক্বুরআানে বলেন ঃ

আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি । সুতরাং, তাদের অন্তর কি শলা-পরামর্শ দেয়– আমরা জানি । তাদের ঘাড়ের শিরার চেয়েও আমরা নিকটবর্তী । (সূর ক্ব-ফ্#৫০:১৬)

যখন দু'জন কথা বলে তখন তৃতীয় জন হন আলাহ্ । যখন তিন জন কথা বলে তখন চতুর্থ জন হন আলাহ্ । কেউ যখন কানে কানে কথা বলে তা পরিষ্কার শুনেন আলাহ্ । কেউ যখন সামান্য নড়ে ওঠে তাও দেখতে পান আলাহ্ । মানুষ বসে থাকুক, হাঁটুক, কথা বলুক বা নাবলুক, কার মনে কী আছে আলাহ্ তা স্পষ্ট জানেন । মানুষ মর্ত্যজগৎ নিয়ে ব্যস্ত । তাই, তারা আলাহ্র প্রতি মনোযোগী হয়না । কিন্তু আলাহ্ তাদেরকে সদা সর্বত্র দেখে থাকেন ।

...সুতরাং, তাঁর কাছে মাফ চাও এবং কাকুতি-মিনতি করো । আমার প্রতিপালক সবার নিকটবর্তী । সাড়া দিতে ত্বরাকারী । (সূর হূদ#১১:৬১)

বলো ঃ " আমি বিপথগামী হলে সে তো আমার ক্ষতি । আমার প্রতিপালকের ইশারায় আমি হই পথপ্রদর্শিত । তিনি নিবিষ্ট শ্রোতা । অতি নিকটবর্তী ।"

(সূর সাবাা#৩৪:৫০)

৫১

৫২
আল্ ক্বসীম

// AL-QASIM: He Who Shares; **Who Allocates Blessings, Justice, and Wisdom.** // Is it, then, they who allocate the mercy of your Lord? We have <u>allocated</u> their livelihood among them in the life of the world and have raised some of them above others in rank so that some of them are subservient to others. But the mercy of your Lord is better than anything they amass. (Surat az-Zukhruf, 43:32)

দয়া, ন্যায় বিচার ও জ্ঞান বরাদ্দকারী

☆ তোমার অধিপতির কর‍ুণা কি ওরা বরাদ্দ করতে চায়? অথচ আমরাই ওদের মধ্যে জীবিকা **বরাদ্দ করে** রেখেছি এ পার্থিব জীবনে। আর কারো উপরে কারো মর্যাদা দিয়েছি- যাতে করে একে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। ওরা যা সব জমা করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। (সূর আজঃ জু:খর‍ুফ#৪৩:৩২)

শত শত বছর ধরে আমাজান নদীর তীরে কত গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কত শত পেঙ্গুইন তুষার আচ্ছাদিত দূর দূরন্তের দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ৩০ বছরের এক বয়স্ক কাঁকড়া মর‍ু প্রান্তরের জীবনে কি ভাবে বেঁচে আছে, রেইন ফরেস্টের অসংখ্য পাতা এনে তার উপর মাশর‍ুম চাষ করে কত পিঁপড়া জীবন ধারণ করে যাচ্ছে, তাদের কত সেনা-সৈন্য লৰ লৰ বছর ধরে কাল কাটাচ্ছে! কত শত প্রাণী পৃথিবীতে বাস করে! তাদের টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এছাড়া, এদের সবার জীবনে প্রয়োজন পুষ্টি। প্রয়োজনীয় পুষ্টি কে বারদ্দ করেন? শত প্রাণীর মধ্যে কারোর সাজ্ঞাতিক ভাবে পানি প্রয়োজন। আবার কেউ কেউ পানি ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে। কারো দরকার মর‍ু হাওয়া। আবার কেউ গ্রীষ্মের দেশে এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারেনা। এ গ্রহে বসবাসরত এত নানা মুখী প্রাণীর জন্য যত নানান মুখী পরিবেশ প্রয়োজন তত মুখী পরিবেশ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার আয়োজন রাখা হয়েছে। সকল প্রাণীর স্রষ্টা আলাহ্। তিনি মাত্র একটি গ্রহের মাটি থেকেই এদের প্রত্যকের জন্য পৃথক পৃথক রিজি:ক বা রসদ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

সকল জীবের প্রয়োজন মত দয়া বন্টন করে আলাহ্ তার অসীম অনুগ্রহ ও দয়ার নিদর্শন প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের বেঁচে থাকাসহ সব প্রয়োজন মিটানোর জন্য অসংখ্য অনুগ্রহ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি নীচের আয়াতে এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ঃ

তোমরা যা চেয়েছ তিনি তা দিয়েছেন। তোমরা চাইলেও আলাহ্র কর‍ুণার শুমার করতে পারবেনা। তবুও মানুষ বড় অন্যায়কারী। বড় অকৃতজ্ঞ।
(সূর ইব্রহীম#১৪:৩৪)

৫২

৫৩

আল্ ক্বয়ী

//AL-QAWEE: **The All-Strong.** // Such was the case with Pharao's people and those before them. They rejected Allagh's Signs, so Allagh seized them for their wrong actions. **Allagh is strong,** Severe in Retribution. (Surat al-Anfal, 8:52)

শক্তিমান

☆ ফিরঊন সম্প্রদায় বা তাদের পূর্ববর্তীরাও অনরূপ ছিলো । তারা আলাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলো । সুতরাং, তাদের অপকর্মের জন্য আলাহ্‌ তাদের পাকড়াও করেছিলেন । **আলাহ্‌ শক্তিমান;** শাস্তি দানে কঠোর ।(সূর আংফাল#৮:৫২)

বিস্তৃতকাল ধরে আলাহ্‌ সকল জাতির নিকট বার্তাবহ বা নবী প্রেরণ করেছেন; সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন । নবীগণ সকলে বলেছেন যে আলাহ্‌ এক; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; সবার উচিৎ তাঁর উপাসনা করা; তাঁকে শ্রদ্ধ করা; তাঁর নির্দেশ মান্য করা । আলাহ্‌ অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমাদেরকে জানান, **" তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলো তাদেরই বার্তাবহ; কিন্তু তারা অবিশ্বাসী বা বেঈমান থেকে গেছে । সুতরাং, আলাহ্‌ তাদের পাকড়াও করেছেন । তিনি সর্বশক্তিমান । শাস্তি দানে কঠোর ।"** (সূর আল্‌ মু'অ্‌মিন#৪০:২২) । অর্থাৎ অতীতে অধিকাংশ জাতি আলাহ্‌র নবীদের অস্বীকার করেছে এবং এভাবে নিজদের উপর স্রষ্টার ক্রোধ আনায়ন করেছে ।

প্রত্যেক যুগে অবিশ্বাসীরা বার্তাবহদের বিরোধিতা করেছে । তাদের জীবন বিপন্ন করেছে । আলাহ্‌র শাস্তি নাযিল নাহওয়া পর্যন্ত গর্হিত কাজ অব্যাহত রেখেছে । পার্থিব ৱমতা, সম্পদ, পদমর্যাদা তাদেরকে এ কথা শিখিয়েছে যে এ গুলোর মালিকানা একমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারিত । অধিকন্তু, এগুলো তাদের অযথা গর্বকেও স্ফীত করেছে । এ আত্ম-গর্ভের কারণে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেছে যে আলাহ্‌ সর্বশক্তিমান ।

যারা 'আলাহ্‌ সর্বশক্তিমান' কথাটি বুঝতে ব্যর্থ হয় তাদের মন ও মগজ সারাৱণ খ্যাতি অর্জনের পিছনে ছুটতে থাকে । তারা এ সত্যটি ভুলে যায় যে আলাহ্‌ ইচ্ছা করলে ঘূর্ণিঝড় দিয়ে তাদের সকল সম্পদ যেকোন মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ করে দিতে পারেন । ভারী বর্ষণ দিয়ে সকল শস্য বিনষ্ট করে দিতে পারেন । রোগ জীবানু দিয়ে তাবৎ লোক-লস্কর ভূমিস্যাৎ করে দিতে পারেন । আরো নানা কৌশলে সকল মালিকানা সত্ত্ব মুছে ফেলতে পারেন । তবে সংৱেপে বললে, আলাহ্‌ এ ধরনের লোকদের এ জগৎ ও পরজগৎ অর্থাৎ উভয় জগতে শাস্তি দিয়ে থাকেন । তিনি আল্‌ ক্বুরআানে অবিশ্বাসীদের বিষয়ে বলেন ঃ

যারা কোনকিছুকে আলাহ্‌র সমকৰ বানায়; আর ওগুলোকে এমন করে ভালোবাসে যেমন করে ভালবাসা উচিৎ আলাহ্‌কে । কিন্তু বিশ্বাসী বা ঈমানদারগণের আলাহ্‌র প্রতি ভালবাসা অধিকতর । তুমি যদি শাস্তি ভোগকালে অন্যায়কারীদের দেখতে! সত্যিই সব শক্তি আলাহ্‌র । আর আলাহ্‌ শাস্তি দানে ভীষণ কঠোর । (সূর আল্‌ বাক্বরহ্‌#২:১৬৫)

তারা আলাহ্‌র উপযুক্ত পরিমাপক দিয়ে আলাহ্‌কে পরিমাপ করেনা । আলাহ্‌ সর্বশক্তিমান । সর্বৱমতাধর । (সূর আল্‌ হ:াজ্জ#২২:৭৪)

আলাহ্‌ অবিশ্বাসী বা কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন । তাদের কোন কল্যাণ লাভ হলোনা । অন্যদিকে, তিনি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের হাত থেকে রৰা করলেন । আলাহ্‌ সর্বশক্তিমান । সর্বৱমতাধর । (সূর আল্‌ আহ:জ:াব#৩৩:২৫)

আলাহ্‌র উচ্চ নৈতিকতা, মহিমা, বিশালতার যথাযথ প্রশংসাকারী বান্দাদের প্রতি আলাহ্‌ অশেষ দয়াবান । তিনি আল্‌ ক্বুরআানে বিশ্বাসীদেরকে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন ঃ

সেখানে তাদের ধ্বনি হবে ঃ " হে আলাহ্‌, তুমি মহান!" তাদের অভিবাদন হবে ঃ " শান্তি!" তাদের শেষ ধ্বনি হবে ঃ " সেই আলাহ্‌র প্রশংসা, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক ।"
(সূর ই:য়ূনুস#১০:১০)

৫৪

আল্‌ কাবীর

//AL-KABEER: **The Great**. // The Knower of the Unseen and the Visible, **the Most Great**, the High-Exalted. (Surat ar-Ra'd, 13:9)

মহান

☆ দৃশ্যমন ও অদৃশ্যমানের দ্রষ্টা তিনি; **তিনি মহান ।** সর্বোচ্চ মর্যাদাবান । (সূর আর্ রয়:দ্#১৩:৯)

আলাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে সকল সৃষ্টি । তিনি জানেন - কখন মাটিতলের বীজ থেকে অঙ্কুর গজাবে । কখন ধুমকেতু-ছায়াপথ পৃথিবীর কাছে আসবে । কখন জীব জন্মাবে; আবার কখন মারা যাবে । অণুকেন্দ্রিক ঘূর্ণমান পরমাণু সম্পর্কেও তিনি জানেন । সব কিছু তার জ্ঞানের আওতায় । সকল মানুষের সকল চিন্‌তা - হোক তা অর্ধচেতন মনের অথবা হোক তা বাস্‌তব বা প্রকাশিত - সবকিছু তাঁর অসীম ৰমতার অধীন ।

ব্যক্তি মানুষের বিস্‌তারিত বিষয় আলাহ্‌ নির্ধারণ করে থাকেন । গোপন বিষয়ে তার জ্ঞানায়ত্ত বিধায় তার অপরিসীম প্রজ্ঞার, জ্ঞানের, ৰমার, মহানুভবতার আর শাস্‌তির বিস্‌তৃতি সম্পর্কে মানুষ অনুমানও করতে পারেনা । তাঁর সিদ্ধান্‌তের এক তিল পরিবর্তন করাও মানুষের সাধ্যাতীত । তিনি ভাল বা মন্দ কোন কিছু প্রেরণ করতে চাইলে তা কারও ঠেকানোর সাধ্য নেই ।

এমন শক্তির সামনে মানব জাতি শ্রদ্ধায় ও ভয়ে মাথা নত করতে ও আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য । তিনি সর্বজ্ঞানী । আমাদের সকল খোঁজ তাঁর নিকট আছে । তার নিকট আমাদেরকে ৰমা চাইতে হবে । কেননা, তাঁর অনুগ্রহ ও ৰমা ছাড়া কারও পাপমোচন হবেনা । তিনি সর্বোচ্চ; সর্বমহান । যেমন– আল্‌ ক্বুরআানের বর্ণনা শুনি ঃ

কারণ, আলাহ্‌ সত্যি; তাঁকে ছাড়া যাকিছু ডাকো সকলই মিথ্যা । আলাহ্‌ সর্বচ্চো । সর্ব মহান ।
(সূর আল্‌ হ:াজ্জ#২২:৬২))

তার কারণ আলাহ্‌ । তিনি সত্য । তিনি ব্যতীত যাদেরকে ডাকো তার সব মিথ্যা । আলাহ্‌ সর্বচ্চো । সর্ব মহান ।
(সূর লুক্বমান#৩১:৩০)

৫৪

৫৫

আল্‌ কারীম

//AL-KAREEM: **The Generous**.// Whoever gives thanks only does so to his own gain. Whoever is ungrateful, my Lord is Rrich Beyond Need, **Generous**. (Surat an-Naml, 27:4o)

মহানুভব

☆ যে কৃতজ্ঞ হয় সে হয় আপন কল্যাণের জন্য । আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক- আমার প্রতিপালক মহাধনী । **মহানুভব** । (সূর আন্ নাম্ল্#২৭:৪০)

আলাহ্ নিজ পছন্দে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন । নিজ ইচ্ছায় জগতের আকৃতি দিয়েছেন । তাই অস্তিত্ববান সবকিছুর মালিক তিনি । সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য ও অপূর্ব কৌশল তাঁর প্রজ্ঞা প্রসূত । আমরাও অন্যসব কিছুর মত তাঁর ইচ্ছার অধীনে জীবন লাভ করি । প্রতিটি মানুষ এক টুকরা গোশ্ত রূপে মায়ের গর্ভে প্রথম পর্যায়ে স্থান নেয় । তারপর নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ রূপে জন্ম নেয় । ধীরে ধীরে বড় হয় । তার সুন্দর চেহারায় আলাহ্র দেয়া রূপকল্প ফুটে ওঠে । এ মানুষকে আলাহ্ অন্যসব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন । যেমন, তিনি বলেন ঃ

হে মানুষ! তোমাদেরকে তোমাদের মহান স্রষ্টা থেকে কী বিভ্রান্ত করলো? অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন । তোমাদেরকে সুঠাম করেছেন । সুসমঞ্জস করেছেন । আর স্বীয় বাসনার রূপ দিয়েছেন । (সূর ইংফিত্ব-র#৮২:৬-৮)

মানুষের যদিও চিন্তা করার যোগ্যতা আছে; তবুও কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের অস্তিত্ব আর চারদিকের অপার অনুগ্রহ দেখা সত্ত্বেও এসবের প্রণেতা মহানুভব আলাহ্ সম্পর্কে তেমন একটা চিন্তা-ভাবনা করেনা । তাই ক্বুরআান প্রশ্ন করে ঃ

মানুষ কি সে সময়ের কথা স্মরণ করতে পারে যখন সে কিছুই ছিলোনা? আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি- মিলিত শুক্র বিন্দু থেকে; পরীক্ষা করার জন্য । তাই তাকে শ্রবণশক্তি দিয়েছি । দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি । তাকে পথ দেখিয়েছি । সুতরাং, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে নাহয় হবে অকৃতজ্ঞ । (সূর আদ্ দাহ্র#৭৬:১-৩)

এ বাণীর অনুসরণে যারা নিজদের মাথা ব্যবহার করে; তাদের সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা চিন্তা করে; তারা বিস্মিত হয় । তাদের মনে নানা প্রশ্ন আসে । যেমন, শত চেষ্টায়ও যা অর্জন করা যায়না চারদিকে ছড়ানো এমন অসীম অনুগ্রহের মালিক কে? কে তাদের এত কিছু চিন্তা করার সামর্থ দিয়েছেন? কে তাদের এতসব বুঝার প্রজ্ঞা দিয়েছেন? এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ঃ- যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, তিনিই সবার প্রভু; তিনি অনেক দয়াবান; মহানুভব; তিনি আলাহ্ - আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক । তিনিও মানুষকে স্মরণ করান ঃ

পড়ো ঃ তোমার সে প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টি করেছেন মানুষ– ঘনীভূত রক্ত থেকে । পড়ো ঃ তোমার প্রভু তো সর্বোচ্চ মহানুভব । তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে– যা সে জানতোনা । আরে না! মানুষ তো সীমা লঙ্ঘনকারী । কারণ, নিজকে সে অভাবমুক্ত মনে করে । নিশ্চিৎ, তোমাদের প্রভুর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে । (সূর আল্ য়:লাক্ব#(৯৬:১-৮)

বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ- দয়াময় স্রষ্টা আলাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য । আলাহ্ মহানুভবও দানশীল । আলাহ্ অসংখ্য অনুগ্রহ দান করেছেন । বিনিময়ে মানুষ দম্ভ বা অহংকার পরিত্যাগ করবে ও তার উপাসনা করবে তিনি এতটুকুই আশা করেন । সুতারং, মহানুভব আলাহ্র এ ঘোষণা– অকপট বান্দারা নৈতিকতার যুক্তি প্রয়োগ করুক । নৈতিক যুক্তি ব্যবহারের জন্য তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে ।

🕯৫৫🕯

৫৬

আল্ ক্বুদ্দুস

//AL-QUDDUS: The Holy; **The All-Pure**. // Everything in the heavens and everything in the earth glorifies Allah, the King, **the All-Pure**, the Almighty, the All-Wise. (Surat al-Jumu'a, 62:1)

পবিত্র; খাঁটি

☆ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেক অস্িত্ব সেই আলাহ্র মহিমা ঘোষণা করে; যিনি প্রতিপালক, **মহাপবিত্র,** সর্বশক্তিমান, মহা প্রজ্ঞাবান। (সূর আল্ জুমুয়:াহ্#৬২:১)

ব্যষ্টিক অথবা সামষ্টিক অর্থাৎ সকল জগতে যতকিছু অস্িত্বশীল সবকিছুর স্রষ্টা আলাহ্। অনেক মানুষ তাদের চারপাশে দৃষ্টিপাত করে। তা সত্ত্বেও সদা সর্বত্র বিরাজমান সর্বভেদী শৃঙ্খলা ও দৃঢ় সংস্থান দেখতে পায়না।

আলাহ্ বলেন,**" আলাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। যে কোন সময় উবে যাওয়া থেকে এদের রৰা করছেন। তবে এরা যখন উবে যাবে তখন (আলাহ্ ব্যতীত) কেউ তাদের ধরে রাখতে পারবেনা।"** (সূর ফাত্বির#৩৫:৪১)। তিনি নানা জগতের বিদ্যমান পদ্ধতি পরিচালনা ও সুরৰা করেন।

এ কথা সত্য যে আমরা জন্মগত ভাবে দুর্বল। অনেক সময় আমরা ভুল করি। ভুলে যাই। ভুল বিষয় সৃষ্টি করি। আবার বেখেয়ালীও হই। তাছাড়া, আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে। যেমন, আমাদের শরীরের যত্ন নিতে হয়। প্রতিদিনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এক বৃহদাকার দৈনিক কর্মসূচী পালন করতে হয়। অধিকন্তু, আমরা যদি পরিশ্রান্ত হই, যদি কিছু দিন নির্ঘুম থাকি অথবা যদি কিছু দিন পানি পান ব্যতীত আমাদেরকে থাকতে হয় তাহলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। আর আলাহ্ সব কিছুর মালিক। সুন্দর সুন্দর নামের মালিকও তিনি। নিশ্চয়ই তিনি সকল দুর্বলতা মুক্ত। সকল অৰমতা থেকে পবিত্র। আলাহ্র অশেষ ৰমতা, প্রজ্ঞা, গৌরব এবং অপরিসীম জ্ঞান সম্পর্কে আল্ কুরআনে নিুলিখিত ভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

তিনি আলাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব। সর্ব সত্তার সংরৰক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি আছে তিনি তা জানেন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারেনা। তাঁর 'কুরসী' ব্যাপ্ত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীজুড়ে। এ উভয়ের সংরৰণ তাঁকে ক্লান্ত করেনা। তিনিই সমুন্নত। মহীয়ান। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫৫)

আমাদের নবী (ছ্ব-) প্রার্থনায় বলতেন: *" প্রার্থনা ও পবিত্রতা তোমার প্রতি, ফিরিস্তা ও আত্মার প্রভু।"* (মুসলিম)

৫৭
আল্ লাত্বীফ

//AL-LATEEF: **The Gentle**; The Subtle.// **Allah is very gentle** with His servents. He provides for anyone He wills. He is the Most Strong, the Almighty. (Surat ash-Shura, 42:19)

অমায়িক

☆ আলাহ্ অতি **অমায়িক** তাঁর বান্দাদের প্রতি । যাকে খুশী দান করেন তিনি । তিনি সর্ব শক্তিধর । সর্ব ৱমতাবান ।
(সূর আশ্ শূর-#৪২:১৯)

এ কথা আগেও বলেছি যে জগতে দু'দল মানুষ রয়েছে; এ দের একদল আলাহ্র নিকট আত্ম সমর্পণকারী (মুসলিম) । আরেক দল আলাহ্র বির"দ্ধে বিদ্রোহকারী (কাফির) । আর বা"স্তবতা হলো, আলাহ্র সৃষ্ট মানবজাতির মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক আলাহ্র প্রতি অনুগত । তিনি বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন যে অধিকাংশ মনুষের ঈমাান বা বিশ্বাস থাকবেনা এবং তারা সরল পথের সন্ধান পাবেনা । তারা দোজখ প্রাপ্ত হবে । কারণ, তারা শয়তানের পথ অবলম্বন করে । তাই আলাহ্কে স্মরণ করতে ব্যর্থ হয় । নিজেদেরকে অ"স্তিত্বে দেখা সত্ত্বেও আলাহ্র অ"স্তিত্বকে অস্বীকার করে । যারা আলাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে তারা তাঁর দয়ার ছায়ায় বেঁচে থাকে । তারা এ জগতে ও পর জগতে বেঈমাান বা অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক ও সুন্দর জীবন যাপন করে । এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে আলাহ্ মানব জাতিকে ভালবাসেন । তাই তাদের পথনির্দেশ দেয়ার জন্য নবী ও কিতাব প্রেরণ করেছেন । বিশ্বাসীদের প্রতি আলাহ্র ভালবাসা নিম্নলিখিত ভাবে আল্ ক্বুরআানে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

বিশ্বাসীদের প্রতি আলাহ্ তাঁর অঢেল অনুগ্রহ করেছেন । তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রসূল পাঠিয়েছেন । তারা তাদের নিকট তাঁর আয়াত তিলাওয়াৎ করে । তাদের পরিশুদ্ধ করে । তাঁর কিতাব ও হিকমা (প্রজ্ঞা) শিৱা দেয় । যদিও ইতঃপূর্বে তারা ছিল নিশ্চিত বিভ্রা"স্তিতে ।
(সূর আালি য়িःমর-ন#৩:১৬৪)

অমায়িক আলাহ্ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বা ঈমাানদার বান্দাদের সাহায্য করে তাদের প্রতি তাঁর মায়া বুঝান । তিনি তাঁর অকপট বান্দাদের প্রতি তাঁর সাহায্য সহযোগিতার নানা উদাহরণ আল্ ক্বুরআানে প্রকাশ করেন । যেমন, ক্বুরআানে বলা আছে, তিনি নবী মূসাা (য়:া) ও তাঁর জাতিকে ফিরঊনের অত্যাচার থেকে রৱা করেন এবং জমির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন । পরের আয়াতে এ সত্যতা সম্পর্কে বলা হয় ঃ

ফিরঊন সে দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল । অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল । তাদের পুর"ষদের হত্যা করে এক শ্রেণীকে হীনবল করেছিল । আর নারীদের জীবিত রেখেছিল । সে ছিল এক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী । আমরা সিদ্ধা"স্ত নিয়েছিলাম হীনবল শ্রেণীকে দয়া করতে । তাদেরকে নেতা বানাতে । উত্তারিধিকারী বানাতে ।
(সূর আল্ ক্বছ্ছ#২৮:৪-৫)

ঈমাানদারদের একক রৱকারী ও সাহায্যকারী আলাহ্ পরকালে তাদের সাহায্য করবেন । তাঁর অমায়িক নামের বরকতে তাদের গুনাহ্গুলোকে পূণ্যে রূপা"স্তরিত করবেন । আরও নানাভাবে দয়া প্রদর্শন করবেন ঃ

আর বলবে ঃ " আমরা আগে পরিবার পরিজনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে ছিলাম । কিন্তু আলাহ্ আমাদের অনুগ্রহ করেছেন । তিনি অনলবর্ষি বায়ুর শা"স্তি থেকে রৱা করেছেন । নিশ্চয়ই পূর্বে আমরা

আলাহ্‌কে ডাকতাম। কারণ, তিনি তো সর্বোত্তম। অতীব অমায়িক।" (সূর আত্ব ত্বর#৫২:২৬-২৮)

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূৱদর্শী। সর্ব সচেতন। (সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:১৪)

চোখের নজর তাঁকে দেখেনা। কিন্তু তিনি তো চাহনি বোঝেন। তিনি সূৱদর্শী। সর্ব সচেতন। (সূর আল্ আন্‌য়ঃাম#৬:১০৩)

☑ তোমরা কি দেখো না? আলাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর সকালে সবুজে ভূমি ঢেকে যায়। আলাহ্ সূৱ্মদর্শী। অতি অমায়িক। (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৬৩)

☑ " হে পুত্র আমার! একটি ৱুদ্র বস্তু তা যদি শর্ষবীজের মতোও হয়; আর তা শিলাগর্ভে বা আসমানসমূহে কিংবা জমিনে অথবা এতদুভয়ের যেকোন স্থানে থাকুক– আলাহ্ তাকে উপস্থিত করবেন। আলাহ্ সূৱদর্শী। সর্ব সচেতন।"

(সূর লুক্বমান#৩১:১৬)

৫৮

আল্ মাকির

//AL-MAKIR: **The Planner**.// When those unbelievers were plotting against you to imprison you or to kill or expel you: they were plotting and Allah was plotting, but **Allah is Best of Planner**.

(Surat al-Anfal, 8:30)
মহা পরিকল্পক

☆ তোমাকে বন্দী করার জন্য, কিংবা হত্যা করার জন্য, অথবা নির্বাসিত করার জন্য অবিশ্বাসীরা ষড়যন্ত্র করে; আর আলাহ্ও পরিকল্পনা করেন; আর আলাহ্ তো **মহা পরিকল্পক** ।
(সূর আংফাল#৮:৩০)

আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছা পূরণ, ৰমতার লোভ হাসিল, ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করণ ইত্যাদি না না সুবিধা অর্জনের লৰ্যে ইসলাম ধর্ম থেকে বিশ্বাসীদেরকে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে যুগ যুগ ধরে ষড়যন্ত্র চলে আসছে। ষড়যন্ত্রকারীদেরকে পরকালে বলা হবে ঃ **"না, তোমারা যখন আমাদের আদেশ করতে তখন তোমাদের রাতদিনের পরিকল্পনাই ছিলো আলাহ্কে প্রত্যাখ্যান করা।"** (সূর সাবাা#৩৪:৩৩)। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে; বিষয়টি হল ঃ

☑ **ওদের আগেররা চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু সকল চক্রান্ত আলাহ্র এক্তিয়ারে। প্রত্যেকে কি করে তিনি তা জানেন। চূড়ান্ত বসত কার হবে- অবিশ্বাসীরা তা শিঘ্র জানতে পারবে ।**
(সূর লুক্বমান#১৩:৪২)

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে " সকল পরিকল্পনার মালিক আলাহ্।" অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সকল ষড়যন্ত্রের বিপরীতে আলাহ্ সর্বোত্তম পরিকল্পনা করেন। আলাহ্ এ সব কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবিশ্বাসীদের মনোযোগ নিম্নের আয়াত দ্বারা আকর্ষণ করেন ঃ

ওরা ভীষণ চক্রান্ত করলো। চক্রান্তটা এমন বিধ্বংসী ছিল যেন ওটা পাহাড়-পর্বত মুছে ফেলবে। কিন্তু আলাহ্ ওদের সে ষড়যন্ত্র রহিত করে দিলেন। (সূর ইব্‌রহীম#১৪:৪৬)

এ আয়াত অনুযায়ী আলাহ্ বেঈমানদের ষড়যন্ত্র থেকে ঈমানদারদেরকে রৰা করেন। অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর বার্তাবহ ও বিশ্বাসীদেরকে বাঁচানো এবং ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের জন্য অবিশ্বাসীদের প্রতিফল দেয়া আলাহ্র পৰে অতি সহজ। কারণ, " **আলাহ্ পরিকল্পনায় দ্রুততর...** "(সূর ই:য়ূনুস#১০:২১)

কোন সন্দেহ নেই যে অন্তিম ভালোর উদ্দেশ্যে আলাহ্ প্রতিটি ঘটনার জন্ম দেন। অবিশ্বাসীদের দ্বারা ষড়যন্ত্র প্রয়োগ করে তিনি বিশ্বাসীদেরকে পরীৰা করেন। এ পরীৰার মধ্যে আলাহ্র মহত্ত্ব, সৌন্দর্য এবং তাঁর দেয়া নানা উপকার যারা উপলব্ধি করতে পারে আলাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন।

৫৮

৫৯
মালিক ইয়াওম আদ-দীন
//MALIK YAWMAD-DEEN: The King of the Day of Judgement. //
The King of the Day of Judgement... (Surat al-Fatiha, 1:3)
বিচার দিনের প্রভু

☆ বিচার দিবসের প্রভু...(সূর আল্ ফাতিহ:াহ#১:৩)

বিচার দিবসে সবাইকে পুনরুত্থিত করা হবে। কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্য একত্রিত করা হবে। চারপাশের মানুষ, হোক পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, কারো দিকে কারোর তাকানোর ইচ্ছা বা অবকাশ থাকবেনা। ভীতিকর এ দিনে সবাই একমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কারণ,

তুমি (যদি) জানতে শেষ বিচারের দিনটি কি? আবার বলি, তুমি (যদি) জানতে শেষ বিচারের দিনটি কি? সেদিন একজন অন্য কারোর জন্য কোনভাবেই কোনকিছু করার সামর্থ রাখবেনা। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র অলাহ্‌র কাছে।
(সূর আল্ ইংফিত্ব-র#৮২:১৭-১৯)

অতীতে যা কিছুর প্রতি আকর্ষণ থেকে থাক না কেন– এ দিনটিতে সকল আকর্ষণ মিয়িয়ে যাবে। যে কোন লৌকিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তা এখন থেকে যাবতীয় গুরুত্ব হারাবে। একমাত্র আলাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা মূল্যায়িত হবে। এ কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধারে আলাহ্ ব্যতীত কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবেনা।

জন্ম গ্রহণের সময় মানুষ যেমন একা ছিল, এ দিন তেমনি সবাই আলাহ্‌র সামনে একা হয়ে যাবে। আমাদের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি চিন্তা তা যত ক্ষুদ্র হোক না কেন– উত্তমরূপে প্রদর্শন করানো হবে। স্মৃতিমান আলাহ্ কোন কিছুই ভোলেন না। আলাহ্‌র স্বীয় ভাবমূর্তি অনুযায়ী এ দিনে পরিমাপ নির্ধারণ পদ্ধতি স্থাপন করবেন এবং হিসাব দেয়ার জন্য বান্দাদেরকে ডাকবেন। তবে স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক হলে কাউকে ছাড়ও দিতে পারেন।

এ দিন অবিশ্বাসীরা যত হতাশায় ভারাক্রান্ত থাকবে, বিপরীতে, বিশ্বাসীরা তত আনন্দ ও প্রাচুর্যপূর্ণ থাকবে।

...সেদিন রসূল ও তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে আলাহ্ অপদস্থ করবেননা...(সূর আত্ তাহ:রীম#৬৬:৮); কেননা তিনি বলেন, **নিশ্চয়ই পার্থিব দিবসে ও সাক্ষী হাজিরার সেদিনে বার্তবহসহ ঈমানদারদেরকে আলাহ্ সাহায্য করবেন।**
(সূর আল্ মুঅ্‌মিন#৪০:৫১)

এ দিনে নির্দেশ দেয়ার মালিক হবেন একমাত্র আলাহ্। প্রাসঙ্গিক আয়াত ঃ

আর কিচ্ছু নয়, একটা মাত্র প্রচন্ড শব্দ। সাথে সাথেই তারা দেখতে পাবে। তারা বলবে ঃ " পোড়া কপাল আমাদের! এটাই তো কর্মফল দিবস!" এ তো চূড়ান্ত বিচারের দিন। তোমরা এদিনকে নিরন্তর মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। (সূর আছ্ ছ্ব-ফ্‌ফাত#৩৭:১৯-২১)

সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের– যারা কর্মফল দিবসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর কেউ নয়, পাপিষ্ট সীমালঙ্ঘনকারীরাই এ দিনকে অস্বীকার করে।
(সূর আল্ মুত্বফ্‌ফিফীন#৮৩:১০-১২)

৬০

মালিক আল্‌মুল্‌ক

//MALIK AL-MULK: **The Master of the Kingdom**. // Say: "O Allah! **The Master of the Kingdom!** You give sovereignty to whoever You will and take sovereinty from whoever You will. You exalt whoever

You will and abase whoever You will. All good is in your hands. You have power over all things." (Surat al-'Imran, 3:26)

বিশ্বের বাদশাহ্

☆ বলো ঃ " হে **বিশ্বের বাদশাহ্** আলাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা সাম্রাজ্য দাও । আর যার কাছ থেকে চাও কেড়ে নিয়ে যাও । যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো । আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো । সকল কল্যাণ তোমার হাতেই । তোমার ৰমতা সবার উপরে ।" (সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:২৬)

চারদিকে তাকিয়ে দেখুন । আপনি যত কিছু দেখতে পাচ্ছেন সব কিছুর মালিক আলাহ্ । আপনি যে চেয়ারটির উপর বসে আছেন তা অগণিত অণু দ্বারা গঠিত । আর বিশ্বের প্রতিটি অণু আলাহ্র সৃষ্ট । বিশ্বে নানা উপাদান রয়েছে; যেমন ঃ সূর্যের আলো, পানি, মাটি, আরো কত সব! এর সব মিলিয়ে যে ফুলটি প্রষ্ফুটিত হয় তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশটি আলাহ্র অনুগ্রহ । আপনার জানালা থেকে দেখা সমুদ্র আবার সমুদ্রে বসবাসকারীরা সবাই আলাহ্র ইচ্ছায় টিকে আছে ।

এমনকি, সব কিছুর স্রষ্টা আলাহ্র দোলায় আপনার দেহখানাও দোদুল্যমান । আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা,ায়ুতন্ত্র, কোষপুঞ্জ সব কিছু এক প্রভুর অধিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার সৃষ্টি । এর কোন কিছু আপনার চাহিদা ভুক্ত ছিলনা । কিংবা অপনি তৈরীও করেননি । আপনি চোখ খুলেই যেমন আপনার নিটোল শরীর দেখতে পান, তেমনি নিবীড় ভাবে দেখলে বিশ্বের কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখবেন না । এ সবের কোন কিছুই আপনার জীবনে পূর্বে ছিলনা । আর পরে– আপনি এর কোন কিছুই নিজ প্রচেষ্টায় অর্জন করেননি । এ সত্যতা সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । আর আসল সত্য হল আমরা যত কিছু দেখি বা সা দেখি সব কিছুর স্রষ্টা ও বাদশাহ্ আলাহ্ ।

এর স্পষ্ট সত্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ প্রকৃত সত্য অস্বীকার করে । আলাহ্র অস্িত্ব অবজ্ঞা করে । তারা আরো মনে করে যে তারা সব কিছুর মালিক । তাদের অসংখ্য দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও নিজদেরকে অধিৰমতার মালিক মনে করে । তাই আলাহ্কে অস্বীকার করার মত ঔদ্ধত্যও দেখায় । যা হোক, এ অস্বীকৃতি কেবলমাত্র নিজদেরই ৰতি করে । যেমন, মূসাা (য়:া) বলেন ঃ " **তুমি, পৃথিবীর প্রত্যেকে, অথবা তোমরা সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও! মনে রেখো, আলাহ্ সকল অভাবমুক্ত ধনী; প্রশংসার্হ** । "(সূর ইব্রহীম#১৪:৮)

৬০

৬১

আল্ মাজীদ

//AL-MAJEED: **The Most Glorious One.** // The Possessor of the Throne, **the All-Glorious.** (Surat al-Buruj, 85:15)

গৌরবময়, শক্তিময়

☆ তিনি আরশের অধিপতি । **সর্ব গৌরবময় ।**
(সূর আল্ বুরূজ#৮৫:১৫)

আলাহ্র গৌরব গাঁথা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান । বিশ্বের সবাই, এমনকি অবিশ্বাসীরাও আলাহ্র গৌরবময়তা স্বীকার করে । যদিও বলে, " আমরা অস্বীকার করি," তবুও, প্রকৃত পৰে, তারা আলাহ্র ৰমতা ও সম্মান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত । কারণ, তারা সর্বত্র তাঁর সৃষ্টির দেখা পায় । আসলে, নিজেদের অহংকার বা ঔদ্ধত্যের কারণে তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে ।

বিশ্বের উজ্জ্বল সৌন্দর্য ও ত্রুটিহীন পদ্ধতি তাঁর গৌরবের উপযুক্ত মর্যাদা প্রকাশ করে । আকাশে মেঘমালা টনকে টন পানি বহন করে । মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের তারকারা আলো দেয় । কত ধ্বনি আর কত গতি নিয়ে ঝর্ণা নেমে আসে! সমুদ্র সীমা ছাড়িয়ে যায় । বরফ ঢাকা পর্বতশীর্ষ আকাশে উঁকি দেয় । কত রঙের আর কত শব্দের প্রাণীকুল ধারণ করে বিস্তৃত জঙ্গল ছড়িয়ে থাকে! এ সব আলাহ্র সৃষ্ট অপার সৌন্দর্যের কিছু উদাহরণ মাত্র ।

এক ভূমিকম্প এসে নিমেষে গোটা অঞ্চলকে ধুলিস্যাৎ করে দেয় । অগ্নিগিড়ির অগ্নুৎপাৎ ফুটন্ত লাভাসহ ঝড়ের বেগে ছুটে আসে । ছুটে এসে কোন জনপদকে চাপা কবর দেয় । কোন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আঘাৎ হেনে ব্যাপক ৰয়ৰয়তি ঘটায় । প্রলয়ঙ্কারী বন্যা, সাংঘাতিক বজ্রসহ ঢল, নগর জুড়ে হ্যারিকেন বা ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল, জনাকীর্ণ এলাকায় বন্যার তান্ডব, টর্নেডোর আঘাতে বাড়ী-ঘর মিছমার করে দেয়া - এ সবই শক্তিময় আলাহ্র শক্তির নিদর্শন । তবে ধরায় প্রকাশিত এ নিদর্শন আলাহ্র প্রকৃত শক্তির তুলনায় অতি সামান্যই । আলাহ্ আল্ ক্বুরআানে বলেন ঃ

☑ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সবার উর্দ্ধে । তিনি কাউকে স্ত্রী বা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি । (সূর আল্ জিন্ন#৭২:৩)

তারা বললো ঃ " তোমরা আলাহ্র নির্দেশে বিস্মিত? হে গৃহবাসী, তোমাদের উপর আলাহ্র করুণা ও দয়া বর্ষিত হোক! তিনি সর্ব প্রশংসিত; গৌরবময় । "
(সূর হূদ#১১:৭৩)

৬২

আল্ মালজা

// AL-MALJA: **The Refuge**.//...and also toward the three who were left behind, so that when the land became narrow for them, for all its great breadth, and their own selves became constricted for them

and they realized that there was no **refuge** from Allah except in Him, He turned to them so that they might turn to Him, Allah is the Ever-Returning, the Most Merciful. (Surat at-Tawba, 9:118)

আশ্রয়

☆ ...এবং বাকী তিন জনকেও, যখন এত বিস্তৃত জমিন তাদের জন্য হয়েছিল সঙ্কুচিত; তাদের জীবন হয়েছিল দুর্বিসহ; তখন তারা উপলব্ধি করেছিল- আলাহ্ ব্যতীত কোন **আশ্রয়** নেই। তিনি তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আলাহ্ পরম দয়াবান। অসীম ৰমাশীল। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:১১৮)

প্রার্থনায় শান্তি আছে। তাই সব মানুষের প্রার্থনা প্রয়োজন। প্রার্থনাকারী আলাহ্র নিকট বিরাজমান পরিস্থিতি বা নিজ মনের কথা তুলে ধরে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের স্রষ্টার নিকট সাহায্য কামনা করে। তাঁর নিকট আশ্রয় নেয়। আলাহ্র নিকট যে সবকিছুর সমাধান রয়েছে সে কথায় পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। পরম আস্থায় তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা, আলাহ্ তো তাঁর বান্দাদের নিরাপত্তার সব চেয়ে বড় উৎস! একক আশ্রয়।

আলাহ্র নিকট আশ্রয় গ্রহণে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আসলে খুব সীমিত সামর্থ আমাদের। আমরা সীমিত সময়ের জন্য বেঁচে থাকি। আলাহ্র নিকট সাহায্য চেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ হই। আলাহ্ আমাদের সামান্য এক ফোঁটা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে, কোন কিছু ছাড়াই তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তিনি আমাদের যে কোন প্রয়োজন মেটাতে পারেন। আমাদেরকে যে কোন সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তিনি ছাড়া এমন কোন প্রাণী বা বস্তু নেই যার নিকট আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে সবাই তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তবে কিছু মানুষ কিছু কিছু বস্তু অথবা কিছু কিছু প্রাণীর নিকট সাহায্য চায়। কিন্তু এরা তো তাদের কোন সাহায্য করতে পারেনা! এমনকি, এরা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা। যেমন, আলাহ্ বলেন ঃ

হে মানুষ! একটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। অতএব, কান পেতে শোন। আলাহ্র পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাকো- তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারেনা। এ কাজের জন্য সবাই একত্রিত হলেও না। আবার একটি মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নেয় তার সামান্যও তারা উদ্ধার করতে পারেনা। যারা চায় আর যাদের কাছে চায় উভয়ই কতো দুর্বল! (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৭৩)

বাস্তবে যখন কোন ভীতি বা হুমকি আসে তখন মানুষ আলাহ্কে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে আলাহ্ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কোন আশ্রয় নেই। এ কথাগুলো ক্বুরআনে বিবৃত আছে ঃ

বলো ঃ " যখন তোমরা কাতরভাবে ও গোপনে বলো- 'তুমি আমাদের বাঁচালে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো' তখন কে তোমাদের জল-স্থলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে?'"
(সূর আল্ আন্য়:াম#৬:৬৩)

মানুষ বিপদে পড়লেই তো আলাহ্কে স্মরণ করে। ডাকে। এ তথ্য প্রমাণ করে যে আলাহ্ আছেন। আসলে, আমরা সবাই ভিতরে ভিতরে এ সত্য স্বীকার করে নিচ্ছি যে আলাহ্ আছেন। আরো স্বীকার করে নিচ্ছি যে একমাত্র আলাহ্ই আমাদের আশ্রয়স্থল। সুতরাং, শেষ সময় আসার আগেই তাঁর নিকট সবার আত্মসমর্পণ করা উচিৎ। ৰমা ও আশ্রয় চাওয়া উচিৎ।

আলাহ্র নিকট থেকে আসবে একটি দিন যা তোমরা ঠেকাতে পারবেনা; সে দিন আসার আগেই ফিরে আসো। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা। দিনটিকে অস্বীকারও করতে পারবেনা।
(সূর আশ্ শূর-#৪২:৪৭)

৬৩

আল্ মালিক

// AL-MALIK: The Sovereign; **The King**. // Say: "I seek refuge with the Lord of mankind, **the King of mankind**, the God of mankind." (Surat an-Nas, 114:1-3)

সার্বভৌম; সম্রাট

বলো ঃ " আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের মালিকের কাছে। মানুষের **সম্রাটের** কাছে। মানুষের ইলাহের কাছে।"

(সূর আন্ নাস#১১৪:১-৩)

মালিক বিশেষণটির অর্থ হচ্ছে– অস্তিত্ববান সবার উপরে আলাহ্ সার্বভৌম। তিনি চেনা অচেনা সকল বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক। তিনি চিরস্থায়ী সার্বভৌম সত্তা। আলাহ্র সৃষ্টি মানব, জন্তু, বৃহ, জিন্ন, ফিরিস্তা, দানব বা মানুষের অজানা নানান রকম জাতি অর্থাৎ এক কথায় দৃশ্য-অদৃশ্য সকল জাতি তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর নির্দেশাধীন। আলাহ্ আরও অনেক বিশ্বের মালিক। তিনি এদের চরম বিস্ময়কর শৃঙ্খলায় পরিচালনা করেন।

আলাহ্র নিকট একান্ত আত্মসমর্পণকারীগণ এমনটা ভাববেনা যে তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তৈরা করা হয়েছে। স্রষ্টা আলাহ্ সবকিছু দেখতে পান ও শুনতে পান। তাই তিনি সবকিছু জানেন । এ সত্য কথাগুলো বোঝর মতো লোকদেরকে এ কথাও বুঝতে হবে যে স্রষ্টার নিকট প্রত্যেকেই দায়বদ্ধ। সমস্ত বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান শৃঙ্খলার একমাত্র মালিক আলাহ্। তিনি সবকিছু স্পন্দিত করেন। সব কিছু তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতসমূহ স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

অতি মহান আলাহ্, তিনি সম্রাট, খাঁটি... (সূর ত্ব-হাা#২০:১১৪)

মহামহিম আলাহ্, তিনি বাদশাহ্, তিনি আসল। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

(সূর আল্ মুমিনূন্#২৩:১৬)

তিনি আলাহ্– তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি সম্রাট, তিনি প্রকৃত (সার্বভৌম), শান্তি, চূড়ান্ত, বিশ্বাসভাজন, নিরাপত্তা প্রদায়ক, সর্ব শক্তিমান, বাধ্যকারী, সর্ব মহান। তারা যাদের অংশী বানায় তাদের থেকে তিনি উপরে।

(সূর আল্ হ:াশ্র#৫৯:২৩)

৬৪

আল্ মাতীন

// AL-MATEEN: The Firm; **The Possessor of Strength**. // Truly Allah, He is the Provider, **the Possessor of Strength**, the Sure. (Surat adh-Dhariyat, 51:58)

দৃঢ়; শক্তিমান

☆ আলাহ্ই তো রসদ দাতা। **শক্তিমান**। পরাক্রান্ত।
(সূর আয্ যারিইয়:াত#৫১:৫৮)

আলাহ্র অস্তিত্ব অবিশ্বাসীদেরকে যতটুকু বিভ্রান্ত করে; তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী তাদেরকে তার চেয়ে আরো বেশী বিভ্রান্ত করে। অনেকে ভাবে যে ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক বিশ্বের সব খবর তিনি রাখেননা। অনেকে বিশ্বাস করে যে আলাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সবকিছু নিজ নিজ পদ্ধতির উপর ছেড়ে রেখেছেন। আবার অনেকে যুক্তি দেখায় যে আলাহ্ স্বেচ্ছায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, তাঁর প্রতি আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। যা হোক, আলাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে এ রকম যতসব মানদন্ড ব্যবহার করা হয় তা কিন্তু সঠিক নয়। **"তারা আলাহ্র উপযুক্ত মানদন্ডে মাপেনা। আলাহ্ প্রবল। পরাক্রমশালী।"**(সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৭৪) আয়াত এ কথা প্রকাশ করে।

চারপাশে আলাহ্র অসংখ্য সাৰ্য ছড়িয়ে আছে। তবুও অনেকে আলাহ্র অস্তিত্ব এখনও টের পাচ্ছেনা। একদিন এরা তাঁর অস্তিত্ব ঠিক ঠিক অনুভব করবে। আলাহ্র ৰমতা ও শক্তির তীব্রতা ভালো ভাবে বুঝবে। সেদিন তাঁর ইচ্ছায় দৃঢ়তম অট্টালিকা আর স্থিরতম পর্বত এক ঝটকায় ভূমিস্যাৎ হয়ে যাবে।

যখন দেয়া হবে শিঙ্গায় ফুৎকার- একটি মাত্র ফুৎকার। উৎৰিপ্ত হবে পর্বতমালাসহ পৃথিবী। চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে একটি মাত্র আঘাতে। সে দিন ঘটনা ঘটবে। টুটে ছিটকে পড়বে আকাশ। সেদিনে সে হবে দুর্বল। (সূর আল্ হ:াক্বহ্#৬৯:১৩-১৬)

এ প্রলয় রূপ আলাহ্র গৌরব ও ৰমতার সাথে সমঞ্জস্যশীল হবে। আমাদের জীবন সহায়ক এ শীতল সমুদ্র তখন প্রচন্ড তাপে ফুটতে থাকবে। অতঃপর ভূমি অগ্নুতপাৎ করবে। মানুষের চোখের সামনে অস্তিত্বশীল যা কিছু রয়েছে তাসহ সকল পদ্ধতি ধূলিস্যাৎ হবে। যে শক্তি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তার নির্দেশে সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে ফেলা হবে। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে যে সূর্য শক্তির উৎস হিসাবে আলো ছড়াচ্ছে তা অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। সে সবাইকে বুঝিয়ে দিবে যে তারও প্রভু আছে। এ সমস্ত ঘটনা দ্বারা আলাহ্ প্রমাণ করবেন যে তিনি প্রকৃত শক্তিমান। তিনিই সার্বভৌমত্ব ও ৰমতার প্রকৃত মালিক। নীচের আয়াত বলে ঃ

তারা আলাহ্র যোগ্য মূল্যায়ন করেনা। অথচ উত্থান দিবসে গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয়। আর আকাশসমূহ ডান হাতে থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায়। প্রকৃত সম্মান তো তাঁর। ওরা যাদেরকে তাঁর তুল্য করে তিনি তাদের থেকে উর্দ্ধে।
(সূর আজ্ জু:মার#৩৯:৬৭)

বিচার দিবসে এসব ঘটনা দিয়ে আলাহ্ সকল মানুষকে তাঁর আসল বা দৃঢ় শক্তির রূপ দেখাবেন। যারা তাদের অবিশ্বাসের উপর লেগে থেকেছিল তারা শেষপর্যন্ত তাঁর অসীম শক্তির টের পাবে। তবে, এর বিপরীতে, বিশ্বাসীরা তাঁর শুভ করুণার আশায় সচেষ্ট থাকার পুরস্কার স্বরূপ তাঁর ৰমা লাভ করবে। তাদের তখনকার অনন্দের চিত্র আল্ ক্বুরআান ফুটিয়ে তোলে ঃ

সেদিন কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল।
(সূর য়:াবাসা#৮০:৩৮-৩৯)

৬৫

আল্ মাওলা

// AL-MAWLA: **The Protector**; The Master. // No, Allah is your **Protector**. And He is the best of helpers. (Surat al-'Imran, 3:150)

প্রতিরৰক; প্রভু

☆ আলাহ্ আমাদের **প্রতিরৰক**। আর সাহায্যকারীদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম। (সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:১৫০)

বিশ্বাসীমাত্র জানে যে প্রত্যেকটি জিনিস নিজ অস্িত্বের জন্য আলাহ্র কাছে ঋণী। সকল সম্রাজ্যের প্রভু আলাহ্। তিনি সকল অস্িত্বের ভার বহন করেন। আবার ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে সকল অস্িত্ব সাবাড় করে দিতে পারেন। আলাহ্ সকল বিশ্বাসীর একমাত্র বন্ধু। সতরাং, তিনি চাইলে তাদের সকলকে দুঃখ ও বেদনা থেকে অনেক দূরে রাখতে পারেন। প্রকৃত পৰে, প্রত্যেক বিশ্বাসীর প্রতি তাঁর সহায়তা ও অনুকম্পা রয়েছে। তাদের মনোভাবের কারণে তাদের প্রতি তিনি প্রশান্িত বর্ষণ করেন। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:২৬)

বান্দার অকপটতার মধ্যে অনেক বিষয় থাকে। যেমন– সে সচেতন যে আলাহ্ তার প্রার্থনা শুনছেন; তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কৃত প্রত্যেক সৎকাজের বিষয় তিনি অবহিত হচ্ছেন; এর বিনিময়ে অফুরন্ত পুরস্কার দিবেন। অদৃশ্য যোদ্ধা ও ফিরিশ্তা দিয়ে আলাহ্র সাহায্য দান ঈমানদারের মনে অলাহ্র সুরৰা ও সহায়তার প্রতি আস্থা সৃষ্টি করে। যেমন– ঘোষিত হয় ঃ **"প্রত্যেকের সামনে পিছনে রয়েছে সারিবদ্ধ ফিরিশ্তা পাহারা দেয়ার জন্য আলাহ্র হুকুমে...."** (সূর আর্ রয়:দ্#১৩:১১)। বিশ্বাসীগণ এ কথা জানে ও অকপটে অন্তরে ধারণ করে যে আলাহ্র পথে যুদ্ধে তারা জয়ী হবে। তাদেরকে বেহেশ্তের সুসংবাদ দেয়া হবে। আর আলাহ্ বহন অযোগ্য কোন ভার তাদের কাঁধের উপর দিবেননা। তারা ভাগ্যে বিশ্বাস করে। সকল বিষয় আলাহ্র নির্দেশনায় পরিচালিত হয় এ কথাও মনে রাখে। আলাহ্য় গভীর বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দার মনের অবস্থা আলাহ্ পাক কুরআানে তুলে ধরেন ঃ

আলাহ্ যা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তার বাইরে কিছুই ঘটেনা। তিনি আমাদের প্রভু। ঈমানদারগণ একমাত্র তার নিকটই আস্থা স্থাপন করে। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:৫১)

বিশ্বাসীদের প্রতি আলাহ্র ভালোবাসার সাথে পার্থিব কোন বিষয়ের তুলনা হয়না। তিনি বিশ্বাসীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইহ ও পর জগতে চমৎকার অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেন। সব কিছুর স্রষ্টা নিজের সৃষ্ট কোন সৃষ্টিকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন– এটা ঐ সৃষ্টির প্রতি তাঁর কত বিরাট অনুগ্রহ! এ বিষয়ে তিনি কুরআানে নিম্নরূপ বলেন ঃ

করো আলাহ্র পথে সেরকম জিহাদ- যেরকম জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন। তোমার উপর ধর্মীয় বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেননি। ইতঃপূর্বে তিনি তোমাদের মুসলিম নাম দিয়েছেন। এখনও একই নাম। কারণ, বার্তাবহ তোমাদের বিপরীতে সাৰী হবেন। আর তোমরা সকল মানবজাতির বিপরীতে সাৰী হবে। সুতরাং, তোমাদের প্রার্থনা কাজে পরিণত করো। দান করো। আর আলাহ্র প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখো। তিনি তোমাদের রৰক। সর্বোত্তম প্রতিরৰক। সর্বোচ্চ সহায়তাকারী। (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৭৮)

হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুলে গেলে আর ভুল করলে শাস্িত দিওনা। আমাদের প্রভু, আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে ভার দিয়েছ তার অনুরূপ ভার আমাদের উপর চাপিও না। হে আমাদের প্রভু! আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত ভার আমাদের উপর আরোপ করোনা। আমাদের ৰমা করো। দয়া করো। আমাদের উপর করুণা ঝরাও। তুমি আমাদের প্রভু। সুতরাং, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৮৬)

তারা যদি ফিরে যায়, মনে রেখো তোমাদের প্রভু আলাহ্, তিনি সর্বোত্তম প্রভু। সর্বোত্তম সাহায্যকারী। (সূর আংফাল #৮:৪০)

৬৫

৬৬

আল্ মুয়াখ্খির/ আল্ মুক্বদ্দীম

// AL-MU' AKHKHIR/ AL-MUQADDEEM: **The Deferrer**; The Keeper behind the Advancer. // If Allah were to punish people for thier wrong actions, not a single creature would be left upon Earth.

But He defers them until a predetermined time. When their specified time arrives, they cannot delay it for a single hour or bring it forward.
(Surat an-Nahl, 16:61)

অবকাশ দানকারী; বিলম্বকারী; অগ্রযাত্রা ভঙ্গকারী

☆ আলাহ্ মানুষকে তাদের পাপাচারের জন্য (সাথে সাথে) শাস্তি দিলে দুনিয়ার কোন প্রাণীই রেহাই পেতোনা। কিন্তু তিনি একটি নিদৃষ্টকাল পর্যন্ত তাদের **অবকাশ** দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের সময় যখন আসে তখন তারা সে সময়কে মুহূর্তকাল পিছাতে কিংবা আগাতে পারেনা।
(সূর আন্ নাহ:ল#১৬: ৬১)

আলাহ্ যাকে ইচ্ছা পিছনে হটান। যাকে ইচ্ছা সামনে আনেন। তিনি সব কিছুর একক স্রষ্টা । তাই প্রত্যেক সৃষ্ট বিষয়ে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার তাঁর। তিনি প্রতিটি ঘটনার মেয়াদ বা কাল নির্ধারণ করেন। প্রত্যেক সৃষ্টির স্রষ্টা হিসাবে শেষ পরিণতি তিনি নির্ধারণ করেন। এ ছাড়া, প্রতিটি অস্তিত্বের নানা ঘটনাপঞ্জী তিনি নির্ধারণ করেন। নির্ধারিত কাল আসলেই আলাহ্র চাওয়া অনুযায়ী নিদৃষ্ট ঘটনাটি ঘটে। আল্ ক্বুরআানে আলাহ্ বলেন ঃ

প্রত্যেক জাতির একটি নিদৃষ্ট ৱণ রয়েছে। তাদের ৱণ এলে তারা একটা ঘন্টাও বিলম্ব করাতে কিম্বা ত্বরান্বিত করাতে পারেনা। (সূর আল্ আয়:রফ#৭:৩৪)

নির্ধারিত কাল সম্পর্কে আলাহ্ ছাড়া কেউ জানেনা। নির্ধারিত কাল আসার আগে পাতাটিও ঝড়েনা। সকল জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ৱণ ঐশ্বরিক নির্ধারণে চলে। তবে, আলাহ্ চাইলে কোন ঘটনা বিলম্বিত বা অগ্রগামী করতে পারেন। মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে। তবে, আলাহ্র ৱেত্রে এ সময় বিভাজন প্রযোজ্য নয়। যেমন– ক্বুরআানে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **অন্যায়কারীরা কি প্রস্তুতি নেয় আলাহ্ তা টের পাননা- এমনটা ভেবনা। তাদের চরু স্থির হওয়ার দিনটি পর্যন্তই তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন। (সূর ইব্রহীম#১৪:৪২)**

☑ **কোন জাতি তাদের জন্য নির্ধারিত সময়কে এগিয়ে আনতে কিম্বা পিছিয়ে দিতে পারেনা। (সূর আল্ হি:জ্র#১৫:৫)**

যেহেতু এটাই বাস্তবতা; সেহেতু, প্রত্যেক বান্দার উচিৎ আলাহ্র ঘনিষ্ট হওয়া। তিনি কাকে বা কি এগিয়ে এনেছেন বা কি পিছিয়ে নিয়েছেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বান্দা যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কেননা, আলাহ্ বলেন ঃ **"মানুষ ত্বরাপ্রিয়..."** (সূর আল্ ইস্র-#১৭:১১)। অনেক সময় আমরা বিশেষ কিছু আশা করি। আবার অনেক সময় কোন কিছুর ইতি কামনা করি। কিন্তু আমাদের জন্য যে কোনটা ভাল তা একমাত্র আলাহ্ই ভাল জানেন। সুতরাং, সে অনুযায়ী তিনি সবকিছুর পরিণতি বা ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। মানুষ নিজের জন্য যেটা ভাল মনে করে বাস্তবে সেটা তার জন্য খারাপও হতে পারে। সুতরাং আলাহ্ যা নির্ধারণ করে দেন তা নিয়ে সব বিশ্বাসীর খুশী থাকা উচিৎ।

৬৭

আল্ মুয়াদ্দীব

//AL-MU'ADHDHIB: **The Punisher**.// That Day, no one will punish as He punishes and no one will shackle as He shackles.

(Surat al-Fajr, 89: 25-26)
শাস্তিদাতা

☆ সেদিন তাঁর মতো কেউ **শাস্তি** দিতে পারবেনা। তাঁর মতো কেউ বেড়ি পরাতে পারবেনা। (সূর আল্ ফাজ্র#৮৯:২৫-২৬)

চারপাশে এত শত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও যাদের আলাহ্য় বিশ্বাস হয়না; যারা তার বিশালত্ব ও ৱমতাকে অবজ্ঞা করে - তাদের পাওনা বড়ই কঠিন শাস্তি। কেননা, আলাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; পৃথিবীতে স্থান দিয়েছেন; আবার, আমাদের যা কিছু দরকার তা প্রস্তুত রেখেছেন। এসব কি নিজ সৃষ্টির থেকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা অর্জনের জন্য! এত অনুগ্রহের পরও অনেক লোক আলাহ্কে অস্বীকার করতে থাকে। মু'মিনদেরকে ঘৃণা করতে থাকে। তাদের বিশ্বাস বিনাশ করতে উদ্যোগী থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে এ অপকর্মের জন্য তাদেরকে ইহ ও পর জগতে উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে।

আলাহ্ তাঁর বার্তাবহ বা নবীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে অনেক কাজ করিয়ে থাকেন। কোন কোন সময় তাঁদেরকে দিয়ে অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। যেমন, তিনি ক্বুরআানে বলেন ঃ

যারা ভন্ড (মুনাফিক), আর যাদের হৃদয়ে বিমার রয়েছে, আর যারা নগরে গুজব রটায়; তারা বিরত নাহলে তাদের উপর তোমাকে প্রবল করবো। তারপর তারা তোমার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে স্বল্প সময়ের জন্য । তারা অভিশপ্ত। তাদের যেখানে পাবে, ধরতে হবে; নির্দয়ভাবে হত্যা করতে হবে। ইতঃপূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের জন্যও আলাহ্র একই রীতি ছিলো।
(সূর আল্ আহ:জাাব#৩৩:৬০-৬২)

আলাহ্ বিপরীত কিছু না চাইলে তাদের উপর পরজগতের ভয়ংকর শাস্তি চিরদিন চলতে থাকবে। তিনি স্রষ্টা বলেই মানুষের চরম দুর্বলতার আসল জায়গা সম্পর্কে জানেন। সে অনুযায়ী যথাস্থানে যথাযথভাবে আঘাৎ করতে সৱম এমন উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক শাস্তি তিনি তৈরী রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি উপযুক্ত শাস্তি দিতে জানেন। বিস্তারিত নীচের আয়াতে দেখি ঃ

যারা পরজগতে বিশ্বাস করেনা তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। (সূর আল্ ইস্র-#১৭:১০)

যারা পথ ছেড়েছে তাদের ঠিকানা হবে আগুনে। যখনই তারা বের হতে চাইবে; সাথে সাথে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর বলা হবে ঃ " ভোগ করো সে আগুনের শাস্তি যে আগুনকে তোমরা অস্বীকার করতে। " গুরু শাস্তি দেয়ার আগে আমি অবশ্য লঘু শাস্তিও দেই– তারা যাতে ফিরে আসে।
(সূর আস্ সাজদাহ#৩২:২০-২১)

আমার বান্দাদেরকে বলো যে আমি অত্যন্ত ৱমাশীল; পরম দয়াবান। আবার তেমনি কঠিন হয় আমার শাস্তি।
(সূর আল্ হি:জ্র#১৫:৪৯-৫০)

ওদের আগের লোকেরাও ষড়যন্ত্র করেছিল। আলাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাৎ করেছিলেন। তাদের উপরে ছাদ ধ্বসে পড়ে গর্ত করে ফেললো। তারা কল্পনাও করতে পারলোনা- কোন দিক থেকে শাস্তি এসেছিলো । (সূর আন্ নাহ:ল#১৬: ২৬)

যারা কাফির (অবিশ্বাসী), যারা আলাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমরা তাদের জন্য শাস্তির উপর শাস্তির স্তুপ করবো। তারা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল সে কারণে। (সূর আন্ নাহ:ল#১৬: ৮৮)

যা হোক, আমাদের সবসময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে নির্ধারিত ৱণটি না আসা পর্যন্ত অনুশোচনা করার জন্য এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আলাহ্ অসংখ্য সুযোগ রেখেছেন। আমরা যত অন্যায়

করিনা কেন প্রকৃত অনুশোচনাকারী মন নিয়ে যদি তাঁর দিকে অগ্রসর হই তবে তাঁকে সর্বোত্তম ৰমাকারী ও সর্বোচ্চ সহনশীল হিসাবে পাই । যারা অকপট ভাবে অনুশোচনা করে তাদের উদ্দেশ্যে আলাহ্ বলেন ঃ

কিন্তু কেউ যদি ভুল করার পর তাওবা (অনুশোচনা) করে আর সংশোধন করে, আলাহ্ তার প্রতি সদয় হবেন । আলাহ্ অত্যন্ত ৰমাশীল । পরম করুণাময় । (সূর আল্ মাইদাহ#৫:৩৯)

যারা অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে, সৎপথে চলে তাদের প্রতি আমি সর্বদা ৰমাশীল ।
(সূর ত্ব-হা#২০:৮২)

৬৮
আল্ মুহীত

//AL-MUHEET: All-Pervading; **The All-Encompassing**. // What! Are they in doubt about the meeting with their Lord? What! Does not He encompass all things? (Surah Fussilat, 41:54)

সর্বত্র প্রবেশকারী; সর্ব পরিবেষ্টনকারী

☆ কী! তারা তাদের প্রভুর সাথে সৰাৎ বিষয়ে সন্দেহ করে? কী! তিনি কি সবকিছু পরিবেষ্টন করে নেই?(সূর ফুস্সীলাত#৪১:৫৪)

ধর্ম থেকে বহু দূরে অবস্থানকারীগণ মনে করে যে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের তৈরীকৃত মিথ্যাচার বা তঞ্চকতা সম্পর্কে কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারেনা । অবিশ্বাসীদের উদ্ভাবিত মিথ্যা, প্রকৃত পৰে, তাদেরকে দাম্ভিক বা অহংকারীতে রূপান্তরিত করে । তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা যে নিজেদের অনিষ্টকারী, আসলে, তা নিজেরা বুঝতে পারেনা । তাই, তারা অনবরত ভুল করতে থাকে । করতেই থাকে । কারণ, তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে তারা যা কিছু করুক না কেন আলাহ্ তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন । তিনি সব সময় সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন ও শুনতে পাচ্ছেন । যেমন, তিনি ক্বুরআনে বলেন ঃ

তারা লোকদের থেকে নিজদেরকে লুকিয়ে রাখতে চায় । কিন্তু আলাহ্র থেকে নিজদের লুকাতে পারেনা । আলাহ্র প্রিয় নয় এমন কথা বলে বলে যখন তারা রাত পার করে দেয়; তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন । তারা যা কিছু করুক আলাহ্ সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন ।
(সূর আন্ নিসাা#৪:১০৮)

কোন চিন্তা বা ফিস ফিস আওয়াজ আলাহ্র অজ্ঞাত থাকেনা । মানুষের গোপনতম বিষয়টি তিনি জানেন । কারণ, তিনি মানুষের ঘাড়ের নিকটতম রগটির চেয়েও কাছে অবস্থান করেন । তিনি মহাবিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছেন । তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন । আমাদের জানা এ পৃথিবী বা বিশ্ব অথবা আমাদের অজানা ফিরিশ্তা, জিন্ন বা আরো অনেক কিছু - সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণের আওতায় । তিনি নিজের আয়াতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঃ

তোমার জন্য মঙ্গলজনক কিছু ঘটলে তাদের পিত্ত তেতে উঠে । আর তোমার কোন অমঙ্গল হলে তারা আনন্দ করে । তবে তুমি যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, আর অন্যায় প্রতিরোধ করো– তাদের কোন ষড়যন্ত্র তোমার কোন ৰতি করবেনা । আলাহ্ তাদের সকল কারবার পরিষ্টেন করে আছেন ।
(সূর আালি য়িমর-ন#৩:১২০)

৬৯
আল্ মুদহিক/আল্ মুবকি

//AL-MUDHHEEK/ AL-MUBKI: **He Who Brings about both Laughter and Tears.** // That it is **He Who brings about both laughter and tears**. (Surat an-Najm, 53:43)

হাসি ও কান্না আনায়নকারী

☆ তিনিই **হাসি-কান্না আনায়ন** করেন । (সূর আন্ নাজম#৫৩:৪৩)

বিশ্বাসীরা জানে যে তারা যাকিছু দেখছে সবকিছু আলাহ্র সৃষ্টি । সুতরাং, পরিস্থিতি যত জটিল বা যত কঠিন হোকনা কেন সর্বাবস্থায় তারা মুগ্ধ থাকে । তারা জানে যে পার্থিব জীবন ৰণস্থায়ী । তাই কোন কিছু হারিয়ে গেলে বিলাপ করেনা । তারা এও বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের নৈতিক মাধুর্যের উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে । আলাহ্ও বিশ্বাসীদেরকে সর্বোত্তম জীবনের প্রতিশ্র"তি দিয়েছেন ।

পৰান্তরে, অবিশ্বাসীরা নিজদেরকে আলাহ্ থেকে স্বাধীন মনে করে । তারা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের চাহিদা মেটাতে মশগুল থাকে । তাদের চর্চাকৃত এ ভ্রান্ত ধারণা স্বীয় আত্মার উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে । অন্যের সন্তুষ্টি অর্জনের নিরন্তর চেষ্টা আর পার্থিব লৰ্য অর্জনের তোড়জোর তাদের ভীত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে রাখে । তাদের এ মনোভঙ্গী তাদেরকে যে কোন কিছু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে । কিন্তু মানুষ দুর্বল । এত কিছু নিয়ে চিন্তার ভার বহন করা তার পৰে সম্ভব নয় । তাছাড়া, মানব দেহ ও মন তো আলাহ্য় আস্থা স্থাপনের জন্য তৈরী করা হয়েছে! তথাপি এরকম ভুল বা অলীক ভাবনা তাদেরকে আলাহ্ থেকে দূরে সরায় । অৰম মনে দীর্ঘ শ্বাস জন্ম দেয় । দুঃখ বেদনা আর ঝৈ ঝামেলার কারণ ঘটায় । এ জীবনে ও পরবর্তী জীবনে এদেরকে আলাহ্ কী দিবেন সে সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

তাদের অর্জনের বিনিময়ে তাদের সামান্য হাসতে আর বেশী বেশী কাঁদতে দাও । (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:৮২)

আলাহ্ ঘটনার পর ঘটনা ও যুক্তির পর যুক্তি দাঁড় করিয়ে এদেরকে কাঁদিয়ে ছাড়েন । অন্যদিকে, তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রশান্তি দিয়ে সর্বৰণ হাসিয়ে থাকেন । তিনি তাদের মনের ব্যথা দূর করেন । কেননা, তিনি তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী । আর তারা যদি কষ্ট ক্লেষের মধ্যে পড়ে তবে আলাহ্ তাদের ধৈর্য ও শক্তি দেন; তিনি তাদের হতাশায় ছেড়ে দেননা । আলাহ্র অনুগ্রহের উসিলায় দুঃখ পেয়ে তারা সাজদায় পড়ে যায় । তারা কেবলমাত্র আলাহ্র নিকটই কান্নাকাটি করে । এ জগতের অবস্থা যেমন হোক, তারা তা নিয়ে এবং পরজগতে আনন্দ উপভোগের আশা নিয়ে, নিু আয়াতে বর্ণিত স্বস্তি অনুভব করে ঃ

যারা বিশ্বাস করতো আর ঠিক কাজ করতো তাদের সুশীতল উদ্যানের আনন্দ দেয়া হবে । (সূর ই:য়াসীন#৩৬:৫৫)

আজ নিঝুম বনের সাথীবৃন্দ আনন্দ উপভোগে মশগুল ।

(সূর আজ: জু:খর"ফ#৪৩:৬৮-৭০)

" হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের আর কোন ভয় নেই । দুঃখ কি জিনিস তাও তোমরা বুঝবেনা ।" যারা আমাদের আয়াত বুঝেছো আর মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী হয়েছোঃ "আনন্দে আনন্দে উদ্যানে প্রবেশ করো । তোমরা আর তোমাদের সঙ্গীগণসহ ।"

(সূর আত্ব ত্বর#৫২:১৭-১৮)

পরকালে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চেহারার অভিব্যক্তিতে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ফুটে উঠবে । পরস্পর এ ভিন্নতা সম্পর্কে নিুের আয়াতে বলা হয় ঃ

সেদিন কিছু মুখ হবে আলোকোজ্জ্বল, প্রফুল, হাস্যজ্জ্বল । সেদিন আর অনেক মুখ হবে ধূলিমাখা, বিমলিন; ওরা হলো ইন্দ্রিয়পরায়ণ অবিশ্বাসীগণ । (সূর য়:াবাসা#৮০:৩৮-৪২)

আল্ মুওয়াফ্ফী

//AL-MUWAFFEE: He Who Keeps His Word; **He Who Pays in Full**. // So be in no doubt about what these people worship. Thy only worship as their ancestors worshipped previously. **We will pay them their portion in full, with no rebate!** (Surah Hud, 11:109)

ওয়াদা পালনকারী; পূর্ণরূপে প্রতিদানকারী

☆ সুতরাং, এ সব লোকের অর্চনার বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকো। এদের পূর্বপুর"ষগণ যে সবের অর্চনা করতো এরাও তাদের অর্চনাই করে। আমরা তাদেরকে কোন ছাড় ব্যতীত উপযুক্ত ফলাফল **পরিপূর্ণরূপে** দেবো। (সূর হূদ#১১:১০৯)

আমাদের সকল চি"ন্া ও কাজ আলাহ্র দৃষ্টি গোচরে সংরৰিত হয়। তিনি কিছুই ভোলেননা। সূৰ্মতম বিষয়ও থেকে মন মুছে যায়না। যেমন, **"..... কোনকিছু হোক তা শষ্যকণা পরিমাণ, আর থাকুক পর্বতের গভীরে অথবা কোন কিছু তা থাকুক আকাশসমূহ ও পৃথিবীর যেকোন স্থানে– আলাহ্ তা বের করে আনবেনই। আলাহ্ সর্বত্র প্রবেশকারী। সম্যক পরিজ্ঞাত।"** (সূর লুকমাান#৩১:১৬)। তাই, আমরা বিচারদিবসে আমরা নিজ নিজ কৃতকর্ম পাতায় পাতায় দেখতে পাবো। সে অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া হবে। নীচের আয়াত সে কথা যেমন বলে ঃ

☑ **সেদিন তাদের কর্মফল নিতে মানুষ উঠে আসবে দলে দলে । কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা দেখতে পাবে। কেউ অণু পরিমাণ মন্দকাজ করলে তা দেখতে পাবে।**
(সূর আল্ জি:ল্জ:াল#৯৯:৬-৮)

সে দিন বিচারে দিন। সবার কৃতকর্ম বিশেষ মানদন্ডে পরিমাপ করা হবে। আলাহ্র বিচারে কারো প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করা হবেনা ঃ

☑ **পুনর"্খান দিবসে আমরা ন্যায়দন্ড স্থাপন করবো। সেদিন কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। শস্যদানার পরিমাণ ওজন নয় এমন জিনিসও পেশ করবো। হিসাব করণে আমরা পর্যাপ্ত।**
(সূর আল্ আম্বিয়া#২১:৪৭)

উপযুক্ত প্রতিফল নির্ধারণের জন্য প্রতিটি কাজ মূল্যায়িত হবে ঃ

☑ **যার পালা ভারী হবে সে পাবে সর্বানন্দ জীবন । আর যার পালা হবে হালকা তার মাতৃভূমি হবে হাবিয়া। হাবিয়া কি জানো? হাবিয়া প্রচন্ড আগুন। (সূর আল্ ক্ব-রিয়:াহ্#১০১:৬-১১)**

আলাহ্র বিচারের মূল কথা হল– যে যা করেছে তাকে তার যথাযথ প্রতিফল দেয়া হবে। মানুষের প্রার্থনা ও কাজের প্রতিদান পরকালের এ পৃথিবীতে দেয়া হবে। তাই এ দিনটি বিশ্বাসীদের জন্য যেমন পরম আশীর্বাদের; অবিশ্বাসীদের জন্য তেমনি ভয়ংকর বিপদের। তারা তাদের আত্মিক অন্ধত্ব সম্পর্কে গাফিল ছিল ঃ

☑ **যারা পার্থিব জীবন ও জীবনের শোভা খোঁজে তাদের পূর্ণ ফল দেই এখানেই ; চাহিদা বঞ্চিত করিনা। কিন্তু পরকালে পাবেনা এরা– আগুন ছাড়া অন্য কিছুই । তাদের এখানকার অর্জন কোন কাজে আসবেনা। তাদের কর্ম হবে নিষ্ফল ।**
(সূর হূদ#১১:১৫-১৬)

আল্ মুহ:ছ্বী
//AL-MUHSEE: **The Reckoner**.// He has counted them and numbered them precisely. (Surat al-Maryam, 19:94)
শুমারকারী

☆ তিনি **ওগুলো গুনেছেন** এবং সঠিক নম্বর দিয়েছেন ।
(সূর মারই:য়াম#১৯:৯৪)

আলাহ্ আমাদের বলেন, **" তিনি যা সৃষ্টি করেলেন– তিনি কি তা জানেন না?"** (সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:১৪); অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির প্রত্যেক সদস্যের সূক্ষ্মতম বৈশিষ্টটিও জানেন । বস্তুতপক্ষে, তিনি তাদের কেশাগ্র ধরে রাখেন । কারণ, তিনিই তাদের রং, আকার, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতিসহ সংখ্যা নির্ধারণ করেন । নিশ্চয়ই কোন মানুষ তাঁর মত এত জ্ঞান রাখেনা ।

আলাহ্ যেমন গ্রহ নক্ষত্রসহ নভমন্ডলের যাবতীয় অঙ্গের হিসাব জানেন তেমনি সকল অণু কেন্দ্র করে ঘূর্ণমান ইলেক্ট্রনের সংখ্যাও জানেন । তিনি যেমন জানেন বৃক্ষে কত পাতা তেমন জানেন প্রতি পাতায় কত অণু! তিনি পৃথিবীর ত্বকের নীচে কত বালুকণা আছে তা যেমন জানেন তেমনি ত্বকের উপরে কতটি বালুকণা আছে তাও জানেন । মহা বিশ্বে কতটি বৃষ্টিকণা আছে আর গহিন সমুদ্রে কতগুলো মাছ বাস করে সব তার অধিজ্ঞানে রয়েছে । তিনি সৃষ্টি করেছেন । তাই তিনি প্রাণী এবং বৃক্ষ প্রজাতির সঠিক সংখ্যা জানেন । আদম (য়:া) থেকে এ পর্যন্ত কত মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে? বিচার দিন পর্যন্ত এখানে কত মানুষ বসত করবে? – সব হিসাব তিনি জানেন ।

তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান সম্পর্কে ক্বুরআান বলে ঃ

☑ **সেদিন আলাহ্ সকলকে তুলবেন একত্রে । কে কি করেছিল সবাইকে জানাবেন । তারা তো ভুলে গেছে কিন্তু আলাহ্ সবকিছুর রেকর্ড রেখেছেন ।**
(সূর আল্ মাজাাদালাহ্#৫৮:৬)

৭২
আল্ মুহসিন

//AL-MUHSIN: **The Giver.** // Say: "All favor is in Allah's Hand and He <u>gives</u> it to whoever He wills. Allah is All-Encompassing, All-Knowing. He picks out for His Mercy whoever He wills. Allah's favor is indeed immense." (Surat al-'Imran, 3:73-74)

দাতা

☆ বলো ঃ " সকল কল্যাণ আলাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা **দান করেন**। আলাহ্ সর্ব পরিবেষ্টনকারী। সর্ব জ্ঞাত। তিনি যাকে খুশী অনুগ্রহের পাত্র মনোনীত করেন। আলাহ্র দান তো বেশুমার।
(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:৭৩-৭৪)

আলাহ্র শাশ্বত বিধান হল তিনি তার খাঁটি বান্দাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের জন্য রহমত বা দয়া ও মাধুর্য দ্বারা তাদের পুরস্কৃত করেন। যেহেতু সম্পদ, সুনাম, সৌন্দর্য বেহেশ্তের বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য; সেহেতু বান্দাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং এ সবের প্রতি কামনা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আলাহ্ অনুরূপ বৈশিষ্ট্য এ ধরায়ও সৃষ্টি করেন। একদিকে, অবিশ্বাসীদের চিরস্থায়ী শাস্তি এ পৃথিবী থেকে শুরু হয়; অন্যদিকে, আলাহ্ তাঁর অকপট বান্দাদের জন্য প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের ছটাও তিনি পৃথিবীতে ফুটিয়ে তোলেন।

তিনি বলেন যারা অনুশোচনা করে আর তাঁর রহমত কামনা করে তিনি তাদের এ পৃথিবীতেও বেহেশ্তী নিয়:ামত দিবেন। যেমন, এ আয়াত বলে ঃ

☑ **প্রতিপলিকের নিকট ৰমা চাও। কান্নাকাটি করো। তিনি মঙ্গলকর জীবন উপভোগ করাবেন। (উলেখ্য) এ জীবন নিদৃষ্ট সময়ের। আর যার যার উৎকর্ষ মতে প্রত্যেককে অনুগ্রহ দান করবেন। তোমরা যদি বিপরীত মুখি হও তবে আমি ভয়ংকর দিনের শাস্তি আশঙ্কা করি। (সূর হূদ#১১:৩)**

বিশ্বাসীরা সর্বত্র আলাহ্র অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করে। আলাহ্র মহিমায় নিজদের সৃষ্টির কথা অনুধাবন করতে পেরে আলাহ্র অনুগত বান্দারা তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করে। তাঁদের জন্য জারীকৃত ধর্ম মতে পরকালের আশায় সে ধর্মের প্রতি গুরুত্ব সহকারে জীবনযাপন করে। তাদের কৃতকর্মেরর জন্য আলাহ্ উত্তম ভাবে পুরস্কৃত করবেন। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্যে কৃত সকল ভাল কাজের প্রতিফল তিনি দিয়ে থাকেন। যেমন– নিম্নের আয়াতে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **ভালো ছাড়া হতে পারে কি অন্য কিছু– ভালোর পুরষ্কার? (সূর আর্ রহ:মান#৫৫:৬০)**

☑ **আলাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীদের পুনরুত্থান দিবসে কী হবে! আলাহ্ মানব জাতিকে সাহায্য দান করেন; তবু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (সূর ই:য়ূনুস#১০:৬০)**

☑ **তাদের সামান্য বা বৃহৎ যে কোন ব্যয়, বা যে কোন প্রান্তর অতিক্রম কোন কিছুই অলিখিত থাকেনা। কেননা, (যাতে করে) আলাহ তাদের সকল কাজের উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:১২১)**

☑ **আলাহ্র পথে ব্যয়কারীদের উপমা যেন একটি বীজ যা সাতটি শিষ উৎপন্ন করে; যার প্রতি শিষে হয় এক শত দানা। আলাহ্ যাকে খুশী এরকম বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আলাহ্ সর্ব বেষ্টনকারী; সর্ব জ্ঞাত।
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৬১)**

**শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায়; আর তোমাদেরকে ধনলিপ্সু হতে আদেশ করে। (এর বিপরীতে) আলাহ্ তাঁর ৰমা আর প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আলাহ্ সর্ব পরিবেষ্টিত। সর্ব পরিজ্ঞাত।
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৬৮)**

৭৩
আল্ মুহ্ঃী
//AL-MUHEE: **The Giverof Life**. // He gives life and cause to die, and you will be returned to Him. (Surah Yunus, 10:56)
জীবনদাতা

☆ তিনি **জীবন দেন** । মৃত্যুর কারণ করেন । আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে । (সূর ই:য়ূনুস#১০:৫৬)

আলাহ্র অসীম ৱমতা । তিনি শূণ্য থেকে সৃষ্টি করেন । সৃষ্টকে জীবন দান করেন । জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত পরিবেশ গড়েন । সে পরিবেশ দিয়ে নিদৃষ্ট কাল যাবৎ বেষ্টন করে রাখেন । আলাহ্র এগুণ একক ও অনন্য ।

আলাহ্ শুক্রাণু তৈরী করেন । ডিম্বাণুর সাথে মিলিত করেন । আমরা খালি চোখে এ সবের কিছুই দেখতে পাইনা । একটি ডিম্বাণুকে ফলবান করার উদ্দেশ্যে শুক্রাণুটি মিলিত হবার সুযোগ নেয়ার পরপরই ডিমটিকে ঝিলী ঢেকে ফেলে । অতঃপর নতুন জীবন যাত্রা শুর করে । আলাহ্ এ ৱুদ্র কোষটিকে প্রথমত দু'টি পরবর্তীতে চারটি কোষে রূপান্রিত করেন । এ পদ্ধতি মাতৃগর্ভে অতিদ্রত চলতে থাকে । মাতৃগর্ভে এর স্বাভাবিক পরিণতিতে আবির্ভুত হবে এক অলৌকিক জীবন । কিছু সময় পরে ভ্রণের মগজ,ায়ুতন্ত্র, হাড়, তরণাস্থি তৈরীর জন্য কোষ রূপান্রিত হতে থাকে । এ ভাবে মাত্র ৯ মাসে ইতঃপূর্বে অস্তিত্বহীন মানুষকে আলাহ্ অস্তিত্ব দান করেন । সে মানুষ এক সময়- দেখে, শোনে, কথা বলে আর নিজ বোধশক্তি প্রয়োগ করে । আলাহ্ জীবন দান করেন । নিশ্চয়ই একটি ডিম ও একটি শুক্র স্বয়ংক্রিয় ভাবে মিলিত হয়ে এরকম অদ্ভুৎ কর্মধারা সুসম্পন্ন করতে এবং একটি মানুষ তৈরী করতে পারেনা । আলাহ্ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হতে অনুমতি দেন । মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেন । অতঃপর মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট ভ্রণকে মাতৃ গর্ভে নয় মাস সংৱরণ করেন । এ হল একক সৃষ্টি; অনন্য জীবন দান ।

আলাহ্ প্রতি জনকে জীবন দান করেন । মৃত্যুর জন্য বিশেষ দিন নির্ধারণ করেন । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পার্থিব জীবনে প্রত্যেকের পরীৱা নেন । তারপর নির্ধারিত সময়ে জীবন নিয়ে নেন । এ রকম শূন্য থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করার মতো বিচারের দিনেও পূর্বের মতো সবার পুনরুত্থান ঘটান । পৃথিবীতে কৃতকর্মের প্রতিফল সেখানে প্রদান করেন । নিসন্দেহে সর্বশক্তিমান আলাহ্র পৱে জীবন দেয়ার মতো মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটানোও স্বাভাবিক ব্যাপার । তবুও যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে তারা বলে ঃ

সে আমাদের উপমা বানায়; অথচ নিজকে সৃষ্টির কথা ভুলে যায়! আর বলে ঃ "হাড়গুলো পঁচে-গলে গেলে কে তাতে প্রাণ দিবে?" (সূর ই:য়াসীন#৩৬:৭৮)

আলাহ্ তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি পুনরুত্থান ঘটাবেন । যেমন তিনি বলেন ঃ

বলো ঃ " প্রথম বার যিনি সৃষ্টি করেছেন; তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন । প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর রয়েছে পূর্ণ জ্ঞান । "

(সূর ই:য়াসীন#৩৬:৭৯)

এবার দেখো আলাহ্র অনুগ্রহের পরিণতি । তিনি কেমন করে মৃতকে জীবন ফিরিয়ে দেন । এ কথা অবশ্যই সত্যি তিনি মৃতকে জীবন ফিরিয়ে দেন । কারণ, তাঁর ৱমতা সবকিছুর উপর (পরিব্যাপ্ত) ।

(সূর আর্ রূম#৩০:৫০)

লৱ্য করো তার নিদর্শনগুলোর দিকে । পৃথিবী বিশুষ্ক উষর হয় । তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন । (তখন) ধরণি কেঁপে ওঠে; স্ফীত হয় । যিনি মৃত্তিকাকে জীবন দেন মৃতকেও জীবন দিবেন তিনি । নিশ্চয়ই তাঁর ৱমতা সবকিছুর উপর । (সূর ফুস্সীলাত#৪১:৩৯)

৭৪

আল্ মুক্ব-লিব

//AL-MUQALLIB: **The Turner of People's Heart.** // We will overturn their hearts and sight, just as when they did not believe in it first, and We will abandon them to wander blindly in their excessive insolence.
(Surat al-An'am, 6:110)

হৃদয় সঞ্চালক

☆ আমিও তাদের হৃদয় ও দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবো; প্রথম বার তারা যেমন বিশ্বাস করেনি । আর ছেড়ে দেবো ঘুরপাক খেতে অন্ধের ন্যায়- অবাধ্যতায় । (সূর আল্ আন্য়ঃাম#৬:১১০)

আলাহ্র নির্ধারিত ধর্ম সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে আলাহ্র দেয়া এ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝবোনা। বিশ্ব সৃষ্টি, এর অসংখ্য অধিবাসী সৃষ্টি, জীবন, মৃত্যু, পরকাল, বেহেশ্ত, দোজখ, ফিরিশ্তা, শয়তান ইত্যাদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা নিজে নিজে বুঝতে পারিনা। পৃথিবীতে অনেক মানুষ জন্মে। তবে অনেকে এ সবের প্রতি উদাসীন থাকে। শেষমেষ, এক সময় তারাসহ সবাই মৃত্যু বরণ করে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, আলাহ্ আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করলে উপরের বিষয়গুলোর উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারি। তখন তিনিও আমাদের হৃদয় পবিত্র করেন। আমাদেরকে খাঁটি ধার্মিক করেন। যে লোক এক সময় ধর্মের প্রতি বিরূপ ছিল একদিন সে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন করে। যে মানুষ এক সময় আলাহ্র আদেশ উপেৰা করতো সে মানুষই তখন গভীর নিষ্ঠার সাথে আলাহ্র আদেশ পালন করে। তাঁকে আন্ঁরিকতার সাথে স্মরণ করে। তেমনি ভাবে, আলাহ্র দেয়া অনুগ্রহের জবাবে প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। অথচ, ভেবে দেখুন, একদিন এ লোকটিই আলাহ্র অস্ঁিত্বের নিদর্শন, তাঁর অনুগ্রহ, ৰমা, দয়াকে অস্বীকার করতো! আলাহ্ তাদের হৃদয়ে অবিশ্বাসের বদলে বিশ্বাস সঞ্চালন করেন; তাই, তারা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষের মত আচরণ করে।

আলাহ্ যেমন বিশ্বাস মঞ্জুর করেন তেমনি ইচ্ছা হলে তা তুলে নিয়ে যান। আলাহ্কে স্মরণের গভীরতা ও অকপটতার উপর বিশ্বাস বা ঈমান টিকে থাকা নাথাকা নির্ভর করে। যে ক্বল্ব অলাহ্র নিকট নিজকে সপে দেয় সে তাঁর পথনির্দেশ পায়। অবিশ্বাসী (কাফিররা)রা চোখে মরীচিকা দেখে। তাদেরকে ঘিরে থাকা আলাহ্র স্পষ্ট নিদর্শনগুলো তারা দেখেনা। আর দেখলেও চিনতে বা বুঝতে পারেনা। আলাহ্ এক আয়াতে বলেন যে এ সব মানুষের হৃদয় এমন ভাবে আচ্ছাদিত থাকে যে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনা ঃ

যা করেছিল যারা তা ভুলে যায়, তার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখার পরেও যারা ফিরে যায়; তাদের চেয়ে গুর ঁতর পাপ আর কে করে? তাদের হৃদয়ের উপর আমরা আচ্ছাদন দিয়েছি, আর কানের উপর ভার দিয়েছি যা তাদেরকে বুঝ থেকে বিরত রাখে। তুমি যদিও তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য ডাকো তারা তো পথ পাবেনা।

(সূর আল্ কাহফ্#১৮:৫৭)

আবার লৰ্যণীয়, বেঈমান বা অবিশ্বাসীরা কখনো কখনো এ কথা স্বীকার করে যে তারা ধর্মের বার্তা বুঝতে পারেনা। শুয়ঃায়িব (য়ঃা) এর সম্প্রদায় এর স্পষ্ট উদাহরণ:

তারা বললো ঃ " শুয়ঃায়িব, তুমি যা বলো তার খুব একটা যে আমরা বুঝিনা! আর তুমি তো আমাদের মধ্যে বড় দুর্বল..."

(সূর হূদ#১১:৯১) বাস্তবতা হলো, কারো অন্তরের আচ্ছাদিত থাকলে আর আলাহ্ কারো বুঝকে বাধাগ্রস্থ করলে সে সঠিক পথনির্দেশ পাবেনা। এ বক্তব্যের প্রতি আলাহ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঃ

ওদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাকে শোনে। কিন্তু যারা বধির, যারা বোঝেনা, তাদের কি শোনাতে পারো? ওদের কেউ কেউ তোমাকে লৰ্য করে। কিন্তু যারা অন্ধ, যারা দেখেনা, তাদের তুমি পথ দেখাতে পারো কি? (সূর ইঃয়ূনুস#১০:৪২-৪৩)

যাদের ক্বল্ব বা মন বিশ্বাসী হতে চায় আলাহ্ও তাদেরকে নিজের প্রতি ঘনিষ্ঠ করেন। তাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দেন। তিনি বিশ্বাসহীনতার প্রতি আকৃষ্ট হৃদয়বানদের হৃদয় তাদের ইচ্ছা মতোই ঘুরিয়ে দেন। যে কারো হৃদয় যখন ইচ্ছা যেদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার ৰমতা তাঁর। আর আলাহ্ যার ক্বল্ব আচ্ছাদিত করবেন সে ক্বল্ব কেউ বদলাতে পারবেনা।

৭৫
আল্ মুক্মিল

//AL-MUKMIL: **He Who Perfects.** // Today the unbelievers have despaired of overcoming your religion. So do not be afraid of them, but be afraid of Me. Today I have perfected your religion for you and comeleted My blessing upon you, and I am pleased with Islam as a religion for you. But if anyone is forced by hunger, not intending any wrong. Allah is Ever-Forgiving. Most-Merciful. (Surat al-Ma'ida, 5:3)

পূর্ণাঙ্গকারী

☆ আজ তোমার ধর্মের বিজয় দেখে কাফিররা হতাশ। সুতরাং, ওদেরকে নয়; ভয় করো আমাকে । আজ আমরা তোমাদের ধর্ম **পূর্ণাঙ্গ করলাম**। আর আমাদের দানকে পরিপূর্ণ করলাম। তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম মনোনীত করে আমরা সন্তুষ্ট। তবে কেউ যদি ৰুধার তাড়নায়– বাধ্য হয় অনিচ্ছায়; আলাহ্ চির ৰমাশীল; পরম করুণাময়। (সূর আল্ মাাইদাহ#৫:৩)

আলাহ্ মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। আর বলেছেন, **" যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি জানেন না? তিনি অন্তরযামী, সর্বজ্ঞাতা।"**(সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:১৪)। তাঁর এ কথা দৃঢ় ভাবে বুঝায় যে তাঁর জানার সকল বিষয় তিনি সর্বোত্তম ভাবে জানেন। আমরা যাতে আমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারি এবং যথাযথ ভাবে তাঁর দাসত্ব করতে পারি; দাসত্বের মাধ্যমে চির শান্তি ও মুক্তি অর্জন করতে পারি; সে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের প্রকৃতির প্রতি লৰ্য রেখে সর্বোত্তম অবয়বে পালনীয় ধর্ম উপস্থাপন করেন। আমাদের প্রভু সর্বজ্ঞানী। তিনি ইসলাম (বান্দার আত্ম-সমর্পণ) পছন্দ করেন। সন্দেহ নেই যে একমাত্র আলাহ্ ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করেন। তাঁর বান্দাদেরকে নিখুঁত করার জন্যই ধর্ম প্রয়োগ করেন।

৭৬

আল্ মুক্বতাদির

//AL-MUQTADIR: **The Powerful**. // Make a metaphor for them of the life of the world. It is like water that We send down from the sky and the plants of the earth combine with it, but then become dry chaff scattered by the winds. Allah has absolute power over everything.

(Surat al-Kahf, 18:45)

ৱমতাবান

☆ বৈশ্বিক জীবনের একটি উপমা দেই । যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করি; সে বৃষ্টি জমির বৃৱে মিশ্রণ করি । অতঃপর এমন বিশুষ্ক ও বিচূর্ণ হয় যে বাতাস সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় । সবকিছুর উপর অলাহ্ **ৱমতাবান** । (সূর আল্ কাহফ্#১৮:৪৫)

অতীতে কাউকে কাউকে আলাহ্ অপরিসীম ৱমতা ও সম্পদ দান করেছেন । নিজ এলাকা শাসন করার এবং নিজ জাতির নেতৃত্ব দেয়ার ৱমতা দিয়েছেন । এ রকম ৱমতা বা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত একজন ফিরঊন একদা উদ্ধত হয় । সকল ৱমতা নিজের বলে ধারণা বা দাবি করে । এমনকি, এক সময়, সে নিজেই নিজকে ঈশ্বর বলে দাবি করে বসে । নীচের আয়াতটিতে এ প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে ঃ **ফিরঊন বললো ঃ " হে পারিষদ বর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলা নেই..." (সূর আল্ ক্বছছ্#২৮:৩৮)**

ফিরঊন জনগণকে ডাকলো । বললো ঃ " হে আমার জনগণ, মিশর সাম্রাজ্য কি আমার নয়? এ সব নদী কি আমার নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত নয়?..."(সূর আজঃ জু:খর ফ#৪৩:৫১)

তার এ ঔদ্ধত্বের জন্য সর্বশক্তিমান আলাহ্ তাকে সৈন্য সাম সহ পানিতে ডুবিয়ে দিলেন ঃ

সে ও তার জোয়ানগণ কোন ৱমতা ছাড়াই ঔদ্ধত্ব পরায়ণ হয়েছিলো । ভেবেছিলো, তারা আমাদের কাছে ফিরবেনা । সুতরাং, আমরা তাকে ও সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম । সমুদ্রে চুবিয়ে মারলাম । দেখ, পাপাচারীদের চূড়া পরিণতি কি! (সূর আল্ ক্বছছ্#২৮:৩৯-৪০)

হামান ও ক্বরূনরাও একই ভাগ্য বরণ করেছে । কারণ, তারাও তাদের সৈন্য ও সম্পদের গর্বে উদ্ধত হয়েছিল । তাই, ৱমতার প্রকৃত মালিক কে, আলাহ্ তাদেরকে দেখিয়ে দেন । যেমন, বলা হয়েছে ঃ

এবং ক্বরূন, ফিরঊন এবং হামান– এদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ মূসাা এসেছিল । কিন্তু ওরা দেশে দম্ভ করতো । তবে কেউ আমাদের শাি এড়াতে পারেনি । ওদের মন্দ কাজের জন্য প্রত্যেককে পাকড়াও করেছি । ওদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্র রসহ প্রচন্ড ঝটিকা; কাউকে আঘাৎ করেছে প্রচন্ড নিনাদ । কাউকে প্রথিতো করেছি ভূ-গর্ভে । আবার কাউকে দিয়েছি ডুবিয়ে । আলাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেননি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে । (সূর আল্ য়:াঙ্কাবুত#২৯:৩৯-৪০)

ফিরঊন অনেক বিষয় বুঝতোনা । যেমন, প্রকৃত শক্তি ও ৱমতা একমাত্র আলাহ্র । আলাহ্ মানুষকে সম্পদ, কর্তৃত্ব ও সৈন্য সাম মঞ্জুর করেন । তিনি প্রতিদিন সূর্যোদয় ঘটান এবং রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন । দ্র তগামী গ্রহদের নিজকৱে ধরে রাখেন । বিশ্বের অসংখ্য নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করেন । যাহোক, মানুষ ৱমতা ও সম্পদ হারিয়ে ফেললে তেজও হারিয়ে ফেলে । স্বাস্থ্য হারালে দুর্বল ও অযোগ্য হয়ে পড়ে । এমন পরিস্থিতি তৈরী করে আলাহ্ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে দেন, প্রকৃত পৱে, আসল শক্তি কার! যেমন ক্বুরআান বলে ঃ

তারা প্রত্যাখ্যান করেছে প্রত্যেককে আমাদের নিদর্শনসহ। সুতরাং, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি তাঁর দাপটে – যিনি সর্বশক্তিমান; সর্বক্ষমতাবান। (সূর আল্ ক্বমার#৫৪:৪২)

বা তোমরা দেখ আমরা তাদের কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তারা নিতান্তই আমাদের ক্ষমতার আওতায়। (সূর আজঃ জু:খরুফ#৪৩:৪২) ৭৬

৭৭

আল্ মুংতাক্বিম

//AL-MUNTAQIM: **The Retaliator.** // Then when they had provoked Our wrath, We inflicted Our retribution on them and drowend every one of them. (Surat al-Zukhruf, 43:55)

প্রতিশোধ গ্রহণকারী

☆ তারা যখন আমাদের ক্রোধান্বিত করলো; আমরা **প্রতিশোধ নিলাম**। তাদের প্রত্যককে ডুবিয়ে দিলাম। (সূর আজ: জু:খরুফ#৪৩:৫৫)

আলাহ্ প্রত্যেক জাতির নিকট মনোনীত নবী বা সতর্ককারী প্রেরণ করেন। তারা মুর্তিপূজা আর অধঃপতন থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের নিকট আগমন করেন। তথাপি তারা সতর্কতা অবলম্বন তো করেইনা; অধিকন্তু, উদ্ধত হয়। সুতরাং, আলাহ্ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এ প্রতিফল তাদের ধৃষ্টতার চেয়ে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে ঃ

☑ **যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি তাদের বলা হবে ঃ " যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল বিশ্বাস করার জন্য; অথচ তোমরা অবিশ্বাসকে আপন করেছিলে; তখনকার তোমাদের প্রতি আলাহ্র রোষ ছিলো তোমাদের নিজেদের প্রতি রোষের চেয়ে অনেক বেশী ।" (সূর আল্ মুঅ্মিন#৪০:১০)**

আলাহ্ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি বিলম্বিত করেন। সতর্ককৃত এবং সত্যের বার্তাপ্রাপ্তদের শোধরানোর সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি সময় মঞ্জুর করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সময়কে তাদের ঔদ্ধত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। সুতরাং, তারা অবমাননাকর শাস্তির দাবীদার। আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **এটা ক্রমশ নিকটতর হচ্ছে। তোমার নিকটতর হচ্ছে। অতঃপর তোমার নিকটতর। আরো নিকটতর। আরো। মানুষ কি মনে করে তাদের বিনা হিসাবে ছেড়ে দেয়া হবে?**
(সূর আল্ ক্বিয়ামাহ#৭৫: ৩৪-৩৬)

ক্বুরআনের কথা অনুযায়ী আমাদের প্রভুকে অস্বীকার করা, তাঁর প্রতি ঔদ্ধত ও অকৃতজ্ঞ হওয়া বা এ রকম শত্রুতাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করা কবীরা (বড়) গুনাহর (পাপ) অন্তর্ভুক্ত। এরকম পাপীদেরকে আলাহ্ কোন দিক থেকে পাকড়াও করেন তারা তা অনুমানও করতে পারেনা। ক্বুরআনের এক আয়াতে আলাহ্ বলেন যে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন ঃ

☑ **সে দিন আমরা চরম আঘাৎ হানবো; নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ নেবো। (সূর আদ্ দুখ-ন#৪৪:১৬)**

এ কথা ছাড়াও আলাহ্ আনেক স্থানে নিজ দয়া এবং করুণা সম্পর্কে বলেন যে তিনি রহ্মান ও রহীম। তবে পরকালে কাফিরদের যে শাস্তি দেয়া হবে তা হবে আলাহ্র প্রতি তাদের দৃঢ় অবিশ্বাসের ফল। প্রসঙ্গত, আলাহ্ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তিন কারও প্রতি অবিচার করেননা। যেমন ঃ

☑ **[অবিশ্বাসীদের ফিরিশ্তারা বলবে ঃ] " যা করেছো তার বিনিময় এটা। আলাহ্ তার দাসদের প্রতি অন্যায় করেননা।"**
(সূর আংফাল#৮:৫১)

☑ **তুমি ওদের মধ্যে যতৰণ আছো ততৰণ আলাহ্ ওদের শাস্তি দিবেননা। আর ওরা ৰমা প্রার্থনা করলেও আলাহ্ শাস্তি দিবেননা। (সূর আংফাল #৮:৩৩)**

☑ **এগুলো আলাহ্র সে নিদর্শন। যে সত্য তুমি ওদেরকে পড়ে শুনাও। আলাহ্ অবিচার প্রত্যাশা করেননা কোনকিছুর প্রতি ।**
(সূর আালি য়িःমর-ন#৩:১০৮)

আমাদের প্রভু অশেষ দয়াবান, তিনি তাঁর বান্দাদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে চান। তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান। যেমন ঃ

☑ **আলাহ্ চান বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে তোমাদের নিকট। তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও ঠিক পথের পথিক দেখতে চান। আর মুখ করতে চান তোমাদের প্রতি। আলাহ্ সবজান্তা; সকল প্রজ্ঞাবান। (সূর আন্ নিসাা#৪:২৬)**

☑ **আলাহ্ তোমাদের নিকট বিষয়গুলোকে কঠিন করতে চাননা। বরং,... তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান। তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান। হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।**
(সূর আল্ মাাইদাহ#৫:৬)

৭৮
আল্ মুছ্ব্ওয়ির

//AL-MUSAWWIR: The Shaper; **The Giver of Form.** // He is Allah_ the Creator, the Maker, **the Giver of Form.** To Him belong the Most Beautiful Names. Everything in the heavens and Earth glorifies Him. He is the Almighty, the All-Wise.
(Surat al-Hashr, 59:24)

আকৃতিদাতা

☆ তিনি আলাহ্ - তিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রস্তুতকারক, **আকৃতিদাতা**। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর। আকাশমন্ডলী আর পৃথিবীর সবকিছু তাঁর বন্দনায় রত। তিনি সর্বশক্তিমান; সর্বজ্ঞানী ।(সূর আল্ হ:াশর#৫৯:২৪)

আমাদের গ্রহে বিভিন্ন চেহারার বা অবয়বের হাজার হাজার প্রজাতি রয়েছে। এদের অবয়ব ও স্বভাবে কারো সাথে কারোর মিল নেই। আমরা যদি একটি প্রজাপতি অবলোকন করি। তবে এর প্রতিটি পাখার পৃথক গড়ন ও পৃথক বর্ণ স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আবার গড়নের ও রঙএর বৈপরীত্ব দু'পাখার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যকে ব্যাহত করেনা। এক শিল্পির নিপুণ চিত্রের মত প্রতিটি প্রজাপতির মনোমুগ্ধকর অবয়ব ফুটে ওঠে। এরকম সৌন্দর্যের মধ্যে যে কোন শিল্পী শিল্প সৃষ্টির উৎস খুঁজে পায়। এরকম কোন এক উৎস ছাড়া কারো শিল্পকর্ম অস্তিত্ব পেতে পারেনা। ঘটনাক্রমে বা দৈবচয়নের প্রভাবে সৃষ্ট অস্তিত্ব কেমন করে এরকম জীবন্ত ও কর্মৰম বৈশিষ্ট্য পেতে পারে! তাই আবারও বলতে হয়, বিশ্ব প্রভু আলাহ্ সব কিছুর নক্সা করেন, তৈরী করেন, উপযুক্ত আকৃতি দান করেন।

মানব শরীরের স্রষ্টা আলাহ্ এর নক্সা তৈরী করেন। এর অন্তস্থ বহিস্থ পদ্ধতি সৃষ্টির দ্বারা জটিল গড়ন সৃষ্টিতে তাঁর উন্নত প্রজ্ঞার সাৰর উপস্থাপন করেন। মানুষের বহিঅবয়বের ধারক কঙ্কাল সৃষ্টিতে তাঁর অনন্য নির্মাণ কৌশলের চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়। এ কঙ্কাল শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন, মগজ, হৃৎপিন্ড, ফুসফুসসহ সকল অন্তঅঙ্গ ধরে রাখে। অধিকন্তু, শরীরে নড়াচড়ার জন্য যে উৎকৃষ্ট সৰমতা দেয় তা কৃত্রিম ভাবে নির্মিত কোন যন্ত্র দ্বারা অনুকরণ করা সম্ভব নয়। হাড়ের কোষকে অনেকে অজৈবিক মনে করলেও তা আদৌ অজৈবিক নয়। এটা অসলে শরীরের খনিজ ব্যাংক। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফেট এর মত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ থাকে। শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী এ ব্যাংকে খনিজ জমা রাখা হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী যথাস্থানে সরবরাহ করা হয়। হাড় রক্তের লোহিত কণিকা ও তৈরী করে। তবুও মনে রাখতে হবে যে নানা কর্মমুখী হাজার পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি উদাহরণ মাত্র।

আলাহ্‌র পদ্ধতি এ রকম। তিনি এক অনন্য পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেন এবং কালব্যাপী সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর পদ্ধতি অতুলনীয়। তাই আমরা যে দিকেই মুখ করিনা কেন তাঁর অনন্য বৈচিত্রময় সৃষ্টির অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাই। একটি আয়াতে তিনি বলেন ঃ

... আমাদের প্রভু প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টির রূপ দান করেন। অতঃপর সৃষ্টকে পথ নির্দেশ দান করেন। (সূর ত্ব-হা#২০:৫০)

৭৯

আল্ মুবাশ্বির

//AL-MUBASHSHIR: **The Giver of Good News.** // That is the good news that Allah gives to His servants who believe and do right actions. Say: "I do not ask you for any wage for this_except for you to love your near of kin. If anyone does a good action, We will increase the good of it for him. Allah is Ever-Forgiving, Ever-Thankful."

(Surat ash-Shura, 42:23)

সুসংবাদ দাতা

বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ঠিক কাজ করে তাদেরকে আলাহ্ **সুসংবাদ** দেন। বলো ঃ " আমি এজন্য তোমাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। বরং তোমাদের ভালবাসা চাই তোমাদের নিকট জনের প্রতি। কেউ ভাল কাজ করলে আমরা তার জন্য কাজের উত্তমতা আরো বাড়িয়ে দেবো। আলাহ্ চির ৰমাশীল। সর্বদা প্রতিদানকারী।" (সূর আশ্ শূর-#৪২:২৩)

কুরআানে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কোন বিশ্বাসী যে আলাহ্‌য় বিশ্বাস বা ভরসা করে, অন্য কাউকে তাঁর সমকৰ মনে করেনা। সে বিশ্বাসীকে ইহ ও পরকালে শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

তাদের প্রভু তাদেরকে নিজ করুণার সুসংবাদ দেন। শুভ সংবাদ দেন- তাঁর সন্তুষ্টি ও সে উদ্যানের; যেখানে তারা উপভোগ করবে চির প্রশান্তি। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:২১)

তাদের জন্য এ বিশ্বের জীবনে ও পরলোকর জীবনে শুভ সংবাদ আছে। আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতির কোন রদবদল নেই। এটাই হবে মহা বিজয়! (সূর ইঃয়ূনুস#১০:৬৪)

ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় তাদের নিকট যারা বলে ঃ " আমাদের প্রতিপালক আলাহ্।" ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে সরাসরি বলে ঃ "ভয় পেওনা, দুঃখ করোনা, বরং প্রতিশ্রুত বাগানে ফুর্তি করো। আমরা তোমাদের প্রতিরৰক হবো বৈশ্বিক ও পরলৌকিক জীবনে। তোমরা যা যা চাও তার সবই পাবে সেখানে। পাবে চির ৰমাশীল চির দয়াময়ের অভ্যর্থনা আর আপ্যায়ন।" (সূর ফুস্‌সীলাত#৪১:৩০-৩২)

চির সুখ ও আনন্দের স্থান বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ ছাড়াও তাঁর খাঁটি বান্দাদেরকে আলাহ্ পার্থিব জগতের অনেক আনন্দ সংবাদ দেন। তাঁদের প্রার্থনার জবাব তিনি কি ভাবে দিয়ে থাকেন এবং তাদের কি রকম সংবাদ দিয়ে থাকেন কুরআানে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। আলাহ্ তাঁর অহংকারী বান্দাদেরকে কীভাবে ধ্বংস করেছেন তার বিবরণ তিনি রসূল (ছ্ব-) কে জানান। তেমনি সন্তান কামনাকারী নবী বা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার কেমন জবাব দিয়েছিলেন সে সংবাদ ও জানান। তিনি জ:াকারিয়াা (য়:া) কে নবী ইঃয়াহ:ইঃয়াা(য়:া)র জন্মের সুসংবাদ দেন। মারইঃয়ামকে নবী য়ীসাা (য়:া) এর জন্মের সুসংবাদ পাঠান।

নবী ইব্রহীম (য়:া) কে নবী ইসহাক (য়:া) ও নবী ই:য়:াক্বুব (য়:া) এর ধরায় আগমন সংক্রান্ত শুভ সংবাদ জানান। যেমন, আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **ও জ:াকারিয়াা, তোমাকে এক পুত্রসন্তানের সু সংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ই:য়াহ:ই:য়াা, ঐ নাম ইতঃপূর্বে আরেক জনকে দিয়েছিলাম।"(সূর মারই:য়াাম#১৯:৭)**

☑ **আর আমরা তাকে এক পুত্র সন্তানের সু সংবাদ দিয়েছিলাম।**
(সূর আছ্ছ-ফ্ফাাত#৩৭:১০১)

৮০

আল্ মুবায়ীন

//AL-MUBAYYN: **The One Who Makes His Signs Clear.** // In this way Allah makes His Signs clear to you, so that hopefully you will use your intellect. (Surat al-Baqara, 2:242)

স্বীয় নিদর্শন স্পষ্টকারী

☆ এভাবে আলাহ্ তোমাদের নিকট **স্বীয় নিদর্শন স্পষ্ট করেন** ; আশা করা যায় তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে।
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৪২)

আলাহ্ যেহেতু তাঁর নবী (ছ্ব-) এর মাধ্যমে আমাদের নিকট তাঁর নিদর্শন (আয়াত) দিয়ে ব্যাখ্যা করে রেখেছেন। সেহেতু, আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? আমাদের করণীয় কি? মৃত্যুর পরে আমরা কি রকম অবস্থা অতিক্রম করব? - এসব বিষয় সম্পর্কে নিজদেরকে অজ্ঞ দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আরো উলেখ্য, এ সকল প্রশ্নের জবাব আলাহ্ আমাদেরকে না দিলে আমরা রীতিমত অসহায়ত্ব, দুর্বলতা আর ভীতির মধ্যে থাকতাম। আমাদের প্রতি দয়াবান আলাহ্ তাঁর অনন্য নিদর্শন আল্ ক্বুরআান এর মাধ্যমে সকল প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এভাবেই মানব জাতিকে ধরণিতে জীবন দিয়েছেন। আবার তাঁর আহ্বান, সতর্কীকরণ, আদেশ, নিষেধ সবার সামনে প্রকাশ করেছেন। এ সবের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের আসল উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়া। এ মুক্তি তাদের বিচারের দিনে তাঁর সম্মুখে আনন্দময় হিসাব উপস্থাপন করাবে।

সর্বশক্তিমান আলাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি কোন অবিচার সংঘঠিত হতে দিতে চাননা। তাই তিনি চিরস্থায়ী আজাব বা শাস্তি থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বলে দেন। আলাহ্র দাসত্ব করার জন্য দরকারি জ্ঞান জানানোর পাশাপাশি ইতঃপূর্বে যে সব সম্প্রদায় তাঁর দাসত্ব থেকে দূরে সরে গেছে তাদের কি পরিণতি হয়েছে তার বিবরণও দেন– যেন বর্তমান মানুষ সতর্ক হতে পারে; ভুল পথ এড়াতে পারে। তারা যাতে সঠিক পথের সন্ধান পায় সে জন্য অতীতের নবী-রসূলদের সম্পর্কেও তাদের অবহিত করেন। আলাহ্ না জানালে কেউ তাদের সম্পর্কে বা তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে নিজে নিজে জানতে পারতোনা। যেমন, তুয়া উপত্যাকায় মূসাা (য়:া) ও আলাহ্র মধ্যে কি কথপোকথন হয়েছিল তা কেউ শোনেনি বা রেকর্ড করে রাখেনি। কিন্তু আলাহ্ সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। উলেখ্য, ইতঃপূর্বে শত শত বর্ষ পার হলেও আলাহ্র নিকট মূসাা (য়:া) এর বলা কথা সম্পর্কে কেউ তাদেরকে বলেনি। একমাত্র আলাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁদের মধ্যকার কথাবার্তার বিষয়টি পুঙ্খানো পুঙ্খানো ভাবে জানান।

আমরা যখন মূসাাকে নির্দেশন দিয়েছি তখন তুমি ছিলেনা পশ্চিম কিনারে । তুমি সে ঘটনার সাক্ষী নও। তাছাড়া, এরপর, আমরা অনেক বংশধর সৃষ্টি করেছি; অনেক সময় পার করেছি। এমন কি মাদাইন জাতির মধ্যেও ছিলেনা তুমি । তাদেরকে পড়ে শোনাওনি আমাদের নিদর্শন । দেখ, আমরা তাদের সংবাদ তোমাকে জানালাম। অধিকন্তু, আমরা যখন আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি ছিলেনা পাহাড়ের পার্শ্বদেশে । তোমার প্রতিপালকের দয়ায় তুমি তাদেরকে সতর্ক করতে পারো; ইতঃপূর্বে যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি। আশা করা হয়, (সম্ভবত) তারা মনোযোগী হবে। (সূর আল্ ক্বছ্বছ্ব#২৮:৪৪-৪৬)

আরো উলেখ্য যে আর কোন পুস্ঁক পরকাল সম্পর্কে এরকম সুস্পষ্ট ধারণা দেয় না। আল্ ক্বুরআান আমাদেরকে অবহিত করে যে মৃত্যুর পরে আরেক জীবন রয়েছে। সে জীবনের জন্য প্রস্ঁুতির সময় এ পার্থিব জীবন । আল্ ক্বুরআানে এ রকম তথ্য পরিবেশন নাকরা হলে তথ্যের অভাবে মানুষ পরকাল ভুলে পার্থিব বিষয় নিয়ে ব্যস্ঁ থাকতো। এগুলো হলো আলাহ্ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের নিকট স্পষ্টকৃত কিছু কিছু বিষয়। তবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সকল বিষয় তিনি আল্ ক্বুরআানে স্পষ্ট করে দেন। এক আয়াতে বলেন ঃ

তাদের কাহিনীগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্দেশন বুঝদারদের জন্য । আমাদের কোন বিবরণ অলীক নয়। বরঞ্চ বিশ্বাসীদের জন্য অতীত ঘটনার প্রত্যয়ন, সবকিছু স্পষ্টীকরণ, পথনির্দেশ ও করুণা। (সূর ইঃয়ূসুফ#১২:১১১)

একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের প্রভু কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নেই।

৮১

আল্ মুদাব্বির

//AL-MUDABBIR: **The Director**; The Ruler, Who governs all of creation with order and balance.// Your Lord is Allah, Who created the heavens and Earth in six days and then established Himself firmly on the Throne. He directs the whole affair... (Surah Yunus, 10:3)

পরিচালক; ভারসাম্যপূর্ণ শাসক

☆ তোমাদের প্রতিপালক আলাহ্– যিনি ছয় দিনে নভমন্ডোলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর নিজেকে আসীন করেছেন আরশে দৃঢ়ভাবে । তিনি সব **নির্দেশন দেন**...
(সূর ইঃয়ূনুস#১০:৩)

সমগ্র মহাবিশ্ব আলাহ্ ধরে রেখেছেন। সুতারং, এর একটি অণুও তাঁর অজ্ঞাতে নড়তে পারেনা। আলাহ্ই একমাত্র শাসক বা পরিচালক। কোন গ্রহের একটি ৰুদ্র ধূলিকণা থেকে শুর“ করে বিলিয়ন বিলিয়ন অধিবাসী নিয়ে নিজ অৰে বিচরণশীল সকল ব্যষ্টিক বিশ্ব তাঁর নির্দেশে চলে। তাঁর শাসনে আকাশ গম্বুজের মতো দাসত্ব করে। বিলিয়ন বিলিয়ন নৰত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নিজ অৰে বিচরণ করে। সূর্যসহ এরা সবাই আলাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারী।

পৃথিবীর প্রতি মনোযোগী হলে আমরা এক বিস্ময়কর শৃঙ্খলা দেখতে পাই। প্রত্যেক জীবকে আলাহ্ পৃথক দায়িত্ব দেন। তারা নিজ নিজ দায়িত্ব সুচার“ রূপে পালন করে। বৃৰ শ্বাসের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। প্রশ্বাসে অক্সিজেন ত্যাগ করে। ভূমি খাদ্যশষ্য উৎপাদন করে। নির্ধারিত পরিমাণে ও হারে বৃষ্টি পড়ে। বিদ্যুৎ-আলোক ঝলকানির পিছে পিছে বজ্রপাত ঘটে। এ ভারসাম্য সর্বদা সর্বত্র সংরৰিত হয়। এক দল মানুষ মারা যায়; আর একদল জন্ম নেয়।

আলাহ্ বৃহৎ ভারসাম্যে সকল জীবন্- প্রাণীর দেহ পরিচালনা করেন। সকল তন্ত্রের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা করার কারণ সৃষ্টি করেন। মানুষ নিজ হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারেনা। পরিপাক তন্ত্র দিয়ে হজম করাতে পারেনা। রক্তে উপস্থিত মাইক্রোবের সাথে লিয়োকোসাইটের লড়াই সম্পর্কে বা শরীরে সংঘঠিত অসংখ্য রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খবর রাখেনা। তাই মানুষ কর্তৃক এত কিছু তত্ত্বাবধানেরও প্রশ্ন উঠতে পারেনা।

এ ছাড়াও মানব জীবন অসংখ্য বহিঃউপাদানের উপর নির্ভরশীল। এ সব বহিঃউপাদান আলাহ্র ভারসাম্যপূর্ণ শাসনে পরিচালিত হয়। অনেকের ভাষ্য মতে আলাহ্ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে নিজস্ব পদ্ধতিতে ছেড়ে দিয়েছেন- যা মূলত সঠিক নয়। কারণ, পদ্ধতির উপর ছেড়ে দিলে ছাড়ার মুহূর্তেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রকৃত পৰে, সকল আন্- সম্পর্কযুক্ত পদ্ধতি অনন্-কাল থেকে প্রায় একই রূপ আছে। একই রকম চলছে। কেননা, এর পিছনে স্রষ্টার শাসন বা পরিচালনা রয়েছে। আর স্রষ্টা আলাহ্ হলেন সমগ্র মহাবিশ্বের সব কিছুর মালিক ও শাসক। নিম্নের আয়াতে আলাহ্ এদিকে আমাদের মনোযোগ কাড়েন ঃ

আকাশমন্ডলী ও ধরণিকে দৃঢ় স্থিতিতে রাখেন আলাহ্ । তিনি এদের মিলিয়ে যাওয়া থেকে রৰা করেন। এরা উবে গেলে কেউ ঠেকাতে পারেনা। নিশ্চয়ই তিনি দয়াময়। চির ৰমাশীল।

(সূর- ফাত্বির#৩৫:৪১)

৮১

৮২
আল্ মু'মিন

//AL-MU'MIN: **The Trustworthy**; He Who Gives Tranquillity. // He is Allah_ there is no deity but Him. He is the King, the Most Pure, the Perfect Peace, **the Trustworthy**, the Safeguarder, the Almighity, the Compeller, the Supremley Great. Glory be to Allah above all that they associate with Him. (Surat al-Hshr, 59:23)

বিশ্বাসভাজন; প্রশান্তিদাতা

☆ তিনি আলাহ্ – তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি বাদশাহ্, সব চেয়ে খাঁটি, বিশুদ্ধ শান্তি, **বিশ্বাসভাজন**, নিরাপত্তাবিধানকারী, সর্বশক্তিমান, বাধ্যকারী, সর্বোৎকৃষ্ট মহৎ। তারা যাদেরকে তাঁর সমকৰ করে তাদের থেকে তিনি উর্দ্ধে।
(সূর আল্ হ:াশর#৫৯:২৩)

আলাহ্ বিশ্বাসীদেরকে এ জগৎ ও পরজগত অর্থাৎ উভয় জগতে মনোরম জীবন দান করেন। যে কোন বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ এ জীবন দিয়ে তাদেরকে আত্মিক ভাবে শক্তিশালী করেন। বিশ্বস্ত বিশ্বাসীদেরকে তিনি আত্মিক শান্তি ও নিরপত্তা বিধান করেন। তারা যখন কোন বিপদের মুখোমুখী হয় তখন তিনি তাদের মনে সাহস যোগান। তাদের অন্তরে নিজ নিদর্শন প্রত্যয়ন করেন। আর তাঁর উপরে তারা যে রকম বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি সে রকম আস্থায় শান্তিময় জীবন মঞ্জুর করেন। রসূল (ছ্ব-) সাহাবীগণ পরাজিত হওয়ার পরে আলাহ্ তাদের কেমন আত্মিক সহায়তা দিয়েছিলেন তা ক্বুরআানে বর্ণনা করেন ঃ

আলাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু ৰেত্রে । যখন হুনায়ানের যুদ্ধে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল করেছিল; অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি; তখন বিস্তীর্ণ জমিন সংকুচিত লেগেছিলো; তোমরা তখন পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছো। অতঃপর আলাহ্ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেছেন। আর পাঠিয়েছেন এমন এক সেনা বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তারা অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দিয়েছিল। ওটাতো অবিশ্বাসীদের কাজের প্রতিফল। এরপরও আলাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ৰমাপরায়ণ হন। আলাহ্ অতি ৰমাশীল; পরম দয়ালু।
(সূর আত্ তাওবাহ্#৯:২৫-২৭)

অস্বীকারকারীগণ আলাহ্কে সর্বকালে অস্বীকার করে চলতো। বিশ্বাসীদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে সচেষ্ট থাকতো। এদেরকে তাদের মনগড়া পথে আহ্বান করতো। বিশ্বাসীরা তাদের আহ্বানে সাড়া নাদিলে তাদের ভয় দেখাতো। উৎপীড়ন করতো। কিন্তু এমন সময়ে আলাহ্ তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দিতেন। অবিশ্বাসীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতেন। ক্বুরআান বলে ঃ

অবিশ্বাসীরা তাদের হৃদয়ে গোত্রিও অহমিকা– অজ্ঞতার যুগের অহমিকা পূর্ণ করতো। তখন আলাহ্ নবী ও ঈমাানদারদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দিলেন। তাদের আলাহ্ভীতির বাঁধনে দৃঢ় করলেন । কেননা, তারা এর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলো। সমস্ত বিষয়ে রয়েছে আলাহ্র জ্ঞান । (সূর আল্ ফাত্হ:#৪৮:২৬)

নবীদেরকে দেয়া সহায়তা প্রদান বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কে আলাহ্ অনেক আয়াতে বলেন। অবিশ্বাসীরা রসূল (ছ্ব-) কে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করল। আলাহ্ তখন তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দিলেন। তাদের আক্রমণ বাধাগ্রস্ত করলেন। নবী (ছ্ব-) এর মনের মধ্যে প্রশান্তি প্রেরণ করলেন। এ সংক্রান্ত আয়াত নিৰূপ ঃ

তোমরা যদি তাকে সাহায্য না করবে;(তবে জেনে রাখবে) যখন অবিশ্বাসীরা তাকে বিতাড়িত করেছিল তখন আলাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন। তাদের দু'জন তখন গুহায় ছিলো। সে সঙ্গীকে বললো ঃ " বিমর্ষ হয়োনা, আলাহ্ আমাদের সংগে আছেন।" অতঃপর আলাহ্ তার উপর প্রশান্তি ঝড়ালেন। এক অদৃশ্য সেনা বাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করলেন। আর অবিশ্বাসী বা কাফিরদের কথা হেয় করে দিলেন। আলাহ্র কথাই চূড়ান্ত। আলাহ্ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়। (সূর আত্ তাওবাহ্#৯:৪০)

আলাহ্ স্বয়ং যখন নিজ খাঁটি বান্দাদেরকে পৃথিবীতে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি এবং পরকালের আনন্দ প্রতিরব্বার আশ্বাস দেন তখন তার গভীরতা বান্দার কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। কেননা, আলাহ্ চাইলে তাঁর নিরাপত্তা ও প্রশান্তি চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। সেদিনের বস্তুগত ও আত্মাগত অনন্য অবস্থার বিবরণ আলাহ্ নিম্নের আয়াতে প্রদান করেন ঃ

যারা মন্দকে দূরে রাখে তারা থাকবে বাগান ও ঝর্ণার মধ্যে ঃ " তাদেরকে প্রবেশ করাও প্রশান্তিতে ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তায়!" তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করবো আমরা । তারা মুখোমুখী আসনে বসবে ভাই ভাইয়ের মতো । তারা হবেনা ক্লান্ত । তারা হবেনা বহিষ্কৃত । (সূর আল্ হিঃজ্র#১৫:৪৫-৪৮)

৮৩

আল্ মুজীব

//AL-MUJEEB: **The Answerer**. //If My servants ask you about Me, I am near. I answer the call of the caller when he calls upon Me. They should, therefore, respond to Me and believe in Me so that hopefully they will be rightluy guided. (Surat al-Baqara, 2:186)

উত্তর দাতা

☆ আমার ভৃত্যগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আমি তো আছি কাছে । যখন কেউ আমাকে ডাকে তখন তার ডাকের **উত্তর দেই**। সুতরাং তাদের উচিৎ আমার ডাকে সাড়া দেয়া; আমাতে আস্থা রাখা। যাতে করে তারা পথ পায় সম্ভবত । (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৮৬)

আলাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি মাধ্যম হল প্রার্থনা। প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষ আলাহ্র নিকট তার সমস্যা তুলে ধরে। তাঁর সাহায্য কামনা করে। বিনিময়ে আলাহ্ তাঁর বান্দার কথা শোনেন। উত্তর করেন। তিনি বান্দার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটবর্তী। তিনি সবকিছু জানেন ও শোনেন। এমনকি, মনের মধ্যের চিন্তা সম্পর্কেও জ্ঞাত। কাজেই তাঁর নিকট সাহায্যের জন্য চিন্তা করাই যথেষ্ট। আর এতেই বুঝা যায় যে আলাহ্র উত্তর কত নিকটবর্তী!

বিশ্বাসীরা নিশ্চিত যে আলাহ্ তাদের প্রার্থনা শোনেন। আর কোন না কোনভাবে প্রার্থনার উত্তর দান করেন। কারণ, তারা নিশ্চিত যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু ঘটেনা। কাজেই তাদের প্রার্থনাও লাজবাব থাকবেনা- বিশ্বাসীর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস বিরাজ করে। আলাহ্র উত্তর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা মানে তাঁর শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা। তিনি অতি সহজেই প্রতিটি প্রার্থনার জবাব দেন। এ উত্তর দান বলতে সব সময় এ বুঝায়না যে বান্দা তাৎক্ষণিক উত্তর পাবে বা যেমনটা আশা করেছিল তেমন উত্তরটাই পাবে। এক আয়াতে আলাহ্ এ বিষয়ে বলেন ঃ

মানুষ মন্দের জন্য প্রার্থনা করে যেমন প্রার্থনা করে ভালোর জন্য। মানুষ অতি মাত্রায় ত্বরা প্রিয়।
(সূর আল্ ইস্র-#১৭:১১)

আলাহ্ সব কিছু পরিচালনা করেন বলে কোনটা ভাল বা কোনটা মন্দ তিনিই জানেন। সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত বলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন স্বর্গীয় উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রার্থনার উত্তর করে থাকেন। যেমন কুরআনের ভাষায় তিনি বলেন ঃ

তোমাদের প্রতি জিহাদ নির্ধারণ করা হলো– যদিও এটা অপ্রিয় তোমাদের নিকট। হতে পারে তোমরা কোন জিনিস ঘৃণা করছো যেটা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর । আবার হতে পারে তোমরা এমন জিনিস পছন্দ করছো যেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। (মনে রেখো) আলাহ্ জানেন আর তোমরা জানোনা।

(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২১৬)

প্রকাশ্য বা গোপন আলাহ্র সব উত্তরের মধ্যে তাঁর চমৎকারিত্ব ফুটে ওঠে । আবারও মনে রাখতে হবে যে কোন আশা বা প্রার্থনা প্রতি উত্তরহীন থাকেনা । একমাত্র আলাহ্ সমস্ত প্রার্থনা শোনেন; উত্তর করেন ঃ
আলাহ্র বদলে তোমরা ডাকো যাদেরে তারা তো আলাহ্র দাস তোমাদের মতোই । তোমরা যদি সত্য বলো, তবে ডাকো তাদের; তোমাদের ডাকের উত্তর দিতে দাও । (সূর আল্ আয়ঃর-ফ#৭:১৯৪)

৮৪
আল্ মুহায়মিন

//AL-MUHAYMIN: **The Safeguarder**; The Protector. // He is Allah_ there is no deity but Him. He is the King, the Most Pure, the Perfect Peace, the Trustworthy, **the Safeguarder**, the Almighity, the Compeller, the Supremley Great. Glory be to Allah above all that they associate with Him. (Surat al-Hshr, 59:23)

নিরাপত্তা বিধানকারী; রৰাকারী

☆ তিনি আলাহ্ – তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই । তিনি বাদশাহ্, সব চেয়ে খাঁটি, বিশুদ্ধ শান্তি, বিশ্বাসভাজন, **নিরাপত্তা বিধানকারী,** সর্বশক্তিমান, বাধ্যকারী, সর্বোৎকৃষ্ট মহৎ । তারা যাদেরকে তাঁর সমকৰ করে তাদের থেকে তিনি উর্দ্ধে ।(সূর আল্ হ:াশর#৫৯:২৩)

আলাহ্ মহাবিশ্বে তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । তিনি তাঁর বান্দাদেরকে স্বর্গীয় নিরাপত্তা বিধান করেন । তাঁর নিরাপত্তা বিধান পদ্ধতির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পদার্থ বিজ্ঞান আবিষ্কৃত বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায় । এদের একটি হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সূত্র । মনে করুন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হ্রাস পেল । তাহলে, কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে? চিন্তা করুন, হাল্কা জিনিসগুলো পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়বে । মধ্য আকাশে বা বাতাসে সার্বৰণিক ভাবে ধূলো বালি আটকে থাকবে । বৃষ্টির পতন গতি ধীর বা বিলম্বত হবে । বৃষ্টি কণা পথিমধ্যে বাষ্পে পরিণত হবে । এবার, নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ সূত্র সম্পর্কে সামষ্টিক ভাবে চিন্তা করুন । বিভিন্ন অৰে চলমান পৃথিবী, চাঁদ, গ্রহ, নৰত্র ইত্যাদির মধ্যে বিরাজমান অতি সূৰ্ম ভারসাম্যের গুরুত্ব মাধ্যাকর্ষণ সূত্র তুলে ধরে । যা হোক, এ ভারসাম্যে সামান্য পরিবর্তন ঘটলে হয় পৃথিবী সূর্যের উপর আঁছড়ে পড়বে । অতঃপর পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে । না হয়, মহাশূণ্যে ছিটকে পড়ে ফ্রিজ হয়ে যাবে ।

আবার ঘর্ষণ শক্তির কথা ভাবুন । বস্তুতে বস্তুতে ঘর্ষণহীন পৃথিবীর চেহারা কেমন হতে পারে? আবার ভেবে দেখুন, হাত থেকে কলম খসে পড়বে । বইপত্র টেবিল থেকে পিছলে পড়বে । আর টেবিল ছিটকে দেয়ালের সাথে চোট খাবে । এক কথায় সকল বস্তু পিছলাবে আর গড়াগড়ি খাবে । ঘর্ষণবিহীণ বিশ্বের সকল গিঁট খুলে যাবে । পেরেক/স্ক্রু বের হয়ে আসবে । ব্রেক কাজ করবেনা । শব্দ বা ধ্বনি এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে প্রতিধ্বনি করতে থাকবে ।

আলাহ্র নিরাপত্তা বিধানের আরেকটি উদাহরণ হল পৃথিবীর নিরাপদ ও শক্তিশালী গঠন কাঠামো । এর কেন্দ্রের দিকে প্রতি কিলোমিটার গভীরে ৩০ক্র সেলসিয়াস (৮৬ক্র ফারেনহাইট) করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় । এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে পৃথিবী কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ৪৫০০ক্র সেলসিয়াস (৮১৩২ক্র ফারেনহাইট) দাঁড়ায় । পৃথিবী পৃষ্ঠের অবস্থান যদি এক কিলোমিটার নীচে হতো তা হলে সেখানকার তাপমাত্রায় কেউ কি

বাঁচতে পারতাম? না। অথচ, পৃথিবীর অভ্যন্ত্রে তীব্রভাবে ফুটন্ত আগুনের উপর আমরা আলাহ্‌র দেয়া অপার নিরাপত্তায় অবস্থান করছি।

এটা পরিষ্কার যে আলাহ্ অভ্যন্তরীণ এক অগ্নিগোলকের উপর আমাদের জন্য এক নিখুঁত শৃঙ্খলার ভূ-পৃষ্ঠ বা আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করেছেন। এ সুশৃঙ্খল সৃষ্টির ৰেত্রে কোন দৈবচয়নের বা ঘটনাচক্রের সুযোগ নেই। তিনি স্বীয় হুকুমে সঞ্চালিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীমন্ডলীকে স্বীয় মহিমায় ধরে রাখেন। আর প্রাণীদেরকে জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল হুমকি থেকে রৰা করেন। এ ব্যাপক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভ্রূণকেও সুরৰিত স্থানে স্থাপন করেন। এ সমস্ত উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে অনেক জিনিস আমাদের নিকট সহজ বা স্বাভাবিক মনে হলেও প্রকৃত পৰে এর সবকিছু তাঁর সার্বৰণিক স্বর্গীয় সুরৰার ছায়ায় অবস্থান করে। অন্যথায় সারা বিশ্বে এরকম ব্যাপক শৃঙ্খলা ও একক নির্দেশ বিরাজিত থাকতোনা। তাই আলাহ্ সর্বোত্তম নিরপত্তা বিধানকারী। তিনি আমাদের একক রৰাকারী।

৮৫

আল্ মুতায়ঃালী

//AL-MUTA 'ALEE: **The All-Exalted**. // High exalted be Allah, the King, the Real! Do not rush ahead with the Qur'an before its revelation to you is compelet, and say: "My Lord, increase me in knowledge."

(Surat Ta Ha, 20:114)

উচ্চ প্রশংসিত

☆ **হোন আলাহ্ উচ্চ প্রশংশিত,** তিনি বাদশাহ্–প্রকৃত! ক্বুরআান অবতীর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ত্বরা করোনা। বরং বলো ঃ " হে প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" (সূর ত্ব-হাা#২০:১১৪)

আলাহ্‌র অসংখ্য নিদর্শন আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছ। তবুও অনেক মানুষ আলাহ্‌র মহানুভবতার প্রশংসা করতে পারেনা। তাদের অসহায়ত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা অহংকারী ও ঔদ্ধত্বান হয়। তারা এত কিছু সৃষ্টির স্রষ্টার কথা ভাবেনা। কারণ, তারা তাদের নীচ স্বার্থের কথা ভাবে। এ স্বার্থচিন্তা তাদেরকে অন্যায় বা পাপাচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে, বিশ্বাসীরা আলাহ্‌র মহত্ত বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন। ঐ শ্রেষ্ঠত্বের সামনে তারা নিজদের অসহায়ত্ব প্রকাশে সর্বদা তৎপর থাকে। কারণ, তারা জানে যে তাদের নিজস্ব কোন ৰমতা নেই। আলাহ্ তাঁর সৃষ্টির অসহায়ত্ব ও নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঃ

হে মানব জাতি! একটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে, তাই মন দিয়ে শোন! আলাহ্ ব্যতীত যাদের তোমরা ডাকো তারা একটি মাত্র মাছিও তৈরী করতে পারেনা। এমনকি সবাই একত্রিত হয়েও না। আবার যদি একটি মাছি তাদের কোন কিছু চুরি করে নেয় তারা তা ফেরৎ নিতে পারেনা। কতনা দুর্বল প্রার্থনাকারী আর প্রার্থিত! তারা আলাহ্‌কে যথাযথ মূল্যায়ন করেনা। আলাহ্ সকল শক্তিমান। সকল ৰমতাবান। (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৭৩-৭৪)

মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর মহিমার জয়গাঁথা সত্ত্বেও তাঁর অসীম ৰমতা ও পকৃত মহত্ত্ব প্রকাশে তা পর্যাপ্ত নয়। আলাহ্ যেকোন অংশীদারিত্ব, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতার উর্ধে। তিনি উচ্চ প্রশংসিত। সকল সুন্দর নাম ও উচ্চতম বৈশিষ্ট্যের মালিক তিনি। তাঁর জ্ঞান, পজ্ঞা, ৰমতা, শক্তি, দয়া, মমত্ববোধ, উদারতা অসীম। আলাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হলে 'অসীম' শব্দটি নিয়ে অনেক গবেষণা করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের কার্যক্রম অনুযায়ী বেহেশ্‌তে বা দোজখে অবস্থানের জন্য মৃত্যুর পর আলাহ্ পুনরায় নতুন জীবন দিবেন। আমরা এখন যে 'অসীম' জীবনের জন্য বলছি তা শত বছর বা হাজার বছর বা মিলিয়ন বছর কিংবা বিলিয়ন বছর নয়। যদি

শত শত ট্রিলিয়ন মানুষ একত্রিত হয়ে সারাৰণ শুমার করে– তবুও তারা এ ‘অসীমে’র সীমা নির্ধারণ করতে পারবেনা।

তবে আলাহ্‌র জ্ঞান এত ব্যাপক যে যেটাকেই আমরা ‘অসীম’ মনে করিনা কেন সেটাই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। যে ৰণ থেকে আলাহ্ চিরকাল ব্যাপী সময় সৃষ্টি করেছেন সে মুহূর্তেই প্রতিটি ঘটনা, চিন্‌্তা, সময়ের প্রতি মুহূর্ত কেমন হবে তা তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন, ক্কুরআান ঘোষণা করে ঃ

আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি সঠিক পরিমাপে । আমাদের নির্দেশ একটি শব্দ মাত্র; চোখের পলকের মতো। তোমাদের মতোদেরকে করেছি ধ্বংস অতীতে । তাদের কোন স্মরণিকা আছে কি? তারা যা যা করেছে তা এ সব গ্রন্থে রয়েছে। ছোট বড় সব লিপিবদ্ধ (রেকর্ডেড) হয়েছে। (সূর আল্ ক্বমার#৫৪:৪৯-৫৩)

অতঃপর তিনি যখন ওদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্‌্তান দিলেন ওরা তাকে আলাহ্‌র (শরীক) বা অংশ করলো। কিন্তু তারা যাকে আলাহ্‌র শরীক করে আলাহ্ তা অপেৰা অনেক উর্ধ্বে।
(সূর আল্ আয়:র-ফ#৭:১৯০)

তিনি তোমাদেরকে পথ দেখান মৃত্তিকা ও সমুদ্রের আধাঁর থেকে । আর বাতাস প্রেরণ করেন তাঁর কর্‌ুণার বার্তা নিয়ে । অন্য কোন উপাস্য আছে কি আলাহ্ ছাড়া? যাকে ওরা তাঁর সমকৰ করে তার থেকে আলাহ্ থাকুন অনেক উপরে! (সূর আন্ নাম্‌ল্#২৭:৬৩)

আলাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। রসদ দিয়েছেন। এর পর মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর আবার তোমাদের জীবনে ফেরাবেন। তোমাদের কোন অংশী-পূজ্য এর কোনটা কি পারে? সকল গৌরব তাঁর হোক; তিনি থাকুন ওদের কল্পিত অংশীদের সবার থেকে অনেক উপরে । (সূর আর্ রূম#৩০:৪০)

৮৫

৮৬

আল্ মুতাকাব্বির

//AL-MUTAKABBIR: **He Who Reveals His Greatness in All**. // He is Allah_ there is no deity but Him. He is the King, the Most Pure, the Perfect Peace, the Trustworthy, the Safeguarder, the Almighity, the Compeller, <u>the Supremley Great</u>. Glory be to Allah above all that they associate with Him. (Surat al-Hshr, 59:23)

নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী

☆ তিনি আলাহ্ – তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি বাদশাহ্, সব চেয়ে খাঁটি, বিশুদ্ধ শান্‌্তি, বিশ্বাসভাজন, নিরাপত্তাবিধানকারী, সর্বশক্তিমান, বাধ্যকারী, <u>শ্রেষ্ঠত্বে সর্বোচ্চ</u>। তারা যাদেরকে তাঁর সমকৰ করে তাদের থেকে তিনি উর্দ্ধে। (সূর আল্ হ:শর#৫৯:২৩)

ক্কুরআানে নানান উদাহরণ টেনে আলাহ্ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন। নবী মূসাা (য়:া) আলাহ্‌কে অনুরোধ করলেন, **“হে আমার প্রভু, নিজকে দেখাও, আমি দেখতে চাই তোমাকে!”** আলাহ্ জবাব দিলেন, **“ তুমি তো আমাকে দেখতে পাবেনা। তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও! যদি পাহাড় পূর্ববৎ দৃঢ় থাকে তাহলেই দেখবে আমাকে।”** তার পরের ঘটনাক্রমও ক্কুরআানে উলেখ আছে ঃ

☑ **...কিন্তু যখন তার প্রভু নিজকে প্রকাশ করলেন পাহাড়ে; তৎক্ষনাৎ পাহাড়টা চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো। আর মূসাা ধরাশায়ী হয়ে পড়লো সঙ্গাহীন হয়ে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললো ঃ " আপনি মহামান্বিত হউন!..."**
(সূর আল্ আয়ঃর-ফ#৭:১৪৩)

নবী ইব্রহীম (য়:া) আলাহ্কে যখন বললেন ঃ **" হে প্রভু আমার! আমাকে দেখাও তুমি মৃতকে জীবিত করো কী করে? "** আলাহ্ জবাব দিলেন ঃ **" চারটি পাখী লও, প্রশিক্ষিত করে তোমার বশীভূত করো। অতঃপর এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে আসো। এবার ওদেরকে ডাকো; ওরা তোমার নিকট ফিরে আসবে ডাকার সাথে সাথে । জেনে রাখো আলাহ্ প্রবল ক্ষমতাবান। সর্ব প্রজ্ঞাবান।"** (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৬০)। এভাবে, আলাহ্ তাঁকে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন দেখালেন।

আলাহ্ নবী লূত (য়:া)কে তার সঙ্গীদেরসহ সকালে নগর ত্যাগ করতে আদেশ করলেন। তাদেরকে পিছনে তাকাতে নিষেধ করলেন। তিনি অবিশ্বাসী বেঈমাান জাতিকে সে সকালে ধ্বংস করে দিলেন। নবী লূত (য়:া)কে তার সঙ্গীদেরসহ রক্ষা করলেন। নবী ইব্রহীম (য়:া)কে বাঁচানোর জন্য আগুনকে ঠান্ডা ও শান্িময় করে দিলেন। নবী য়ীসাা (য়:া)কে দিয়ে অন্ধদের চোখ খুলে দিলেন। মৃতদের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। নবী মূসাা (য়:া) এর আমলে সমুদ্রকে দু'ভাগ করলেন। ফিরঊনের সৈন্যবাহিনীকে সে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন। এভাবে আলাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু উদাহরণ আর 'অসীম' শক্তির কিছু নমুনা পেশ করেছেন।

আলাহ্ প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি ঘটনায় নিজ শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটান। তিনি হ্যারিকেন বা ঘূর্ণিঝড় ছুটিয়ে পার্থিব সুখে মত্ত জাতিকে কোন এক ভোরে ধ্বংস করে দেন। তাদের বসবাসের নগর ওলোট পালোট করে বাস অযোগ্য করে ফেলেন। এ ভাবে তাবৎ সহায়-সম্পদ থেকে তাদেরকে বিচ্ছন্ন করেন।

তিনি হয় সমগ্র জনপদ বা শহরকে বৃষ্টি দিয়ে ডুবিয়ে দেন। আবার নাহয় কোন জনপদ চরম ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দেন। তাঁর নির্দেশে পরিচালিত আকাশ ও পৃথিবী, বায়ু ও বৃষ্টি, কোন কোন বসতিতে অতর্কিত প্রলয় নিয়ে আসে। এ সব আলাহ্র সর্বময় ক্ষমতার উদাহরণ। তিনি মুতাকাব্বির। সুতরাং কর্তৃত্ব তাঁর। তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির সামনে কেউ উদ্ধত আচরণ করতে পারেনা। তিনি সকল ক্ষমতার অধীশ্বর। তার সামনে তথা কথিত সকল শক্তি সাজ্দা নত।

৮৭

আল্ মুসায়ির

//AL-MUSAWWIR: The Shaper; **The Proportioner**. // O man! What has deluded you in respected of your Noble Lord? He Who created you and formed you proprtioned you. (Surat al-Infitar, 82:6-7)

রূপ দানকারী; ন্যায্য হিস্যা দানকারী

☆ হে মানুষ! তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে কী তোমাদের প্রবঞ্চিত করলো? সে জন উনি যিনি তোমাদের সৃজন করেছেন। তোমাদের গঠন করেছেন। **ন্যায্য হিস্যা** দিয়েছেন।
(সূর আল্ ইংফিত্বর#৮২:৬-৭)

ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে একটি একক কোষ তৈরী হয়। আর একটি একক কোষ থেকে এক জন মানুষ সৃষ্টি হয়। ক্বুরআান আমাদেরকে জানায় যে এ কোষটিকে প্রথম পর্যায়ে চিবানো মাংসপিন্ডের মতো দেখায়। আলাহ্ কোষটিকে জরায়ুতে স্থাপন করে নিদৃষ্ট সময় ধরে রূপান্তর করেন, নির্ধারিত রূপে তৈরী করেন এবং পূর্ণাঙ্গ অবয়ব দান করেন। অতঃপর একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ জন্ম দান করেন। এ অস্তিত্বটি যেকোন মানদন্ডে নিখুঁত। আলাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

☑ **আলাহ্ তোমাদের জন্য সুস্থিত বাসস্থান করেছেন পৃথিবীকে । আকাশকে করেছেন ছাদ। শ্রেষ্ঠতম গঠনে রূপ দিয়েছেন তোমাদের। তোমাদের জন্য উপকারী ও স্বাস্থ্যকর জিনিস দিয়েছেন তিনি । তিনি আলাহ্। তিনি তোমাদের প্রভু। সমগ্র বিশ্বের প্রভু আলাহ্ মহামন্বিত হোন। (সূর আল্ মুঅ্মিন#৪০:৬৪)**

ক্বুরআান আমাদেরকে জানায়, পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর মধ্যে মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামো দেয়া হয়েছে। আলাহ্ তার সৃষ্টির অসংখ্য নিদর্শন মানুষের অন্তরে ও বাহিরে প্রদর্শন করেন। মানুষের গঠনশৈলী আলাহ্র নিপুণতার শুদ্ধ নিদর্শন। এর বিভিন্ন প্রকার হিস্যা লৰ্য্য করুন; যেমন- হাত ও পা, তেমনি ভাবে শরীর, মাথা ও হাত-পা অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গের হিস্যা একান্ত নিখুঁত। যেমন, শরীরের দৈর্ঘ মাথার দৈর্ঘের আট গুণ। মাথার দৈর্ঘ নাকের দৈর্ঘের তিনগুণ। আর মানুষ ভেদে দু'চোখের মধ্যে এক নিদৃষ্ট দূরত্ব রয়েছে। আমাদের হাত ও পায়ের মধ্যের দৈর্ঘের হিস্যা, সৌন্দর্য ও প্রয়োগিক, উভয় দিক বিচারে নিখুঁত।

মানুষের গঠন কাঠামোর পরিপূর্ণতা বোঝার জন্য চারদিকের মানুষের দিকে তাকালেই হয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মানুষের জন্য তার নিজ অবয়ব সঠিক। এ কথা বর্তমানের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমন ভবিষ্যতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, আলাহ্ সৃষ্টিতে এ রকম সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আর আলাহ্র সকল সৃষ্টি ত্রুটিহীন। আলাহ্র নিখুঁত সৃষ্টি বিষয়ে ক্বুরআানের কিছু আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

☑ **তিনি সৃষ্টি করেছেন। অনুকরণীয় করেছেন।**
(সূর আল্ আয়:লাা#৮৭:২)

☑ **তিনি বাস্তব আকাশমালা ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের রূপ দিয়েছেন। সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। আর তোমাদের সর্বশেষ গমন- তাঁর নিকট । (সূর আত্ব ত্বগ-বুন#৬৪:৩)**

☑ **তিনি তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদেরকে গর্ভে রূপ দেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সর্বশক্তিমান ।তিনি ধারক সকল প্রজ্ঞার।**
(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:৬)

☑ **তিনি আলাহ্ - তিনি সৃষ্টিকর্তা,প্রস্তুতকারক, রূপদাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর। আকাশমন্ডলী আর পৃথিবীর সবকিছু নিরত তাঁর বন্দনায় ।তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী।**
(সূর আল্ হ:াশর#৫৯:২৪)

৪৮৭

৮৮
আল্ মুস্তা'য়:ান

//AL-MUSTI'AN: **One Who Is called upon for Help.** // Say: "Lord, judge with truth! Our Lord is All-Merciful, the <u>One Whose help is sought in</u> the face of what you describe." (Surat al-Anbiya', 21:112)

সাহায্যের জন্য প্রার্থিত

☆ বলো ঃ " হে প্রভু, যথার্থ বিচার করো! আমাদের প্রভু তো চির দয়াবান। তুমি সেই যার নিকট তোমার বর্ণিত পরিস্থিতিতে **সাহায্য প্রার্থনা** করে সবাই। (সূর আল্ আম্বিয়া#২১:১১২)

আলাহ্র ৰমতার অস্তিত্ব সবসময় সবার অনুভব করা উচিৎ। অর্থাৎ জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা উচিৎ। কেননা, আলাহ্ না চাইলে কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা যেহেতু অনেক দুর্বলতা নিয়ে সৃষ্ট; সেহেতু আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে আলাহ্র সহায়তা নিয়ে বাঁচতে হয়।

আমাদের রয়েছে নানা দুর্বলতা। বিপরীত দিকে আলাহ্র রয়েছে সকল সৰমতা। কাজেই একমাত্র তাঁর নিকট সবাইকে আশ্রয় নিতে হয়। তাঁকেই সবার দরকার। তাই শুধুমাত্র তাঁর নিকট সবার সাহায্য ও পথনির্দেশ চাওয়া উচিৎ। তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা নিজকে বা অন্যকে সহায়তা করতে পারিনা। আলাহ্র কোন কিছু অভিপ্রায় হলে তিনি বলেন, 'হও!' আর তৎৰণাৎ তা হয়ে যায়।

তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে রিজি:ক বা রসদ বন্টন করেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেন। অসুস্থতায় সাহায্য করেন। আমাদেরকে তিনি কখনো কাঁদান কখনো হাসান। আবার যাকে খুশী উপরে তোলেন। মহাকাশ থেকে ধরণি পর্যন্ত সকল জিনিস পরিচালনা করেন। আলাহ্ অনুগ্রহ তুলে নিলে বা প্রলয় প্রেরণ করলে আমরা কেউ ঠেকাতে পারিনা। আবার তিনি রহমত বর্ষালেও কেউ ব্যর্থ করতে পারেনা। এভাবে সজীব বা নির্জীব সবকিছু তাঁর রহ্মতের আশায় তাঁর নিকট আশ্রয় খোঁজে। একমাত্র তাঁর নিকঠ সাহায্য কামনা করে। এ সত্যকে ক্বুরআান নিম্নে কিছু আয়াত দিয়ে ব্যক্ত করে ঃ

☑ **ওরা কি এমন অংশী-উপাস্য সৃষ্টি করে– যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা? আরে, তারা তো নিজেরাই সৃষ্ট। (তাই) তারা ওদের সাহায্য করার কোন ৰমতা রাখেনা। এমনকি নিজেদেরও না। তুমি (অবশ্য) ওদের পথ দেখাতে চাও। কিন্তু ওরা তোমার অনুসরণ করবেনা। তুমি ওদের ডাকো বা নাডাকো ওদের কাছে সবই সমান। তোমরা যাদের ডাকো তারা তো বান্দা তোমাদের মতোই। যদি সত্যবাদি হও তা হলে তাদেরকে ডাকো; আর জবাব দিতে দাও। তাদের কি এমন কোন পা আছে যা দিয়ে হাটতে পারে? এমন কোন হাত আছে যা দিয়ে ধরতে পারে? তাদের এমন কোন চোখ আছে যা দ্বারা দেখতে পায়?**

এমন কোন কান আছে যা দ্বারা শুনতে পায়? বলো ঃ " তোমাদের অংশী-দেবতাদের ডাকো, তোমাদের যত শয়তানি আমার বির"দ্ধে প্রয়োগ করো। কোন কসুর কোরনা। আমার রব্বাকারী আলাহ্। তিনিই গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। তিনি বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধান করেন।" আলাহ্কে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাকো তারা তোমাদেরকে সাহায্য করার সব্বমতা রাখেনা। (এমন কি) নিজদেরকে সাহায্য করার ব্বমতাও রাখেনা। তুমি পথপ্রদর্শনের জন্য যদি ওদেরকে ডাকো ওরা শুনতে চায়না। লব্ব্য করো– ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তবুও ওরা দেখতে পায়না।

(সূর আল্ আয়:রফ#৭:১৯১-৯৮)

৮৯

আল্ মুতাহ্হীর

//AL-MUTAHHIR: The Cleanser; **He Who Cleanses from Idolatry and Spiritul Evil.** // And when He overcame you with sleep, making you feel secure, and down water from heaven to purify you and remove the taint of Satan from you, and to fortify your hearts and make your feet firm. (Surat al-Anfal, 8:11)

(মুর্তিপূজা থেকে) পবিত্রকারী

○ আর তোমরা ঘুম দ্বারা (ক্লান্ি"কে) পরাজিত করো, স্বস্ি" অনুভব করো। এ ছাড়া, তোমাদেরকে পবিত্র করতে, তোমাদের থেকে শয়তানের কলঙ্ক মুছে দিতে, তোমাদের হৃদয়কে দৃঢ় করতে এবং তোমাদের পা স্থির রাখতে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করা হয়। (সূর আল্ আংফাল#৮:১১)

মানুষ জীবনভর ভুল করে। তবে বিশ্বাসীরা ভুল এড়ানোর চেষ্টা করে। আর আলাহ্র মনোনীত ধর্মানুযায়ী চলতে সচেষ্ট থাকে। ক্বুরআান নিম্নের আয়াতে এ সত্য বর্ণনা করে ঃ

☑ **মানুষের কর্ম অনুযায়ী আলাহ্ যদি শাস্ি" দিতেন তাহলে তিনি কোন প্রাণীকেই রেহাই দিতেননা। তিনি বরং তাদেরকে বিলম্ব করান একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত"। অতঃপর তাদের কাল যখন হাজির হয় তখন আলাহ্ তাঁর বান্দাদের দেখে নেন।**
(সূর আল্ ফাত্বির#৩৫:৪৫)

আলাহ্র নির্দেশ আছে ঠিক। তাই বলে যে কোন বিশ্বাসী বিশ্বস্ত" লোক সম্পূর্ণ ত্র"টিহীন থাকবে এরকম নয়। তবু তারা আলাহ্র অভিপ্রায় অনুসন্ধান করবে। তাদের জন্য আলাহ্ নির্ধারিত সীমা মেনে চলবে। ভুল বা ত্র"টি হলে আলাহ্র দিকেই অনুশোচনায় ধাবিত হবে। তাঁর দয়ায় অবগাহন করবে। ক্বুরআান আমাদেরকে জানায়, আলাহ্ তাদের পবিত্র করবেন। কারণ, "আলাহ্ তাঁর বান্দাদের থেকে সকল অপবিত্রতা দূর করতে ভালোবাসেন।" নিম্নের আয়াত এ কথা বর্ণনা করে ঃ

☑ **... হে গৃহবাসী লোক সকল, আলাহ্ তোমাদের থেকে দূর করতে চান সকল অপবিত্রতা । তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে সম্পূর্ণ রূপে । (সূর আল্ আহ:জ:াব#৩৩:৩৩)**

মানুষ অনেক বড় বড় গুনাহ্ করতে পারে। এমনকি, আলাহ্র বির"দ্ধাচরণও করতে পারে; আলাহ্ নির্ধারিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। তবুও কেউ যদি আন্ত"রিক ভাবে অনুশোচনা করে; তাঁর দিকে ফিরে আসে; তবে আলাহ্ তাকে ৰমা করে দিবেন। কারণ, তিনি অসীম

ৰমাশীল। তিনি আরও ঘোষণা করেন, কোন অবিশ্বাসী, মুনাফিক, এমনকি তাঁর বির"দ্ধে সংগ্রামীও তাঁর দিকে ফিরে আসলে তাদেরকে তিনি পবিত্র করেন। ৰমা করে দেন। এক আয়াত বলে ঃ

☑ **মুনাফিক (বক-ধার্মিক)রা আগুন (জাহান্নাম)এর সর্বনি" স"রে করে অবস্থান । তাদেরকে সাহায্য করার মতো কাউকে দেখবেনা তুমি । তবে ব্যতিক্রমী হবে বিশ্বাসী (বা ঈমাানদার)দের দলভুক্তগণ; অর্থাৎ যারা তাওবা (অনুশোচনা) করে, কর্ম সংশোধন করে, আলাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে মান্য করে এবং একমাত্র আলাহ্‌র নিকট তাদের (ধর্ম) উপাসনা সোপর্দ করে। এ বিশ্বাসীদেরকে আলাহ্‌ দিবেন বিশাল পুরষ্কার । (সূর আন্‌ নিসাা#৪:১৪৫-৪৬)**

এ কথাগুলো তাঁর বান্দাদের প্রতি আলাহ্‌র অপার অনুগ্রহ প্রকাশ করে। একমাত্র তিনি আমাদেরকে মুর্তিপূজা, ঘোরপাপ ও আত্মিক কলুষতামুক্ত করতে পারেন। কারণ, তিনি দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াবান।

৯০

আল্‌ মুয়াচ্ছির

//AL-MUYASSIR: **He Who Makes His Servant's Path Easier in Goodness and Wickedness;** He Who Places No Unbearable Burden on Anyone. // Allah desires ease for you; He does not desire difficulty for you. You should complete the number of days and proclaim Allah's greatness for the guidance He has given you, so that hopefully you will be thankful. (Surat al-Baqara, 2:185)

ভাল-মন্দ পথ সহজকারী; স্বস্তি"সাধ্যভার প্রদানকারী

○ আলাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বস্তি" চান। তিনি তোমাদের জন্য চাননা– কষ্ট । তোমরা দিনগুলো করবে পূর্ণ । আর আলাহ্‌র প্রশংসা করবে তোমাদেরকে পথ দেখানোর কারণে । সুতরাং, আশা করা যায় তোমরা হবে কৃতজ্ঞ । (সূর আল্‌ বাক্বরহ্‌#২:১৮৫)

আলাহ্‌ আমাদেরকে সব সময় সহজ পথ দেখান। তিনি আমাদের জন্য সহজ দ্বীন- ইসলামকে মনোনয়ন করেন। এ গভীর সত্য নিম্নের আয়াতে তুলে ধরেন ঃ

☑ **আলাহ্‌র জন্য যুদ্ধ (জিহাদ) করো আলাহ্‌র উপযুক্ত শক্তি দিয়ে । তিনি তোমাদেরকে নির্বাচন করেছেন। আর তোমাদেরকে জোর করে আটকে রাখেননি ধর্ম বিষয়ে– তোমাদের সে আদি পিতা ইব্‌রহীমের এ ধর্ম বিষয়ে। (সূর আল্‌ হ:াজ্জ#২২:৭৮)**

উপদেশ প্রত্যাশীদের জন্য আলাহ্‌ ক্বুরআানকে সহজ করে দেন। আবার ক্বুরআানের নির্দেশন মানব জীবনকে সহজ করে দেয়। আলাহ্‌ অন্ধ, পঙ্গু, বা অসুস্থর জন্য ক্বুরআানের সহজতর পদ্ধতি বাতলে দেন। পরিশ্রমরত বা সফররত বান্দাদের দায়িত্বভার লাঘব করার ব্যবস্থা রাখেন। তিনি ওয়াদা করেন, পাপ যত বড়ই হোকনা কেন মানুষ খাঁটি তাওবা করলে তিনি ৰমা করে দিবেন। একটি আয়াত বলে ঃ

☑ **আমরা স্মরণ করার জন্য ক্বুরআান দিয়েছি সহজ করে । তোমাদের মধ্যে ক্বুরআান স্মরণ করার (মতো) কেউ আছো কি? (সূর আল্‌ ক্বমার#৫৪:১৭)**

আলাহ্‌ আরো বলেন, বিশ্বাসীগণ খুব সহজে সব ধরনের সাফাল্য অর্জন করে ঃ

☑ **আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে দেবো সোজা পথে চলার স্বস্তি" । (সূর আল্‌ আয়:লাা#৮৭:৮)**

আমরা যত সহজ বা শান্তিময় জিনিস দেখি সব আলাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি সেরার সেরা অনুগ্রহশীল। তিনি বান্দাদের কষ্ট দিতে চাননা ঃ

☑ **আলাহ্‌ তোমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিতে চান। (কারণ) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। (সূর আন্‌ নিসা#৪:২৮)**

আমরা কতটুকু করতে পারি বা কি করতে পারি আলাহ্‌ তা ভাল জানেন। সে সীমানা বিবেচনা করেই তিনি স্বস্তিসহ আদেশ নিষেধ দান করেন। **আলাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বস্তি চান। তিনি তোমাদের জন্য কষ্ট চাননা।** (সূর- আল্‌ বাক্বরহ্‌#২:১৮৫)। কঠিনতম সময়ে তিনি আমাদের কাজকে সহজ করে দেন। সহজ পথ দেখিয়ে দেন। তাঁর উপর ভরসা করতে বলেন। প্রসঙ্গত, আলাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে নিজ অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

☑ **আমরা তোমাদের জন্য কি প্রশস্ত করে দেইনি তোমাদের বক্ষ? আর তোমাদের পিঠের ভারী বোঝা কি দেইনি হাল্কা করে? তোমাদেরকে কি উত্থাপন করিনি সুখ্যাত সুউচ্চে? মনে রেখো, কষ্টের সাথে স্বস্তি আসে; অবশ্যই কষ্টের সাথে আসে স্বস্তি। (সূর আলাম নাশরহ্‌#৯৪:১-৬)**

আলাহ্‌ তাঁর শুভাশীস ও করুণা অর্জনের পথ বান্দাদেরকে দেখিয়ে দেন। বিপরীতে, অবিশ্বাসীদেরকে জটিল পথ প্রদর্শন করেন ঃ

☑ **যে কঞ্জুস, স্বার্থপর, তুষ্টিকরকে করে অস্বীকার; আমরা তার পথ অবশ্যই খুলে দেই জটিলতার দিকে। (সূর আল্‌ লাঈল#৯২:৮-১০)**

৯১
আল্‌ মুযাক্কী

//AL-MUZAKKEE: **He Who Purifies His Servants** (of all faults, shame, and spiritual impurity). // Do you not see those who claim to be purified? No, Allah purifies whoever He wills. They will not be wronged by so much as the smallest speck.
(Surat an-Nisa', 4:49)

(ত্রুটি, লজ্জা, অস্বস্তির কালিমা থেকে) দাস পবিত্রকারী

○ তুমি কি দেখোনি ওদের যারা নিজদেরকে পবিত্র দাবী করে? তা নয়; **আলাহ্‌ পবিত্র করেন** যাকে ইচ্ছা হয়। ক্ষুদ্রতম দাগের মতোও কোন ভুল করেনা তারা। (সূর আন্‌ নিসা#৪:৪৯)

শুদ্ধতা ও পূর্ণতা আলাহ্‌র অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমরা ভুলে যাই। অন্যমনষ্ক হই। ভুল করি। কিন্তু আলাহ্‌ এ রকম কিছুই করেন না। আমাদের চরিত্রের ঐ সব বৈশিষ্ট্য আমাদের দুর্বলতার ও আলাহ্‌র উপর নির্ভতার পরিচায়ক। এ রকম পরিস্থিতিতে পড়ে বিশ্বাসীমাত্র তার ভুল বা অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই তারা সাথে সাথে আলাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। ভবিষ্যতে যাতে ভুল নাহয় সে বিষয়ে তৎপর থাকে। মনে রাখতে হবে– নিজকে ত্রুটিমুক্ত বা নিষ্পাপ মনে করা কাবীরা গুনাহ্‌ বা মহাপাপ। একটি আয়াত নিম্নের কথা বলে ঃ

☑ **ছোটখাট ভুলত্রুটি করেও বড় পাপ ও অশীল কাজ থেকে দূরে থাকো যারা; (মনে রেখো) অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমায় অসীম । যখন তিনি তোমাদের প্রথম সৃষ্টি করেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা ছিলে ভ্রূণ– তোমাদের মাতৃগর্ভে; তখন থেকেই তিনি রাখেন তোমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ।**
(সূর আন্ নাজম#৫৩:৩২)

সতর্ক বিশ্বাসী নিজ ভুল বা দুর্বলতা সচেতন থাকে । সুতরাং, সে সারাক্ষণ অনুশোচনা করে । আলাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টি কামনা করে । প্রতি উত্তরে আলাহ্ তার পাপ ঢেকে দেন । ক্ষমা করেন । পবিত্র করেন । উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে সহায়তা দান করেন ।

৯২
আল্ মুযায়ীন

//AL-MUZAYYIN: **The Adorner.** // Know that the Messenger of Allah is among you. If he were to obey you in many things, you would suffer for it. However, Allah has given you the love of faith and has made it pleasing to your hearts, and has made disbelief, deviance, and disobedience hateful to you. People such as these are rightly guided. (Surat al-Hujurat, 49:7)

শোভনকারী

- জেনে রেখো তোমাদের মধ্যে আলাহ্র রসূল রয়েছেন । তিনি যদি তোমাদের মতে চলতেন নানান বিষয়ে; তবে দুর্ভোগ পোহাতে তোমরাই । যা হোক, আলাহ্ তোমাদের নিকট ঈমাানকে প্রিয় করেছেন । তোমাদের হৃদয়ের কাছে তা **শোভন করেছেন** । আর অবিশ্বাস, পাপাচার ও অবিচারকে করেছেন অপ্রিয় । হেন মানুষেরাই সৎপথের অনুসারী ।
(সূর হুজরত#৪৯:৭)

বিশ্বাসকে ভালবাসা, বস্তুগত ও অবস্তুগত মানব দর্শন থেকে নিজস্ব রুচি প্রত্যাহার করা, অবিশ্বাসকে ঘৃণা করা ও পাপ মনে করা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য । প্রকৃত পক্ষে, আলাহ্র করুণায় এ সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায় । উপরের আয়াতে এ দার্শনিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ।

বিশ্বাসীদেরকে দানকৃত এ বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত মর্যাদা প্রদর্শন করার জন্য অবিশ্বাসীদেরকে বিপরীত রূপ দান করেন । অবিশ্বাসীগণ ধর্ম থেকে বহু দূরে অবস্থান করে । তাই তারা কঠিন ও কষ্টকর পদ্ধতির মধ্যে বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস সৃষ্ট সৌন্দর্য অনুভবে ব্যর্থ হয় । পদ্ধতির মধ্যে পরিদৃষ্ট মন্দ ও অশিষ্টতাকে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে শোভন করা হয় । এ সত্য কুরআানের আয়াতে ফাঁস করে দেয়া হয়েছে ঃ

☑ **মন্দ কাজকে শোভন করায় মন্দ কাজ যাদের নিকট ভাল মনে হয়; আর যারা চলে নিজ খেয়াল-খুশী মতো, তারা কি তার মতো– যে তার প্রতিপালকের থেকে পাওয়া স্পষ্ট পথে রয়? (সূর মুহ:াম্মাদ#৪৭:১৪)**

বিশ্বাসীরা আলাহ্কে চেনে। তাদের প্রতি আলাহ্র দয়া অনুভব করে। তারা বিশ্বাস করে যে একমাত্র আলাহ্র দয়ায় তারা বেঁচে আছে। আর তারা যা কিছু পছন্দ করে এবং যা কিছুতে আনন্দ পায় তা সব আলাহ্র থেকে আসে। তারা আলাহ্ বিশ্বাসে ও তাঁকে ভালবাসায় উচ্চ আসন লাভ করে। তাদের বুঝ অনুযায়ী আলাহ্ ব্যতীত কাউকে খুশী করতে হয়না। তাই তারা আর কারো কাছে সাহায্য চায়না। এ কথা সত্য যে আলাহ্কে স্মরণে বিশ্বাসীরা শান্ি পায়। তারা আলাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল কাজ করে। নৈতিক উন্নতির জন্য ধর্মের পথ অনুসরণ করে। আলাহ্র আদেশ নিষেধ মান্য করে। মুসলিম ভাইদের কল্যাণে মনোযোগী হয়। তাদের সুখ ও শান্ির উৎস হয়– নিরহংকার প্রতিযোগিতা, পরকালের ভালোর জন্য ।

৯৩

আল্ মুদহিল

//AL-MUDHHILL: **The Humiliator**. // You may travel about in the land for four months and know that you can not thwart Allah, and that Allah will humiliate the unbelievers. (Surat at-Tawba, 9:2)

অপদস্থকারী

- তোমরা মোটা মুটি মাস চারেক জমিনে আনাগোনা করতে পারো আর শিখতে পারো– আল-াহ্কে ব্যর্থ করতে পারোনা তোমরা। বরং আলাহ্ই অবিশ্বাসীদেরকে **অপদস্থ করেন**। (সূর আত তাওবাহ্#৯:২)

অবিশ্বাসীদের প্রতি পার্থিব জীবনে প্রেরিত শাস্ির মধ্যে একটি– অপদস্থ করণ। যে অবিশ্বাসীরা জাঁকজমক করে, অন্যের বাহবা খোঁজে, তাদের জন্য কঠিন শাস্ি হল তাদেরকে অপদস্থ করণ। ক্বুরআানের আয়াতে এ শাস্ি সম্পর্কে নিরূপ বলা হয়েছে ঃ

☑ **তাদের পূর্ববর্তীগণও করেছিলো সত্য প্রত্যাখ্যান। ফলে কোত্থেকে শাস্ি এসেছিলো ওদের উপর যা ছিলো ওদের ধারণারও বাইরে। অর্থাৎ আলাহ্ ওদের অপদস্থ করলেন পার্থিব জীবনে। আর পরবর্তী জীবনের শাস্ি তো হবে কঠিনতর, যদি তারা জানতো। (সূর আজ: জু:মার#৩৯:২৫-২৬)**

আলাহ্ বিশ্বাসীদের মাধ্যমে বিশেষ করে তাঁর নবীদের মাধ্যমে তাঁর মুদহিল নামটির প্রকৃতরূপ ফুটিয়ে তোলেন। নিম্নের আয়াতে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ঃ

☑ **... আলাহ্ তোমাদের হাতে ওদের শাস্ি দেবেন, অপদস্থ করবেন; ওদের বির"দ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন। আর তিনি শান্ত করবেন বিশ্বাসীদের হৃদয়। তিনি ওদের অন্তর থেকে ক্রোধ তাড়াবেন। আলাহ্ যার প্রতি খুশী– হন সদয় । তিনি সর্বজ্ঞ। প্রজ্ঞাময়। (সূর আত তাওবাহ্#৯:১৪-১৫)**

নবী সুলাইমান (য়:া) অবিশ্বাসীদের প্রতি নিম্নের বার্তা নিয়ে আসেন ঃ

☑ **" তাদের দিকে ফিরো। আমরা আসবো তাদের কাছে এমন যোদ্ধাসহ যা তারা পারেনা করতে মোকাবেলা । আর তাদেরকে হেয়, লঞ্ছিত ও অপদস্ত করে করবো বিতাড়িত ।**
(সূর নাম্‌ল্#২৭:৩৭)

এ ছাড়াও অবিশ্বাসীদের জন্য পর জীবনে কি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে সে সম্পর্কে অনেক আয়াতে উলেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে তাদের দম্ভ ও অহংকারের বিনিময় স্বরূপ তাদের এ সব শাস্তি দেয়া হবে। অবিশ্বাসীদের একটি অন্যতম শখ হল অন্যের প্রশংসা অর্জন। তাই তারা সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র আলাহ্ ব্যতীত নিজদের প্রশংসায় ব্যস্ত থাকে। ফলে, পরকালের শাস্তির আভাস স্বরূপ এ কালে অন্যের সামনে অপদস্ত করে আলাহ্ তাদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেন। কুরআানের একটি আয়াত পড়া যাক ঃ

☑ **সেদিন অবিশ্বাসীদের যখন আগুনে ছাড়া হবে ঃ " তোমরা ভাল জিনিস দূর করেছিলে; পার্থিব জীবনে ব্যাপ্ত ছিলে; আর স্ব স্ব খেয়াল-খুশী উপভোগ করেছিলে। সুতরাং আজ তোমাদের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদান হলো লাঞ্ছনাকর শাস্তি; কারণ, কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তোমরা পৃথিবীতে গর্বিত ছিলে এবং ছিলে বিপথগামী।" (সূর আহ:ক্ব-ফ#৪৬:২০)**

দোজখের অপদস্তি ও অধপতন তীব্রতা কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো সম্ভব নয়। তবে, এ অপদস্তির চিহ্ন অহংকারীদের শরীরে ফুঁটিয়ে তোলা হবে। যেমন, অবিশ্বাসী ও অহংকারীদের মুখোমন্ডল ধুলা ময়লায় আচ্ছাদিত থাকবে। নিম্নের আয়াত বর্ণনা করে ঃ

☑ **সেদিন কিছু মুখ অবনত থাকবে। (সূর আল্ গ-শিয়:াহ#৮৮:২)**

☑ **যারা করেছে অন্যায় কর্ম অর্জন– তাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিদানে দেয়া হবে মন্দ অনুরূপ। লাঞ্ছনা ওদের করবে মলিন। আলাহ্‌র থেকে ওদেরকে রক্ষা করার মতো থাকবেনা কেউ। মনে হবে ওদের মুখ ঢেকে দিয়েছে রাতের অন্ধকার। ওরা আগুনের সঙ্গী; ওরা সেখানে থাকবে চিরকাল। নিরন্তর সময় ।**
(সূর ই:য়ূনুস#১০:২৭)

তিনি অবিশ্বাসীদের নিকট যেমন আল্ মুদহিল বা অপদস্তকারী তেমনি বিশ্বাসীদের নিকট আর র-হ্মান ও আর র-হীম অর্থাৎ পরম করুণাময় ও অতীব দয়ালু। বিশ্বাসীদেরকে করুণা করে বা বেহেশ্‌ত দান করে সকল পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেন; পবিত্র করেন। অবিশ্বাসীদের দেয় শাস্তির বিপরীতে আলাহ্ বিশ্বাসী বান্দাদের প্রশান্তি, বেহশ্‌ত দান করে আশীর্বাদিত করেন।

৯৩

৯৪
আল্ মুগনীঃ
//AL-MUGHNEE: **The Enricher**. // That is <u>He Who enriches</u> and Who satisfies. (Surat an-Najm, 53:48)
ধনীকারক

☆ উনিই তিনি যিনি **ধনী করেন** এবং করেন পরিতৃপ্ত।
(সূর আন্ নাজম#৫৩:৪৮)

সমস্ত সম্পদের আসল মালিক আলাহ্। তিনি কাউকে সম্পদ দিয়ে পরীৰা করেন। কাউকে সম্পদ নাদিয়ে পরীৰা করেন। আল্ ওয়ারিদ নামের অর্থ আলাহ্ সব কিছুর উত্তরাধিকারী। মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথে নিঃসম্পদ হয়ে যায়। কিন্তু সম্পদ প্রাপ্তিতে যারা দম্ভ করে, অহংকারী হয়ে আলাহ্কে ভুলে যায় তাদের সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **ওরা কি ভাবে, সম্পদ ও সন্তান দিয়ে ওদেরকে কি ত্বরান্বিত করিনা ভালোর দিকে? না, ভাবেনা। ওদের কোন চেতনা নেই। (সূর মুঅ্মিনূন#২৩:৫৫-৫৬)**

আলাহ্ যাকে ইচ্ছা অঢেল সম্পদ দিয়ে পুরষ্কৃত করেন। সম্পদপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন– নবী ইব্রহীম (য়:া), নবী মুহ:াম্মাদ (ছ্ব-), নবী দাঊদ (য়:া), নবী ই:য়ুসুফ (য়:া)। নবী ইব্রহীম (য়:া) কে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আল্ ক্বুরআান সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। নবী সুলাইমাান (য়:া) আলাহ্র নিকট অনেক সম্পদ কামনা করেন। আলাহ্ তাঁর কামনার উত্তর দান করেন।

উলেখ্য, নবীগণ আলাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করার জন্য সম্পদ ব্যবহার করতেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা সম্পদ পেয়ে অহংকারী হয়। সম্পদের আসল মালিককে ভুলে যায়।

কিছু সম্পদশালী আলাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং চির কাল বেহেশ্তে থাকবে। তাদের সম্পর্কে আলাহ্ ক্বুরআানে বিস্তারিত বিবরণ দেন। নিম্নের আয়াতসমূহে তাদের গৌরবময় পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

☑ **সুতরাং, সেদিনের অনিষ্ট থেকে তাদের রৰা করবেন আলাহ্। উৎফুলতায় ও আনন্দে মিলিতি হতে দিবেন তিনি। আর তাদের ধৈর্যশীলতার জন্য উদ্যান ও রেশম দিয়ে করবেন পুরস্কৃত । সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হয়ে তারা না প্রচন্ড রোদ না প্রচন্ড শীত উপভোগ করবে। ছায়াদাতা শাখা নুয়ে থাকবে তাদের উপর। শাখার পাকা ফলগুলো ঝুলে থাকবে উত্তোলনের অপেৰায়। রুপার তৈজোষপত্রে আর স্বচ্ছ পানপাত্রে পরিবেশন করা হবে ঘুরে ঘুরে। রুপার ও স্বচ্ছ পাত্রগুলো পূর্ণ থাকবে যথার্থ পরিমাণে। তাদের যান্জাবীল মিশ্রিত পানীয় পান করানো হবে। থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা 'সালসাবীল' । চির কিশোরেরা ঘুরে বেড়াবে ও পরিবেশন করবে। তাদেরকে দেখে ছড়ানো মুক্তা মনে করবে তোমরা। যেন আনন্দ ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবে তাদেরকে দেখে। তারা পরিধান করবে কোমল রেশমী ও কারুকার্য খচিত পোষাক। আর রুপার কঙ্কণে থাকবে সজ্জিত। পান করানোর জন্য তাদের প্রভু তাদেরকে দিবেন বিশুদ্ধ পানীয় । " এ তোমাদের পুরষ্কার। তোমাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ স্বীকৃতি।"**

(সূর আদ্ দাহ্র#৭৬:১১-২২)

৯৫
আন্ নাসির

//AN-NASIR: The Helper; **The Supporter**. // We supported them, and so they were the victors. (Surat as-Saffat, 37:116)

সাহায্যকারী, সহযোগী

☆ আমরা তাদেরকে **সাহায্য করেছিলাম;** সুতরাং তারা হয়েছিলো বিজয়ী। (সূর আছ্ ছ্বফ্ফাত#৩৭:১১৬)

একমাত্র আলাহ্ আমাদের সাহায্যকারী ও পথ প্রদর্শক। বিশ্বাসীরা সকল সময় ও সকল সমস্যায় তাঁরই সাহায্য চায়। তিনি তাদের কথা শোনেন। নবীগণ আলাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লৰ্য্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, সম্পদ প্রাপ্তির জন্য, রোগমুক্তির জন্য কেবলমাত্র তাঁর দিকে তাকাতেন। আলাহ্ তাদের অকপট ডাকে সাড়া দিতেন। পথ দেখাতেন। নিম্নের আয়াতে আলাহ্ তাঁর ভক্ত বান্দাদেরকে নিম্নরূপ প্রতিশ্রুতি দেন ঃ

☑ **আমাদের বান্দাদের নিকট ও আমাদের নবীদের নিকট পূর্বেই দেয়া হয়েছে আমাদের প্রতিশ্রুতি– অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে । (সূর আছ্ ছ্বফ্ফাত#৩৭:১৭১-৭২)**

☑ **এভাবেই প্রত্যেক নবীর বিপরীতে একদল শত্রু করেছি অন্যায়কারীদের মধ্য থেকে। তবে তোমাদের প্রতিপালক পথপ্রদর্শক ও পর্যাপ্ত সাহায্যকারী।**
(সূর আল্ ফুরক্বন#২৫:৩১)

"...বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব " (সূর আর্ রূম#৩০:৪৭) এ আয়াতে আলাহ্ বলেন যে তিনি তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের সাহায্য করবেন। তবে এর পূর্বশর্ত হল- বান্দাদের তরফ থেকে আলাহ্র দ্বীনকে সাহায্য করতে হবে; তাঁর নির্ধারিত সীমানা মানতে হবে; তাঁর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করতে হবে। বিনিময়ে তিনি সর্বদা সব সহায়তা দিবেন। যেহেতু তিনি সহায়তার অঙ্গীকার করেছেন সেহেতু তাঁর উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রদর্শিত পথে, জিহাদে নিয়োজিত বিশ্বাসীগণ জয়ী হবে। একটি আয়াত দেখুন ঃ

☑ **যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আলাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– তিনি তাদেরকে করবেন– জমিনের উত্তরাধিকারী । তিনি যেমন ইতঃপূর্বে করেছেন– তাদের পূর্ববর্তীদের। যে ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন তাদের মধ্যে । নিরাপত্তা বিধান করবেন ভীতিকর পরিবেশে। " তারা আমার আরাধনা করে; আমার সাথে কারো তুলনা করেনা।" এত কিছুর পরেও যারা বিশ্বাস করেনা তারা পথভ্রষ্ট। (সূর আন্ নূর#২৪:৫৫)**

আলাহ্ বিশ্বাসীদেরকে একাকী ও অসহায় ভাবে পৃথিবীতে ছেড়ে দেননা। বরং, তাদেরকে এ কালে ও পরকালে সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি যেমনি প্রতুশ্রুতি দেন, তেমনি তা রৰাও করেন। মেমন ঃ

☑ **আমরা অবশ্যই আমাদের নবী ও বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করবো– বৈশ্বিক জীবনে ও সাৰ্য্যর দিনে। (সূর মুঅ্মিন্#৪০:৫১)**

৯৬
আন্ নূর

//AN-NUR: **The Light**. // Allah is the Light of the heavens and Earth. The metaphor of His Light is that of a nicke in which is a lamp, the lamp inside a glass, the glass like a brilliant star, lit from a blessed tree, an olive, neither of the of the east nor of the west, its oil all but giving off light even if no fire touches it. Light upon Light. Allah guides to His Light whoever He wills, makes metafors

for mankind, and has knowledge of all things. In houses that Allah has permitted to be built and in which His name is remembered, there are men who proclaim His glory morning and evening. (Surat an-Nur, 24:35-36)

নূর; আলো

☆ আলাহ্ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের উপমা যেন একটি আধার যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটির অবস্থান কাঁচের ভিতরে, সে কাঁচের আবরণটি যেন এক উজ্জ্বল তারা–একটি পবিত্র বৃৱ–যায়তুন, তার তেল থেকে জ্বলছে তারাটি; পূর্ব পশ্চিম কোন দিক থেকে আলো নিচ্ছেনা সে। কোন আগুন স্পর্শ না করলেও তেলই নূর ছড়ায়। **নূরের উপরে নূর**। আলাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর নূরের দিকে পরিচালিত করেন। তিনি মানব জাতির জন্য উপমা সৃষ্টি করেন। আর সব বিষয়ে তার জ্ঞান আছে। আলাহ্র নিয়মে তৈরীকৃত গৃহে তাঁর নাম স্মরণ করা হয়। মানুষ সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর গুণকীর্তন করে। (সূর আন্ নূর#২৪:৩৫-৩৬)

আকাশসমূহ আর পৃথিবীর নূর বা আলো আলাহ্। তিনি তাঁর বান্দার উপর এ রূপের প্রতিরূপ দেখান। বান্দাদের মধ্যে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে; তাঁর মহত্ত্ব বোঝে; তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়; ইসলামে দাখিল হয়; এর নৈতিকতায় জীবন চালায়; আলাহ্ আপন অনুগ্রহ স্বরূপ তাদের উপর নূর বা আলো ছড়ান। যেমন, তিনি বলেন ঃ

☑ **ইসলামের প্রতি উন্মুক্ত যার বৱ, তাই প্রভু তাকে করেছেন নূরান্বিত (আলোকিত), সে কি সেই...? ওদের জন্য আফসোস্– যাদের হৃদয় কঠিন হয় আলাহ্র স্মরণে! ওরা স্পষ্টত ভুল পথে পরিচালিত। (সূর আজ্ জু:মার#৩৯:২২)**

পৱান্ত্রে, অবিশ্বাসীদের নিকট পথের আলোর সামান্যতম উৎস নেই। তারা যে আধাঁরে বাস করে সেখান থেকে বের হবার পথ খুঁজে পায়না। আলাহ্ তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন ঃ

☑ **অথবা তারা সে অতল সমুদ্রের অন্ধকারের মতো, যে সমুদ্র ওর উপরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আচ্ছাদিত। আবার সে ঢেউয়ের উপরে ছড়ানো মেঘমালা, তার উপরে আরো অন্ধকার স্তরে স্তরে। (অবস্থা এমন যে) কেউ যদি নিজ হাত বের করে, তবু দেখতে পায়না তেমন। ওরা তারা যাদের নূর দেননি আলাহ্; তাদের জন্য নেই কোন আলো। (সূর আন্ নূর#২৪:৪০)**

তিনি অবিশ্বাসীদেরকে এভাবে আঁধারে ফেলে রাখেন। বিরীতক্রমে, বিশ্বাসীদেরকে আলোর পথ দেখান। নিম্নের আয়াত বলে যে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী পরস্পর বিপরীত; তবে বিশ্বাসীরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন ঃ-

☑ **কেউ মৃত ছিলো, তাকে আমরা জীবনে ফিরালাম, মানুষের মধ্যে চলার জন্য নূর দিলাম; সে কি ওর মতো যে গভীর অন্ধকারে আছে অথচ তা থেকে বের হতে পারছেনা? এভাবেই, তাদের কর্মকান্ড তাদের নিকট শোভন করা হয়।**
(সূর আল্ আন্য়ःাম#৬:১২২)

বিশ্বাসীদের আলোর পথে পরিচালনার জন্য আলাহ্ সতর্ককারী প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিত রসূল এবং ন্যায় বা আইন গ্রন্থ হল সকল আলোর উৎস। যারা এ স্বর্গীয় বার্তা অনুসরণ করে তারা সঠিক পথ পায়। আলোকিত হয়। ক্বুরআান ঘোষণা করে ঃ

☑ **হে রসূল! আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাৱী, সুসংবাদ বাহক, সতর্ককারী, আলাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলো দানকারী প্রদীপ রূপে।**

(সূর আল্ আহ:জ:াব#৩৩:৪৫-৪৬)

☑ **তিনি তাঁর বান্দাদের আধাঁর থেকে আলোয় আনতে তাদের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন প্রেরণ করেছেন। তোমাদের প্রতি আলাহ্ সম্পূর্ণ অমায়িক; পূর্ণ দয়াবান।**
(সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:৯)

☑ **হে গ্রন্থ প্রাপ্ত জাতি! তোমাদের গ্রন্থ থেকে তোমরা যা লুকিয়েছো সে বিষয় স্পষ্ট করে দিতে এবং অনেক বিষয় উপেৰা করতে তোমাদের নিকট আমাদের বার্তাবহ এসেছে। তোমাদের জন্য আলাহ্র তরফ থেকে একটি নূর ও এক গ্রন্থ এসেছে। যারা অনুসরণ করে, তাদেরকে আলাহ্ এদ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী শান্তির পথ প্রদর্শন করেন। নিজ অনুমতি মতে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনেন। আর সরল পথে পরিচালিত করেন।**
(সূর আল্ মাাইদাহ#৫:১৫-১৬)

আলাহ্র খাঁটি বান্দারা আজীবন সুখী থাকবে। নিজ আলোক ছটায় পরিচিত হবে। আর বেঈমাান অবিশ্বাসীরা পরকালে অসীম অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। বিশ্বাসীদের নিকট সামান্য একটু আলোর জন্য প্রার্থনা করবে। এ পরিস্থিতি ক্বুরআান বর্ণনা করে ঃ

☑ **সেদিন তোমরা দেখবে বিশ্বাসী পরুষ নারী। তাদের সম্মূখে প্রবাহিত আলোর ফোঁয়ারা। আর ডানে ঃ "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ, পাদদেশে চির বহমান নদীসহ উদ্যান অনন্তকালের! এটাই তো মহা বিজয়।" সেদিন মুনাফিক নর-নারীগণ বিশ্বাসীদেরকে বলবে ঃ " আমাদের জন্য অপেৰা করো যাতে আমরা তোমাদের থেকে কিছু আলো পেতে পারি।" তাদের কে বলা হবে ঃ " আলো খুঁজতে ফিরে যাও! " আর তাদের মধ্যে একটি ফটকসহ দেয়াল তুলে দেয়া হবে। ভিতরে থাকবে অনুগ্রহ; বাইরে শাস্তি।**
(সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:১২-১৩)

☑ **যারা বিশ্বাস করে আলাহ্ তাদের রৰক হন। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনেন। আর যারা অবিশ্বাসী ওদের রৰক হয় ওদের ভুয়া দেব-দেবী। তারা ওদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরা সব হবে আগুনের সঙ্গী। আর কালহীন কালে থাকবে চিরকাল। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫৭)**

☑ **তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ আহ্বান করেন। তার ফিরিশ্তারাও করেন। তিনি বিশ্বাসীদেরে প্রতি সর্বোত্তম অনুগ্রহশীল।**
(সূর আল্ আহ:জ:াব#৩৩:৪৩)

☑ **আর পৃথিবী তার প্রভুর শুদ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হবে। যথাস্থানে গ্রন্থ স্থাপন হবে। নবীদের আর সাৰীদের হাজির করা হবে। যথার্থতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা।**
(সূর আজ্ জু:মার#৩৯:৬৯)

☑ **আলাহ্ ও তাঁর বার্তবাহক(নবী-রসূল)দের প্রতি যারা করে বিশ্বাস স্থাপন– তারাই সত্যিকারের অকপট; এবং যারা আলাহ্র উদ্দেশ্যে শহীদ হয় তারা পাবে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও নূর। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী এবং আমাদের নিদর্শন (আয়াত) অস্বীকারকারী তারা হবে সঙ্গী প্রজ্জ্বলিত অগ্নির। (সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:১৯)**

☑ **হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো! আলাহ্ ভীত (ও সতর্ক) হও আর তাঁর বার্তাবহদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের দ্বিগুণ অনুগ্রহ দিবেন; তোমাদের চলার জন্য আলো দিবেন। আর তোমাদেরকে ৰমা করে দিবেন। আলাহ্ চির ৰমাশীল; চির দয়াময়। (সূর আল্ হ:াদীদ#৫৭:২৮)**

রসূল মুহাম্মাদ (ছ্ব-) বিশ্বাসীদেরকে প্রার্থনায় নিম্নের বিষয়গুলো বলতে উপদেশ দেন ঃ

হে আলাহ্! আমার অন্তরে আলো দাও, আমার জিহ্বায় আলো দাও, আমার চোখে আলো দাও, আমার কানে আলো দাও, আমার ডানে আলো দাও, আমার বামে আলো দাও, আমার উপরে আলো দাও, আমার

নিচে আলো দাও, আমার সামনে আলো দাও, আমার পিছনে আলো দাও, আমার আত্মায় আলো দাও, দাও– উজ্জ্বল আলো– দাও। (সহীহ্ বুখ-রী ও মুসলিম)

৯৬

৯৭

রব্বাল য়:াল্আমীন

//RABB AL'ALAMEEN: **Lord of All the Worlds.** // All praise belongs to Allah, the Lord of the heavens and the Lord of the Earth, **Lord of all the worlds.** All greatness belongs to Him in the heavens and Earth. He is the All-Mighty, the All-Wise. (Surat al-Jathiya, 45:36-37)

বিশ্ব প্রতিপালক

☆ সকল প্রশংসার মালিক আলাহ্; **তিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক**। আকাশমালা ও ধরণির সকল মহত্ত্বের মালিক তিনি। তিনি সকল ৰমতাবান; সকল প্রজ্ঞাবান।
(সূর আজ্ জাাছিই:য়াহ#৪৫:৩৬-৩৭)

আমাদের বিশ্বে মানুষের ধারণাতীত সংখ্যক পৃথিবী রয়েছে; যেমন, বৃৰ-লতা-প্রাণীদের বহু সংখ্যক উপজাতি রয়েছে। এমনকি নির্জীব বস্তু যেমন বাতাস বা মেঘ এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। সব কিছু মানুষের মতো নিজ নিজ জগতে বাস করে।

এ ছাড়া আলাহ্ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে অসংখ্য অণু, আমাদের শরীরে অসংখ্য কোষ আর শত শত আণুবীৰণিক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমুদ্রের গভীরে থাকা কোড়াল জগতের যেমন প্রভু, তেমনি, অনেক মাইক্রো বিশ্বের আবার অসংখ্য ম্যাক্রো বিশ্বেরও প্রভু ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সবাইকে খাওয়ান। চাহিদা মিটিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। ক্কুরআনের আয়াতে আলাহ্ এ সত্য তুলে ধরেন ঃ

☑ **আলাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন সুস্থিত বাসস্থান। আকাশকে করেছেন ছাদ। শ্রেষ্ঠতম গঠনে রূপ দিয়েছেন তোমাদের। তোমাদের জন্য উপকারী ও স্বাস্থ্যকর জিনিস দিয়েছেন তিনি। তিনি আলাহ্। তিনি তোমাদের প্রভু। সমগ্র বিশ্বের প্রভু আলাহ্ মহিমান্বিত হোন। তিনি চির জীবন্ত–তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কাজেই তোমার ধর্ম-কর্ম– তাঁকে ডাকো একান্ত তাঁর মতো করে। সমগ্র বিশ্বের প্রভু আলাহ্ প্রশংসিত হোন। (সূর মুঅ্মিন্#৪০:৬৪-৬৫)**

যারা সমুদ্র ও এর অধিবাসীদের নিয়ে চিন্তা করে; এদের জীবন প্রণালী, খাদ্য সংগ্রহ, পরস্পর নির্ভরশীলতা, অতি সংবেদনশীল ভারসাম্য, প্রজনন, বহমান জীবন প্রবাহ নিয়ে একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করবে তারা আলাহ্র অসীম ৰমতা সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারবে।

বিশ্বপ্রভু আলাহ্ ভিন্ন সময় ও ভিন্ন স্পেস বা পরিসরে বসবাসরত জিন্ন ও ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি করেছেন। এরাও তাঁর গোলামী করে। আলাহ্র অপার সৌন্দর্যবোধের ও অসীম ৰমতার নিদর্শন এ বিশ্ব সম্পর্কে আমরা খুব কমই জ্ঞান রাখি। এ অসীম ৰমতার দিকে লৰ্য করলে আলাহ্র সামনে নবী ইব্রহীম(য়:া) এর মতো যে

কারো মাথা নত হওয়ার কথা। আলাহ্ তাকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান করলে তিনি বললেন ঃ**"...আমি এক মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) যে সমগ্র বিশ্বের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।"** (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৩১)

এ কথার পরে আমাদের উচিৎ আলাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উঠে পড়ে লাগা। কারণ, আলাহ্ আল্ ক্বুরআানে বলেন,

- ☑ **বলো ঃ " আমার ধর্ম, আমার কর্ম, আমার বাঁচা, আমার মরা, কেবলমাত্র আলাহ্র উদ্দেশ্যে; তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।" (সূর আল্ আন্য়ঃাম#৬:১৬২)**
- ☑ **সুতরাং অন্যায়কারীদের সর্বশেষ জনকেও আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। প্রশংসা আলাহ্র; তিনি মহা বিশ্বের প্রভু।**
  (সূর আল্ আন্য়ঃাম#৬:৪৫)
- ☑ **তোমার প্রতিপালক আলাহ্। তিনি নভোমন্ডলী ও ধরিত্রী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে আসীন হয়েছেন সুদৃঢ় ভাবে। তিনি দিবসকে রজনী দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তারা একে অপরকে অনুসরণ করে; আর সূর্য আর চন্দ্র আর তারকারাজী তার নির্দেশের গোলাম। সৃষ্টি ও পচিালনা তাঁর এক্তিয়ারে। নন্দিত হোন আলাহ্ যিনি মহাবিশ্বের পরিচালক। (সূর আল্ আয়্ঃরফ#৭:৫৪)**

৯৮
আর্ রফিয়ঃ

//AR-RAFI': The Exalter; **The Raiser**. //Mention Idris in the Book. He was a true man and a Prophet. We raised him up to a high place. (Surah Maryam, 19:65-67)

মর্যাদা উচুঁকারী; উত্তোলনকী

☆ গ্রন্থে উলিখিত ইদ্রীস। সে এক খাঁটি মানুষ এবং নবী। আমরা তাকে উচ্চ আসনে **উত্তোলন করেছি**। (সূর মারইঃয়াম#১৯:৫৬-৫৭)

ধর্মজ্ঞানহীন মানুষ আলাহ্ থেকে বহু দূরে থাকে। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করেনা। তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহের মর্যাদা বোঝেনা। আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা বঞ্চিত হয়ে আলাহ্র মহিমা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।

আলাহ্ তাঁর বিধান, তাঁর আদেশ-নিষেধ-সুপারিশ সম্পর্কে মানুষদের অবহিত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। এ ভাবে ধর্ম থেকে বহুদূরে অবস্থানকারীদেরকে অজ্ঞতা ত্যাগ করার জন্য, অজ্ঞানতা থেকে বের হয়ে আসার জন্য এবং সরল পথে ফিরে আসার জন্য পুনঃপুন সুযোগ দিয়েছেন। নবী রসূলগণ নিজ নিজ জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হয়েছেন। তাই তারা সবার নিকট পরিচিত ছিলেন। তাদের নৈতিক উৎকর্ষ, প্রজ্ঞা আর উৎকৃষ্ট বিবেক সর্বজন স্বীকৃত ছিল। আলাহ্ ক্বুরআানে ঘোষণা করেন যে নবী ও রসূলগণ নিজ নিজ জাতিকে সতর্ক করার জন্য তাদের মধ্য থেকে আলাহ্ কর্তৃক মনোনীত হতেন। তারা আলাহ্র অস্িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, পরকালের নৈকট্য বুঝার ৰেত্রে সমসাময়িকদের থেকে অগ্রগামী ছিলেন। তাদের এ বৈশিষ্ট্য তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

নবুয়াত পাপ্তির পর নবীগণ নিজ জাতিকে সঠিক পথে আহ্বান করতেন এবং দোজখের শাস্িত সম্পর্কে সতর্ক করতেন। অবিশ্বাসীরা অহংকার করতো। নবীদের কষ্ট দিত। তাদের চলার পথ কন্টকাকীর্ণ করতো। তাদেরকে সরল পথ থেকে সরাতে না পারলে, এমন কি, জীবনের উপরও হামলা করতো। এ সমস্ত ঘটনা

বার্তাবহদের হতোদ্দম না করে বরং তাদের ঈমাানকে অধিক দৃঢ় করতো। লৰ্য করলে দেখা যাবে, অনেকে 'আমরা আত্মসমর্পন করেছি' বলে ইসলাম কবুল করার কথা মুখে বললেও বিপদ দেখলে অকস্মাৎ সটকে পড়তো। কিন্তু নবীগণ তাঁর নির্বাচিত বান্দা;**" প্রতিপালকের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত"** আর সম্পূর্ণ নিবেদিত। (সূর ই:য়ূনুস#১০:২)

তাদের সাধুতা ও বিশ্বস্ততা বা আলাহ্‌র প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফল হিসাবে ইহ ও পর কালে আলাহ্‌ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেন। এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত দেখা যেতে পারে ঃ

☑ **এটা এক যুক্তি যা আমরা ইব্‌রহীমকে তার জাতির বিরুদ্ধে দিয়েছিলাম। আমরা যাকে খুশী মর্যাদায় উত্তোলন করি। তোমাদের প্রভু সকল প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী। আমরা তাকে দিয়েছি ইসহাক ও_ই:য়:াকুব। তাদের প্রত্যেককে পথ প্রদর্শন করেছি। তার (ইব্‌রহীম) পূর্বে আমরা পথ নির্দেশ দিয়েছি নূহ্:কে । তার পরবর্তীদের মধ্যে ছিলো দাাউদ, সুলাইমাান, আই:উব, ই:য়ুসুফ, মূসাা আর হারূন। আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কৃত করি। আবার জ:াকারিয়াা, ই:য়াহ:ই:য়াা, য়ী:সাা ও ইল্‌ই:য়াাস। তারা সবাই পূণ্যবানদের দলভুক্ত। আরো ইসমাায়ী:ল, আল্‌ঈ:য়াসায়:া, ঈ:উনুস এবং লূত্ব। এরা সবার উপরে মর্যাদা পেয়েছিলো।**

(সূর আল্‌ আন্‌য়:াম#৬:৮৩-৮৫)

৯৯

আর্‌ রহ্‌মান আর রহীম

//AR-RAHMAN AR-RAHEEM: The Most Gracious; **the Most Merciful**. // He is Allah_there is no deity but Him. He is the Knower of the Unseen and the Visible. He is the All-Merciful, **the Most Merciful**.

(Surat al-Hshr, 59:22)

পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু

☆ তিনি আলাহ্‌ – তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় জানেন। **তিনি পরম দয়ালু ও সর্বোচ্চ দাতা**।

(সূর আল্‌ হ:াশর#৫৯:২২)

আলাহ্‌ অতীব দয়াবান। তিনি যাকে খুশী অপার করুণা করেন। তাঁর সম্ভার থেকে হাজারো দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান করুণা আমাদেরকে অহরহ দান করেন। আমরা তাঁর করুণা ধারায় সিক্ত হয়ে বেঁচে আছি।

তাঁর সীমাহীন করুণা আমাদেরকে সর্বৰণ ঘিরে রাখে। মিলিয়ন মিলিয়ন অঙ্কুরোদ্গম হয়। ৪৫০০ক্র সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলিত আগুনের উপর উর্বর মাটিতে কত বৃৰ লতাসহ কত প্রাণের সঞ্চার করেন তিনি! তিনি সবার নিরাপদ আশ্রয় গড়েন। এ ধরায় টন টন বিশুদ্ধ পানি ঢালেন, কত রকম খাদ্যের ব্যবস্থা করে অসংখ্য প্রাণ সচল রাখেন। তিনি বৃৰ আর প্রাণীর মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন গ্যাসের ভারসাম্য করে আমাদের ফুসফুসে প্রতিৰণ নতুন নতুন অক্সিজেন সরবরাহ করেন। আরো কত দৃশ্য ও অদৃশ্য করুণায় আমাদের জীবন জড়িয়ে রাখেন!

আমাদের শরীর গঠনের জন্য ১০০ ট্রিলিয়ন জীবকোষ সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক কোষকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। কোষের মধ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন পৃষ্ঠার তথ্য সমৃদ্ধ ডিএনএ স্থাপন করেন। ০.০৩

কিউবিক ইঞ্চির মধ্যে প্রটিন, চর্বি, পানির পরমাণু সঞ্চার করে উপরের সকল পদ্ধতি চালু রাখেন। অতঃপর প্রত্যেককে তার জন্য নির্ধারিত সময়ের জন্য আত্মা দান করেন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ আলাহ্‌র অনুগ্রহ পেতে থাকে। অনেকে এ অনুগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হয়। এ অস্তিত্বে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাই আলাহ্‌র অনুরাগী হয়। অন্যরা হয় বিপরীত মুখী। অর্থাৎ তারা অননুরাগী; আলাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ। এদের আচরণে তাঁর প্রতি এত বৈপরীত্ব থাকা সত্ত্বেও দয়াময় আলাহ্‌ তাঁর সামষ্টিক দয়ার কারণে অবিশ্বাসী, প্রতারক (মুনাফিক), মুশরিক নির্বিশেষে সবার প্রতি করুণা করেন। যেমন, তিনি সবাইকে শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বায়ু, পান করার জন্য পানি, বাস করার জন্য আশ্রয়সহ সন্তান-সন্ততি, সুসাস্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং হরেক রকম অনুগ্রহ দান করেন। তাই তাঁর নাম 'পরম করুণাময়।' আলাহ্‌র রসূল (ছ্ব-) বলেন ঃ

"সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার চেয়ে বান্দার প্রতি আলাহ্‌র ভালবাসা বেশী।" (বুখ-রী ও মুসলিম)

মানুষ যাতে তার প্রতি ফিরে আসার অবকাশ পায়, চিন্তা করার সুযোগ পায় আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেও তিনি তাদের অনেক দান করতে থাকেন। তাঁর থেকে মুখ ফিরানো মানুষ সামান্য চোখের পলক ফেলার মতো পার্থিব স্বল্পসময়ে এ অনুগ্রহ ভোগ করে। অন্যদিকে যে সব বিশ্বাসী তাঁর বৃহত্তর করুণা কামনায় পার্থিব পরীৰায় অংশ নেয়, আলাহ্‌র নিকটবর্তী হয়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উদ্গ্রীব থাকে, তাদের জন্য পরকালের সকল অনুগ্রহ মওজুদ করে রাখা হয়েছে। তারা আলাহ্‌র গুণগান করে। বিনিময়ে পরম করুণার আধার আলাহ্‌ও তাদেরকে বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। যেমন ঃ

পরম করুণাময় আলাহ্‌ তাঁর বান্দাদের নিকট বর্তমানে অদৃশ্য নন্দন-কাননের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সর্বদা প্রতিপালিত হয়। (সূর মারইঃয়াম#১৯ঃ৬১)

যিনি সকল দয়াময়; পরম দয়ালু। (সূর আল্‌ ফাতিহঃাহ#১ঃ২)

"আলাহ্‌ বলে ডাকো বা পরম দয়ালু বলে ডাকো; যে নামেই ডাকো– সকল সুন্দর নাম তাঁর।" তোমাদের প্রার্থনায় অতি উচ্চকণ্ঠ বা অতি নিকণ্ঠ নয়; বরং খুঁজতে চেষ্টা করো এদের মধ্যবর্তী পথ। (সূর আল্‌ ইস্‌র#১৭ঃ১১০)

সেদিন তারা অনুসরণ করবে দৃঢ় তলবকারীকে; পরম দয়াময়ের সম্মুখে সকল কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফিস ফিস শব্দ ব্যতীত আর কিছু শোনা যাবেনা। (সূর আত্ব ত্বহা#২০ঃ১০৮)

বলো ঃ " হে প্রতিপালক ন্যায় বিচার করো! আমাদের প্রভু পরম দয়াময়। তোমার বর্ণিত পরিস্থিতিতে তাঁর সাহায্য কামনা করা হয়।" (সূর আল্‌ আম্বিয়া#২১ঃ১১২)

সেদিন যখন আত্মাবৃন্দ ও ফিরিশ্‌তাগণ মর্যাদা অনুযায়ী দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলবেনা; পরম দয়াবান নির্ধারিত জন ব্যতীত; আর তারা ঠিক কথা বলবে। (সূর আন্‌ নাবা#৭৮ঃ৩৮)

১০০
আর্‌ রকীব

//AR-RAQEEB: **The Watchful**. // O mankind! Have fear [and awerness] of your Lord, Who created you from a single self, created its mate from it, and then disseminated many men and women from

the two of them. Heed Allah, in Whose name you make demands on one another and also in respect of your families. Allah watches over you continually. (Surat an-Nisa', 4:1)

পর্যবেৰণকারী

☆ হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে ভীত [ও সতর্ক] থাকো । তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক জন থেকে । তার থেকে করেছেন তার স্ত্রী । আর তাদের উভয় থেকে ছড়িয়েছেন বহু নর-নারী । তোমরা পরস্পর যে আলাহ্‌র নামে যাঞ্চা করো; তাঁকে ভয় করো । আর জ্ঞাতিবন্ধন রৰায় পরস্পর থাকো সচেষ্ট । আলাহ্ তোমাদের **করেন পর্যবেৰণ** সর্বৰণ । (সূর আন্ নিসাা#৪:১)

আলাহ্ সকল প্রাণী দেখেন । সকল পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেৰণ এবং দেখভাল করেন । তিনি সব কিছুর সাৰী থাকেন । নৰত্র মন্ডল, মহাজাগতিক পদ্ধতি থেকে শুর“ করে এ পৃথিবীর সকল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যন্ত তাঁর পর্যবেৰণ বিস্তৃত । লোক চৰুর আড়ালে মানুষের জটিল শারীরিক গঠন থেকে শুর“ করে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক সকল অদৃশ্য জগৎ ব্যাপী তাঁর পর্যবেৰণ বেষ্টিত ।

অনেকে মনে করে তারা স্বাধীন; কারো নিকট তাদের দায়বদ্ধতা নেই । তাই তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে জীবন কাটায় । কিন্তু কোন কিছু আলাহ্‌র দৃষ্টি এড়ায়না । তিনি ঠিকই এদেরকে দেখেন । আবার কেউ ভাল কাজ করলে তার উপযুক্ত পুরষ্কার দেন । অনেকে ভাবে যে আলাহ্ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে নিজস্ব পদ্ধতির উপর ছেড়ে রেখেছেন । এটা আসলে মরীচিকার মতোই ভুল অনুমান ।

আলাহ্ প্রতিটি অদৃশ্য কোষের সম্পর্কে সব কিছু জানেন । ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষের সাথে সমন্বয় রেখে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও কোন কোষ একটি নতুন সৃষ্ট কোষের পরিবর্তন রোধ করতে পারেনা । এ পরিবর্তন ক্যান্সার সৃষ্টি করে । এর উপরে আমাদের কোন হাত নেই । তবে, এটা আলাহ্‌র দৃষ্টির বাইরে নয় । পৃতিটি ধাপ তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন । মানুষ যেমন তাঁর অনুমোদন ব্যাতীত এক কদম ফেলতে পারেনা; তেমনি এতগুলো কোষ তাঁর হুকুম ছাড়া চলতে পারেনা । তিনি স্রষ্টা । সকল জ্ঞান তাঁর কাছে । তাঁর অজ্ঞাতে কেউ কিছু করতে পারেনা । একটি আয়াত বলে ঃ

☑ **...আলাহ্ করেন পর্যবেৰণ সবকিছু । (সূর আল্ আহ:জ:াব#৩৩:৫২)**

১০১

আর্ রঊফ

//AR-RA'UFU: **The Gentle.** //In this way, We have made you a middlemost community so that you may act as witness against mankind, and the Messenger [may act] as a witness against you. We only appointed the direction you used to face in order to distinguish those who follow the Messenger from those who turn back on their heels. Though in truth it is a very hard thing_except for those Allah

has guided. Allah would never let your faith go to waste. **Allah is All-Gentle.** Most Merciful to mankind. (Surat al-Baqara, 2:143)

শিষ্ট; অমায়িক

☆ এ ভাবে আমরা তোমাদেরকে করেছি একান্ত মধ্যম জাতি, যাতে তোমরা সাৰী হতে পারো মানব জাতির বিপরীতে; আর রসূল সাৰী হতে পারে– তোমাদের বিপরীতে । আমরা মুখ করার দিকটি নির্ধারণ করলাম এ উদ্দেশ্যে, যাতে সটকে পড়াদের পৃথক করা যায়, তোমার প্রকৃত অনুসারীদের থেকে । বাস্তবে অনুসরণ কঠিন, অবশ্য তাদের ৰেত্রে ব্যতিক্রম, যাদের আলাহ্ পথ দেখান । আলাহ্ তোমাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করবেননা । আলাহ্ পূর্ণ-**শিষ্ট** । মানব জাতির জন্য পরম দয়াময় । (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৪৩)

আলাহ্ জটিল কাঠামো উদ্ভাবন ও তাতে প্রাণ সঞ্চার করে প্রাণীদের অস্তিত্ব দিয়েছেন । তাই তারা সবাই আলাহ্র কাছে ঋণী । কোন প্রাণী নিজ অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারেনা । সুতরাং, আপন অস্তিত্ব প্রাপ্তির কারণে আলাহ্র নিকট সবার কৃতজ্ঞতায় আত্মসমর্পণ করা উচিৎ । প্রাণীদের টিকে থাকার জন্য যা যা দরকার তিনি তার সংস্থান ইতঃপূর্বে করে রেখেছেন । যেমন- আত্মরৰার জন্য প্রযোজ্য ৰেত্রে বিকট চেহারা, বিষাক্ত বা দাহ্য গ্যাস, শক্ত খোলস, উচ্চমাত্রার সতর্কতা, শত্রুকে তাড়ানোর ৰমতা, রূপ পরিবর্তন ৰমতা, মৃতের ভান করার ৰমতা ইত্যাদি ।

প্রাণীদের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য তারা নিজেরা তৈরী করেনি বা ঘটনাচক্রে উৎপত্তি হয়নি । এর সবকিছু আল-াহ্ স্বীয় প্রজ্ঞা দিয়ে নিখুঁত ভাবে নির্মাণ করেছেন । সবাই যাতে স্বস্তিতে জীবনযাপন করতে পারে সে লৰ্যে আলাহ্ সদয় হয়ে এত কিছুর আয়োজন রেখেছেন ।

মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে কত শত উত্তম জিনিস তৈরী করেছেন! মানুষ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, আসলে, এ পৃথিবীটা মানুষেরই সেবার জন্য তৈরী করা হয়েছে। আমাদেরকে অস্তিত্ব দেয়া অতঃপর আমাদেরকে উত্তম ভাবে লালন করার জন্যই এ পৃথিবী ও এ মহাজগৎ এর সৃষ্টি । এর সবকিছু আল-াহ্র শিষ্টতা ও দয়ার নিদর্শন । তিনি আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে দিয়েছেন । এ ৰমতা দিয়ে আলাহ্ আমাদের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । তিনি তাঁর নিজ নাম শিষ্ট, অমায়িক বা আর্ রউফ সম্পর্কে নিচের আয়াতে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **কি ভালো বা কি মন্দ করেছে– দেখতে পাবে সেদিন, প্রত্যেক আত্মা তার সামনের উপস্থাপনা থেকে । তা থেকে প্রত্যেক আত্মা যুগের দূরত্ব কামনা করবে । আলাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন– তাঁর সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য । (কারণ) আলাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি চির শিষ্ট / চির অমায়িক । (সূর আালি য়িঃমর-ন#৩:৩০)**

☑ **তোমরা কি লৰ্য করোনা– তোমাদের অধীন করা হয়েছে পৃথিবীর সব কিছু? সমুদ্রের জাহাজগুলো কি চলে না তাঁর নির্দেশে? তিনি আকাশমন্ডলীকে, তাঁর আজ্ঞা ব্যতীত, ভূমিতে পতন থেকে সুস্থির রাখেন । আল-াহ্ মানব জাতির প্রতি বড় অমায়িক; দয়ালু পরম (সূর আল্ হঃাজ্জ#২২:৬৫)**

☑ **তিনি চান তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকার থেকে আনতে আলোয় । তাই তাদের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন প্রেরণ করেন । আলাহ্ তোমাদের প্রতি পূর্ণ-শিষ্ট; পরম দয়াবান । (সূর আল্ হঃাদীদ#৫৭:৯)**

১০২

আর্ রজ্জ:াক্ব

//AR-RAZZAQ: **The All-Provider.** // Truly, **Allah is the Provider**, the Possessor or Strength, the Sure. (Surat adh-Dhariyat, 51:58)

রিজি:ক (প্রাণরসদ) দাতা

☆ অবশ্যই আলাহ্ **রিজি:কদাতা** । শক্তির মালিক, সুনিশ্চয় । (সূর আয্ যারিই:য়াাত#৫১:৫৮)

মনে কর্ন - পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা-সমুদ্রবিহীন এক পৃথিবীতে আপনি জন্ম গ্রহণ করেছেন । আপনার পায়ের নিচে কর্কষ-কালো, শুকনা-উষর মাটি । পশু নেই, পাখি নেই, নেই কোন খাদ্য । তবে এক স্থানে কিছু বিস্বাদ ঘাস আছে । আর শত শত কিলোমিটার দূরে একটু পানি আছে । এ পরিবেশে আপনি ঐ তিক্ত ঘাসই খাবেন । তৃষ্ণা মেটাতে শত শত কিলো পথ মাড়াবেন । এ ভাবে দুঃসহ জীবন কাটিয়ে এক দিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিবেন । স্বাভাবিক ভাবে সারা জীবনে আপনার মনে এমন প্রশ্ন জাগেনি, " আমরা কেন রসালো আর মজার মজার ফল ফলাই না, কেন শজ্জিসহ নানান জাতের শষ্য উৎপাদন করিনা?" আসলে, এ রকম উষর মাটি থেকে কিছু উৎপাদনের স্বপ্ন কারো মাথায় আসা সম্ভব নয় ।

আলাহ্ বড় দয়াবান । তিনি তাঁর বান্দাদের উর্বর মাটিতে স্থাপন করেছেন । অনেক অনুগ্রহ দান করছেন । কোন চাষাবাদ ছাড়াই তিনি এখানে নানা কিছিমের শষ্য ও নানা রঙের ফুল ফোটান । উর্বর মাটিতে হলুদ, লাল, কমলা, সবুজ শজ্জি/ফল উৎপাদিত হয় । নীল সমুদ্রে অনেক মজদার মৎস্য সম্পদ হয় । এ ছাড়া আলাহ্ তাঁর দাসদের মাংস খাওয়ানোর জন্য পশু-পাখি সরবরাহ করেন । এ ছাড়াও, এদের দ্বারা ডিম, দুধ, মধু ইত্যাদি পরিবেশন করেন । এর সব কিছু সরবরাহ রিজি:কদাতা আলাহ্র মেহেরবানী ।

আলাহ্ বলেন, **" তিনি রিজি:ক তুলে নিলে কেউ কি তা খুলে দিতে পারে? তবু তারা অদম্য অহংকার আর জেদ করতে থাকে ।"** (সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:২১) । তিনি চাইলে মাটি শস্য ফলাবেনা; বৃষ্টি ঝড়বেনা; ফসল ফলানো মাটি উষর হয়ে যাবে । অথচ রিজি:কদাতা আলাহ্ এত দয়াবান যে তাঁর অনুগ্রহ বা রিজি:কের শুমার করা সম্ভব নয় । ক্বুরআানে তিনি নির্দেশ করেন ঃ

হে মানব জাতি! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আলাহ্র মেহেরবানীর কথা । আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের ভরণ-পোষণ করানোর মতো আলাহ্ ছাড়া আর কেউ আছে কি? তিনি ছাড়া কোন দেবতা নেই । তাহলে কি ভাবে তোমরা পথভ্রষ্ট হও? (সূর আল্ ফাত্বির#৩৫:৩)

পৃথিবীতে যা দেয়া হয়েছে তা আংশিক । বাকী বিশাল অংশ পর কালের জন্য রাখা আছে । ক্বুরআান বর্ণনা করেঃ

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতি আলাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো । আলাহ্ ছাড়া কি তোমাদের এমন কোন স্রষ্টা আছে– যে আকাশ ও মাটি থকে তোমাদের (রিজি:ক) দিতে পারে? তিনি ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই । সুতরাং কেন তোমরা প্রতারণা করো? (সূর আস্ সাজদাহ#৩২:১৭)

পৰান্তরে, সেদিন, জাহান্নামিরা যক্কুম বৃৰ ছাড়া আর কোন খাদ্য রাখা হয়নি; সেদিন তাদেরকে গরম পানি আর তিক্ত কন্টকময় লতা গুল্ম খেতে দেয়া হবে ঃ

বলো ঃ " কে তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে ভরণ-পোষণ করেন? কে শ্রবণ ও দর্শন নিয়ন্ত্রণ করেন? কে মৃত থেকে জীবিত করেন; আবার কে জীবিত থেকে করেন মৃত? কে সমগ্র বিষয় পরিচালনা করেন?" ওরা

বলবে ঃ " আলাহ্।" বলো ঃ " তবে কি তোমরা পাপ থেকে আত্মরৰা করবেনা?" (সূর ই:য়ূনুস#১০:৩১)

যাতে আলাহ্ তাদের কৃতকর্মের সর্বোত্তম পুরষ্কার দিতে পারেন। আরো দিতে পারেন তাঁর অসীম ভান্ডার থেকে । আলাহ্ যাকে ইচ্ছা বেশুমার ভরণ-পোষণ প্রদান করেন।

(সূর আন্ নূর#২৪:৩৮)

১০২

১০৩

আস্ ছ্বমাদ

//AS-SAMAD: **The Everlasting Refuge and Sustainer**.// Allah, the Everlasting <u>Sustainer</u> of all. (Surat al-Ikhlas, 112:2)

আশ্রয়; বজায়কারী

☆ আলাহ্ চির **বজায়কারী** সবার। (সূর আল্ ইখলাছ্#১১২:২)

মহাবিশ্বের মালিক আলাহ্। সকল ৰমতার মালিকও তিনি। তিনি সকল কষ্ট-ক্লেষ থেকে অব্যহতি দিতে পারেন। তিনি সকল প্রয়োজন পূর্ণ করত পারেন। তবু মানুষ মাঝে মাঝে তাঁকে ভুলে যায়। তাঁর স্থানে অন্যকে আসন দেয়। আর মনে করে, তাদের প্রতিস্থাপিত অভিভাবক তাদেরকে ৰমতা দিতে, সম্মান ও সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কারণ, আলাহ্ ছাড়া অন্য কেউ ৰমতাধর নেই। তাঁর ইচ্ছা না হলে কেউ কারো সাহায্য করতে পারেনা; অথবা কোন ৰতি করতে পারেনা। ক্বুরআানে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ওরা কি বিশ্বাসীদের মতো নাকরে মুনাফিকদের রৰক হিসাবে গ্রহণ করে– ৰমতা ও শক্তির আশায়? সব ৰমতা ও শক্তির একমাত্র মালিক আলাহ্। (সূর আন্ নিসাা#৪:১৩৯)

সকল বিপদে আলাহ্ আশ্রয় দান করেন। তিনি সবার আশ্রয়। তিনি সম্মান ও শক্তির মালিক। তিনি তাঁর বান্দার আব্দার পূর্ণ করেন। তাদের কষ্ট-ক্লেষ দূর করেন। আলাহ্ ক্বুরআানে বর্ণনা করেছেন ঃ

উনি তিনি যিনি নির্যাতিতের ডাকে সাড়া দেন; তাদের দুঃখ দূর করে দেন। আর তোমাদেরকে করে দেন ধরণির উত্তরাধিকারী। আলাহ্ ছাড়া আর কোন দেবতা আছে কি? তোমরা কত কম খেয়াল করো! (সূর আন্ নাম্ল্#২৭:৬২)

আয়াতটি বলে– কিছু মানুষ আলাহ্র দয়া বুঝতে পারেনা। অথবা তাঁর দয়ার কথা ভুলে যায়। অতঃপর অকৃতজ্ঞ হয়। আলাহ্ কিন্তু বলেন, **"বলো, আলাহ্ এ থেকে রৰা করেন, প্রত্যেক কষ্ট থেকে...."**(সূর আল্ আন্‌য়:াম# (৬:৬৪); আলাহ্ মূলত প্রত্যেক দুর্দশা থেকে আমাদেরকে রৰা করেন। এর বিনিময়ে আমরা তাঁর সাড়ার প্রতি মনোযোগী হবো, এ সবের গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা করবো, তাঁর নিকট নিজকে সমর্পণ করবো, তাঁর কৃতজ্ঞ দাস হবো- এমনটা তিনি আশা করতে পারেন। তাই, তিনি আশা করেন।

নবী (ছ্ব-) আমাদেরকে একমাত্র আলাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করার উপদেশ দেন ঃ

" অনুমতি নিতে হলে আলাহ্‌র অনুমতি নাও, সাহায্য চাইলে আলাহ্‌র সাহায্য চাও । " (তিরমিযী)

১০৪

আস্ সাদিক

//AS-SADIQ: The True; **The Keeper of His Word**. //That is Allah's promise. Allah does not break His promise. But most people do not know it. (Surat ar-Rum, 30:6)

সত্য; ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি রৱক

ওটা আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতি । আলাহ্ **প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেননা** । তবে অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা । (সূর আর্ রূম#৩০:৬)

আলাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন । সত্যকে আহ্বান ও মিথ্যাকে বিতাড়িত করার জন্য নবী প্রেরণ করেছেন । তাঁদেরকে সরল পথের নির্দেশ দেয়ার জন্য আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন । আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্ ক্বুরআান সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ । এ গ্রন্থ আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলে বা সহজ পথে পরিচালিত করে ।

ক্বুরআানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কে আলাহ্ ওয়াদা করেন । তিনি অবিশ্বাসীর প্রতি ওয়াদা করেন যে তাঁর ভিন্ন কোন অভিপ্রায় না থাকলে তারা পৃথিবীতে কষ্ট পাবে । পরকালে দোজখে চিরস্থায়ী শাস্তি পাবে । যারা আলাহ্‌র ওয়াদায় বিশ্বাস করেনা । তারা মনে করে, এ ওয়াদা পূরণ করা হবেনা । এ চিন্তার স্বাভাবিক পরিণতিতে তারা উপর্যুক্ত শাস্তি পাবে । এ সব আত্ম-প্রতারিতদের উদ্দেশ্যে আলাহ্ বলেন ঃ

তোমাকে তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে । আলাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই ভঙ্গ করবেননা...

(সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৪৭)

অন্য দিকে বিশ্বাসীদের প্রতি আলাহ্ নিজের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন । তারা এ পৃথিবী ও পরের জমানায় পরম সুখের জীবন পাবে ঃ

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আলাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদের জমিনের উত্তারাধিকারী করে দিবেন সে পূর্ববর্তীদের মতো– যারা আলাহ্‌র সন্তুষ্টি মতে নিজদের ধর্মকে নিজদের মধ্যে করেছিল প্রতিষ্ঠিত । আলাহ্ তাদেরকে ভীতিকর স্থানে নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন । " কোন অংশীদার না করে তারা আমাকেই আরাধনা করেছিল ।" এর পরেও যারা বিশ্বাস করেনা তারা পথহারা । (সূর আন্ নূর#২৪:৫৫)

অন্যদিকে, যারা বিশ্বাস করে এবং ঠিক কাজ করে আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাবো সে উদ্যানে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে যায় নদী নিরবধি। সেখানে তারা অন্তহীণ সময়ে থাকবে অনন্তকাল । আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আলাহ্‌র কথার চেয়ে কার কথা সত্য হতে পারে? (সূর আন্‌ নিসাা#৪:১২২)

তোমাদের প্রতিপালকের কথা ন্যায় ও সত্যতায় পূর্ণ। কেউ পারেনা তাঁর কথা বদলাতে । তিনি সর্বশ্রোতা। সর্বজান্তা।

(সূর আল্‌ আন্‌য়:াম#৬:১১৫)

বলো ঃ " আলাহ্‌ সত্যি কথা বলেন। সুতরাং ইব্‌রহীমের ধর্ম অনুসরণ করো। তিনি প্রকৃত বিশ্বাসে খাঁটি ছিলেন। তিনি মুর্তিপূজারীদের কেউ ছিলেননা।"

(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:৯৫)

১০৪

১০৫

আস্‌ সায়ি:ক্ব

//AS-SA'IQ: The Driver; **He Who Drives to Hell.** //But <u>We will drive the evildoers to Hell</u>, like cattle to a watering hole.

(Surah Maryam, 19:86)

(দোজখে) চালক

তবে তিনি এমন করে পাপীদেরকে **দোজখে প্রবেশ করাবেন** যেমন করে গবাদি পশুদের চালানো হয় জলদ গহ্বরে।

(সূর মাারই:য়াাম#১৯:৮৬)

আলাহ্‌র দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের দাসত্বের পরীক্ষা নেয়ার জন্য পৃথিবীতে স্থান দেয়া হয়েছে। আমাদের সকল প্রয়োজন আলাহ্‌ পূরণ করেন। স্বীয় মর্জি মতে নানা অনুগ্রহ দান করেন। এতদসত্ত্বেও অনেকে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায়। অকৃতজ্ঞ হয়। এমনকি বিদ্রোহী হয়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে এ বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রাপ্য। কারণ, আলাহ্‌ হলেন চূড়ান্ত ন্যায় বিচারক। বিদ্রোহীদের পরিণতি সম্পর্কে আলাহ্‌ ক্বুরআানে ঘোষণা দেন ঃ

ফিরউন ও পূর্ববর্তীদের বেলাও ঘটেছিল এ রকম । ওরা আমাদের আয়াত প্রত্যখ্যান করেছিলো। সুতরাং ওদের অপকর্মের জন্য আলাহ্‌ ওদের জব্দ করেছিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণে আলাহ্‌ ভয়ংকর। অবিশ্বাসীদের বলো ঃ " তোমরা দোজখে নিমজ্জিত হবে এবং ঠাসাঠাসি করে থাকবে। কত মন্দ সে বাসস্থান!"

(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:১১-১২)

অহংকারীদের অসংখ্য সুযোগ দেয়া হয়। অনেক বার সতর্ক করা হয়। তবু তারা সরল পথে আসেনা। বরং তেজ করে ফিরে যায়। ওরা আরো অহংকারী, আরো উদ্ধত ও আরো বিদ্রোহী হয়। বিচারের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

...তুমি দেখতে পাবে অন্যায়কারীরা শাস্তি দেখে বলবে ঃ " ফেরার কোন পথ নেই?" যখন ওদের জাহান্নামের নিকট আনা হবে তখন ওরা অপমানে অবনত হয়ে অর্ধনিমীলিত নয়নে তাকাতে থাকবে। যারা বিশ্বাস করে তারা বলবে ঃ " সত্যিই তারা ক্ষতিগ্রস্থ যারা নিজকে ও পরিবার-পরিজনকে হারায় পুনরুত্থান দিবসে।" অন্যায়কারীরা চির শাস্তির মধ্যে থাকে। (সূর শূর-#৪২:৪৪-৪৫)

এ বিবরণ আলাহ্র সর্বোত্তম ন্যায় পরায়ণতা উপস্থিত করে। একটি আয়াতে তিনি জানান– নিজ নিজ সম্পাদিত কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিফল দেয়া হবে ঃ

আলাহ্ কারো প্রতি সামান্য অন্যায়ও করেননা। কোন ভাল কাজ করলে তিনি তাঁর থেকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে পুরস্কৃত করেন।
(সূর আন্ নিসাা#৪:৪০)

তাঁর ন্যায্যতম বিচারের দাবী অনুযায়ী বিশ্বাসীদেরকে নজিরবিহীন অনুগ্রহে ভরা সীমাহীন বাগানে আবাসন দিবেন। এ প্রসঙ্গে, সমগ্র জাহানের প্রভু তাঁর প্রতি অনুরাগী বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের এ শুভ সংবাদ দাও যে তাদেরকে দেয়া হবে পাদদেশে বহমান নদীসহ উদ্যান। তাদেরকে যথারীতি ফল-ফলাদি দেয়া হলে তারা বলবে ঃ " আমাদের আগে যেমনটা দেয়া হতো এগুলো তো তেমনি।" আসলে তাদের এর অনুকরণে দেয়া হবে। তাদের নির্ভেজাল সঙ্গী দেয়া হবে। আর তারা থাকবে সেখানে চিরকাল। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫)

১০৬

আস্ সানয়িঃ

//AS-SANI': **The Artificer;** The Maker. // You will see the mountains you reckond to be solid going past like clouds_the handiwork of Allah Who gives to everything to its solidity. He is aware of what you do.
(Surat an-Naml, 27:88)

শিল্পি; কারিগর

যে পর্বতমালা দেখছো যা তোমার কাছে অবিচল; তারা মেঘমালার ন্যায় সঞ্চরণশীল হবে– এটা সেই আলাহ্র **শিল্প-নৈপূণ্য** যিনি সব কিছু অবিচল করেছেন। তোমরা যা করো তিনি তার সব জানেন। (সূর আন্ নাম্ল্#২৭:৮৮)

সকল জীবন্ত ও অজীবন্ত বস্তুর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা এবং অসীম জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার প্রকাশ ঘটে। সন্দেহ নেই যে আলাহ্র এক নাম আল্ য়:লীম বা জ্ঞানবান। তবে এ কথার আরেক অর্থ দাঁড়ায়, সৃষ্টিকর্তা এক শিল্পিও বটে। তাঁর সৃষ্টির অনবদ্য রূপ, ত্রুটিহীণতা, সূক্ষ্ম ভারসাম্য, অনন্য শিল্পগুণ, ঐকতান এবং নিখুঁত নক্সার ভিতর তাঁর শৈল্পিক সত্তার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে।

মানব শরীরের দিকে খেয়াল করলে এর নিখুঁত নক্সার রূপ ধরা দেয়। আরো লৰ্যণীয়, সঠিক অঙ্গটি শরীরের সর্বত্তোম স্থানে স্থাপন করা হয় । চোখের অবস্থান ও হৃৎপিন্ডের অবস্থান লৰ্য করলে দেখা যাবে যে প্রথমটির অবস্থান শরীরের বাইরের দিকে আর দ্বিতীয়টির অবস্থান বৰপিঞ্জরের ভিতরটায়। এটা সহজ অনুমেয় যে সুনিদৃষ্ট স্বর্গীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এরকম সুনিদৃষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। আলাহ্‌র সৃষ্টি সোনালী সৌষ্ঠবের দেহবলব বহু শিল্পির আকর্ষণীয় মডেল হচ্ছে। অধিকন্তু লৰ্যণীয়, প্রতি জনের চোখ, নাখ, মুখ যথাস্থানে গভীর মাধুর্যে সংস্থাপন করা হয়েছে।

তাঁর শিল্পি রূপ প্রকাশের জন্য তিনি হাজার প্রাণীর হাজার বৈচিত্র দিয়েছেন। কাজেই প্রতিটি প্রাণী অনন্য হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় পাখীর পাখায় ও ফুলের পাঁপড়িতে উজ্জল রঙ। প্রজাপতির পাখনায় হাজার বর্ণ। আর জলচর, স্থলচর, উভচর, নভোচর সব প্রাণীর পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বৃৰ জগত সৃষ্টিতেও আলাহ্‌ তাঁর অসীম শিল্পি রূপের পরিচয় দিয়েছেন। **"আর জমিনে সৃষ্টি করেছেন নানা রঙের জিনিস। যারা খেয়াল করে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন ।"**(সূর আন্‌ নাহ:ল#১৬:১৩)। এ আয়াত বলে– আলাহ্‌ বিচিত্র আকারের, ধরনের, গন্ধের, রঙের মিলিয়ন মিলিয়ন জাতের বৃৰ-লতা আর ফুল ও ফল সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কাঁটা বৃৰ জাতির কথাই ধরা যাক। রূপে রঙে তিনি এর হাজার প্রকরণ করেছেন। এক গোলাপ জাতির কত রঙ আর কত রূপ রয়েছে! সৃষ্টির প্রত্যেকের পৃথক রূপ ও রঙ আলাহ্‌র শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের আসল চেহারা ফুটিয়ে তোলে।

মানব জাতিকে নানান রকম নান্দনিক প্রাণী উপহার দিয়ে আলাহ্‌ তাঁর অনন্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের স্বাৰর রাখেন। তিনি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক প্রাণীজাতিকে এক রকম বানাতে পারতেন। কিন্তু সৃষ্টি বৈচিত্রের মাধ্যমে তিনি সর্বত্র এমন নৈপুণ্য উপস্থাপন করেন যা কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা যেদিকেই চোখ মেলি না কেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ শিল্প-নৈপুন্যরূপ দেখতে পাই।

১০৭

আস্‌ সালাম

//AS-SALAM: **The All-Peace**.// He is Allah_ there is no deity but Him. He is the King, the Most Pure, the Perfect **Peace,** the Trustworthy, the Safeguarder, the Almighity, the Compeller, the Supremley Great. Glory be to Allah above all that they associate with Him. (Surat al-Hshr, 59:23)

শান্তি

তিনি আলাহ্‌ – তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই আর কোন । তিনি বাদশাহ্‌, সব চেয়ে খাঁটি, বিশুদ্ধ **শান্তি**, বিশ্বাসভাজন, নিরাপত্তাবিধানকারী, সর্বশক্তিমান, বাধ্যকারী, সর্বোৎকৃষ্ট মহৎ। আলাহ্‌ মহিমাময়, তাঁর যে অংশীদার ওরা বানায় তাদের থেকে তিনি উর্দ্ধে।
(সূর হ:াশর#৫৯:২৩)

আলাহ্‌ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে চির শান্তিময় জান্নাতের সু-সংবাদ দেন। এ প্রতিশ্রুতি শুনে অনেক সময় আমরা ভুল ভাবতে পারি। ভাবতে পারি, বিশ্বাসীরা পুরষ্কার স্বরূপ পরকালেই শান্তি পাবে। এ জগতে

কোন শান্ি উপভোগ করবেনা । এটা ঠিক নয় । কারণ, আলাহ্ তাদেরকে উভয় জগতে শান্ির সু-সংবাদ দেন ঃ

যা তোমাদের নিকট তা ফুরিয়ে যাবে । যা আলাহ্র নিকট তা চিরস্থায়ী রবে । যারা ছিলো ধৈর্যশীল তারা পাবে তাদের কর্মের সর্বোত্তম পুরষ্কার । নর কিম্বা নারী যে হোক সে– যদি বিশ্বাসী হয় ও যদি সৎকাজ করে, আমরা তাদের দেবো সুখের জীবন; আর যা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান ।
(সূর আন্ নাহ:ল#১৬:৯৬-৯৭)

বিশ্বাসীদের উপর আলাহ্ আরোপিত উভয় জগতের শান্ি তাঁর আস্ সালাম নামকে মহিমান্বিত করে । আলাহ্ ভক্ত ও সৎকর্মশীল বিশ্বাসী তার প্রভুর নিকট **'শান্িময়তায় এবং প্রশান্িতে'** ফিরে যাবে(সূর আল্ ফাজ্র#৮৯:২৮) । তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দারা পরকালে কি কি পাবে সে সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

আর দূরে নয়, ধার্মিকের নিকটবর্তী করা হবে উদ্যান ঃ " আমাদের যে প্রতুশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এ তো সেই । এটা সে সকল যত্নশীল অনুতাপীর– যারা অদৃশ্যের চির দয়াবানকে ভয় করে আর অনুতপ্ত মন নিয়ে আসে । এ তো কালহীন সে দিন ।" তারা যা যা চাইবে তার প্রত্যেকটা পাবে; আর আমাদের কাছে আছে আরো অনেক । (সূর লুকমান#৫০:৩১-৩৫)

আস্ সালাম বা শান্ি নামধারী আলাহ্ জান্নাতে প্রবেশকারীদের **"'শান্ি!' দয়াময় প্রতিপালকের একক ধ্বণি"** বলে স্বাগত জানাবেন (সূর ই:য়াসীন#৩৬:৫৮) । বিশ্বাসীদের নিকট এ আহ্বান হবে সর্বোত্তম পুরষ্কার ঃ

তাদের ধৈর্যের জন্য সর্বোচ্চ বেহেশ্ত দিয়ে প্রতিফল দেয়া হবে । সেখানে তাদের " শান্ি" বলে স্বাগত জানানো হবে ।
(সূর ফুরক্ব-ন#২৫:৭৫)

১০৮
আস্ সামীয়:

//AS-SAMEE': **The All-Hearing.** //Certainly those who argue about the Signs of Allah without any authority having come to them have nothing in their hearts except pride, which they will never be able to vindicate. Therefore seek refuse to Allah. He is **the All-Hearing**, the All-Seeing. (Surah Ghafir, 40:56)

সর্বশ্রোতা

যাদের নিকট কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আলাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্কলিপ্ত; তাদের অন্ের অহংকার ছাড়া আর কিছু নেই । তারা কখনো সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেনা । সুতরাং, আলাহ্র নিকট আশ্রয় খোঁজো । **তিনি সর্বশ্রোতা;** সর্বদ্রষ্টা । (সূর মুত্মিন্#৪০:৫৬)

আলাহ্ আমাদের ঘারের ধমনীর চেয়েও কাছে । তিনি যেমন সব কিছু দেখেন তেমনি সব কিছু শোনেন । তিনি বিশ্বের সকল শব্দ শুনতে পান । সকল ছায়া পথের, গ্রহের, আসমানী বস্ুসমূহের

আবার ব্যষ্টিকবিশ্বের বিলিয়ন বিলিয়ন অদৃশ্য অস্তিত্বের সব শব্দ শুনতে পান। কারণ, তিনি এদের নির্মাতা। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের শব্দ, বিদ্যুৎ ঝলকানীর শব্দ অথবা পাখীর ডানার শব্দ অর্থাৎ কী না শুনতে পান তিনি! এ কথার সত্যতা পরের আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ

বলো ঃ " আমাদের প্রতিপালক শুনতে পান আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বলা হয়। তিনি সর্বশ্রোতা; সর্বজান্তা।" (সূর আল্ আম্বিয়া#২১:৪)

জীব-জড় সব কিছুর শব্দ শোনার ক্ষমতা আলাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিদর্শন। গোপনে গোপনে বা চুপি চুপি যে প্রার্থনাই করা হয় সব তিনি শুনতে পান। সকল প্রার্থনার জবাব দেন। এক আয়াতে তিনি বলেন **"আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে জানতে চায়, আমি তো নিকটেই। যখন কেউ আমাকে ডাকে– আমি তখন সাড়া দেই সে ডাকের।..."** (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৮৬)। এ কাজটি আলাহ্র জন্য খুবই সহজ। কারণ, তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান।

আলাহ্ বিদ্রোহীদের গোপনতম ষড়যন্ত্রের কথাও আলাহ্ জানেন। কারণ, তিনি সব কিছু ঘিরে আছেন। কোন মানুষ তাঁর অজানায় কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা। ষড়যন্ত্রকারীরা পরকালে নিজদের কথার জন্য যুদ্ধের মখোমুখী হবে। ক্বুরআান সে পরিস্থিতি উদ্ঘাটন করে ঃ

বলো ঃ " তোমরা আলাহ্ ব্যতীত উপাসনা করো এমন কিছুর– যা তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারেনা; অথচ আলাহ্ যখন সর্বশ্রেতা ও সর্বজান্তা?"
(সূর আল্ মাইদাহ#৫:৭৬)

তার ডাকে তার প্রভু সাড়া দিলেন আর ভ্রান্ত ও ছলনাময়ীর থেকে রক্ষা করলেন। তিনি সব শোনেন ও সব জানেন। (সূর ই:য়ূসুফ#১২:৩৪)

১০৮

১০৯
আশ্ শাফী

//ASH-SHAFEE: The Affectionate; **The Healer.** //And when I am ill, <u>it is He Who heals me</u>. (Surat ash-Shu'ara', 26:80)

স্নেহশীল; সুস্থকারী

আমি যখন অসুস্থ হই, তিনি আমাকে **সুস্থ করেন**।
(সূর আশ্ শুয়:ার-#২৬:৮০)

মানুষ কত দুর্বল ও কত অসহায় এবং আলাহ্র কত সাহায্য যে তাদের প্রয়োজন তা বোঝানোর জন্য তিনি তাদেরকে রোগ ব্যাধি দিয়ে থাকেন। ফলে, পৃথিবীতে মানুষ নানা শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। আলাহ্র সৃষ্ট যোগ্যতম প্রাণী মানুষ । একমাত্র

তারাই মাইক্রোসকোপিক ভাইরাসের অস্িত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করতে পারে। আর কোন প্রাণী এ কাজ পারেনা।

রোগ সারানোর ৰমতা কেবলমাত্র আলাহ্‌র। কারণ, তিনি রোগেরও স্রষ্টা। আশ্‌ শাফী বা আরোগ্যকারী নামের মহিমায় তিনি যখন ইচ্ছা রোগ ব্যাধি আরোগ্য করেন বা সারিয়ে তোলেন। আরোগ্য লাভের মাধ্যম ঔষধ বটে। তবে আলাহ্‌ ইচ্ছা না করলে কোন ঔষধ, কোন চিকিৎসা, কোন ডাক্তার, কোন উন্নত প্রযুক্তি সামান্য রোগও সারাতে পারেনা। কোন অসুখের উৎপত্তি বা বিস্তার আমাদেরকে চিন্তা-গবেষণা করায়; আমাদের অসহায়ত্বের সামনে আলাহ্‌র ৰমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং তাঁর নিকট সাহায্য মাগতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বাসীদেরকে সার্বৰণিক মনে রাখতে হবে যে তাদের একমাত্র আশ্রয় আলাহ্‌, তিনি সাহায্যকারী এবং পথপ্রদর্শক।

আলাহ্‌র কাছে আশ্রয় নেয়ার জন্য নবী আই:উব (য়:া) কে আল্‌ ক্বুরআান প্রশংসা করে। ভয়ানক কষ্টের মধ্যে তার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব, অসীম ধৈর্য এবং আলাহ্‌র প্রতি পরম আস্থা সকল যুগের বিশ্বাসীদের নিকট এক অনুসরণযোগ্য মডেল হয়ে আছে। আল্‌ ক্বুরআানে এর প্রাসংগিক আয়াত দেখা যাক ঃ

☑ **আবার আই:উব, তার প্রভুকে যখন বললো ঃ " বড় পীড়ায় পীড়িত আমি। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান ।"**
(সূর আল্‌ আম্বিয়া#২১:৮৩)

আলাহ্‌ নবী আই:উব (য়:া) এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তার যন্ত্রণা দূর করেছিলেন। অসীম ধৈর্য এবং তাঁর প্রতি পরম আস্থার পুরষ্কার স্বরূপ আলাহ্‌ তাকে এ রকম সৌভাগ্যবান করেছেন।

১১০
আশ্‌ শাফয়িঃ

//ASH-SHAFI': **The Intercessor.** //Or have they adopted itercessors besides Allah? Say: "Even though they do not control a thing and have no awareness?" Say: "Intercession is entirely Allah's affair. The kingdom of the heavens and Earth is His. Then you will be returned to Him." (Surat az-Zumar, 39:43-44)

সুপারিশকারী; উকিল

- তবে ওরা কী আলাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলো ঃ " ওদের ৰমতা বা বুঝ কনোটা না থাকা সত্ত্বেও...?" বলো ঃ " সুপারিশ করা সম্পূর্ণ আলাহ্‌র

এক্তিয়ার । নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাঁর । অতঃপর তোমরা তাঁর নিকটই প্রত্যানীত হবে ।"(সূর আজ্: জু:মার#৩৯:৪৩-৪৪)

অনেকে আলাহ্য় বিশ্বাস করে । তবে, এদের কেউ কেউ আবার আলাহ্র অংশীদার উদ্ভাবন করে । উদ্ভাবিত অংশীদারগণ বিচার দিবসে তাদের পৰে সুপারিশ করবে মর্মেও বিশ্বাস করে । তাদের বিশ্বাস, এসব 'পথপ্রদর্শক' তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব নেবে । তাদেরকে পাপমুক্ত করবে । সুতরাং, কথিত পথপ্রদর্শকদের সুপারিশ লাভের আশায় তারা সারাৰণ তাদের নিয়ে ভাবে । তাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করে । তবে আলাহ্র বিচারে এ চিন্ত্রা অলীক ও মরীচিকা বৈ কিছুই নয় । কারণ, আলাহ্ বলেন, বিচার দিবসে তিনি ছাড়া কোন রৰাকারী থাকবেনা । ক্বুরআানের একটি আয়াত দেখা যাক ঃ

☑ **যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকে রূপান্ত্র করে এবং বৈশ্বিক জীবন দ্বারা প্রতারিত হয়; ওদের সঙ্গ ত্যাগ করো । ওদেরকে (ক্বুরআান) এর দ্বারা সতর্ক করো– যাতে ওরা স্বীয় কৃতকর্ম দ্বারা ধ্বংস নাহয় আর একমাত্র আলাহ্র সুপারিশ বঞ্চিত নাহয় । ওরা (সেদিন) যদি সর্বপ্রকার ৰতিপূরণ দেয় তবুও তা গ্রাহ্য হবেনা । (সূর আল্ আন্য়াম#৬:৭০)**

বিচার দিবসে কেউ কারো বন্ধু হবেনা । কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবেনা । আলাহ্ আমাদের জ্ঞাত করেন, তিনি যাদেরকে পছন্দ করেন কেবলমাত্র তাদেরকেই সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন । এ সুপারিশকারী বা উকিল সত্য কথা বলবে । তবে, সুপারিশকারী হিসাবে আলাহ্ই উত্তম । বিচার দিবসে অবিশ্বাসীরা কোন পথ প্রদর্শক বা কোন সুপারিশকারী অথবা কোন উকিল পাবেনা । তাদের জন্য কোন সাহায্য, কোন সুরৰা, কোন ওকালতির সুযোগ দেয়া হবেনা । কারণ, শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ও একমাত্র উকিল হচ্ছেন আলাহ্ ঃ

☑ **আলাহ্ নভোমন্ডলী ও ধরিত্রী এবং উভয়ের মধ্যকার প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেন ছয়দিনে । অতঃপর নিজকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন আরশে । তোমরা প্রতিরৰক ও সুপারিশকারী হিসাবে তাঁকে ছাড়া আর কউকে পাবেনা । তবু, তোমরা কী মনোযোগী হবেনা? (সূর আস্ সাজদাহ#৩২:৪)**

১১১
আশ্ শারিহ্

//ASH-SHARIH: **The Opener.** // Is he whose breast is opened to Islam, and who is therefore illuminated by his Lord...? Woe to those whose hearts are hardened against the remembarance of Allah! Such people are clearly misguided. (Surat az-Zumar, 39:22)

উন্মোচনকারী

- সে কি সে– যার বৰ উন্মোচিত ইসলামে, আর তাই, তাঁর প্রভু কর্তৃক আলোকিত...? দুঃখ– তাদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন আলাহ্র স্মরণে । আসলে, ওরাই পথভ্রষ্ট । (সূর আজ্: জু:মার#৩৯:২২)

আলাহ্ ও পরকালের অস্িত্ব অনস্বীকার্য। তবুও অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করেনা। তবে, আলাহ্ ইসলামের প্রতি কারো বুক বা অন্ত্রর খুলে দিলে সে প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করতে পারে। তিনি অনুগ্রহশীল বলে যে কারো বুক খুলে দেন। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ নাজাত বা পরিত্রান পাবেনা। আলাহ্ সকল আত্মা সৃষ্টির সময় প্রত্যেককে একটি করে আত্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। প্রত্যেকের আত্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। তবে আলাহ্ নিশ্চিত করেছেন যে প্রকৃত বিশ্বাসী এরকম লোভ এড়াতে এবং জয় করতে পারবে।

মানুষ নিজ বিবেকের ডাকে সাড়া দিলে সঠিক বা সরল পথের খোঁজ পাবে। প্রকৃত বিশ্বাসী এ ৰেত্রে আলাহ্র অনুগ্রহ অর্জন করবে। যেমন, আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **...যা হোক, আলাহ্ দিয়েছেন তোমাদের বন্ধুত্ব ঈমাানে; একে করেছেন প্রীতিকর তোমাদের হৃদয়ের কাছে। আর অবিশ্বাস, পথভ্রষ্টতা, অবাধ্যতাকে করেছেন ঘৃণ্য। এই প্রকার মানুষ ঠিক পথে পরিচালিত। আলাহ্র থেকে এটা বড় দান এবং বড় আশীর্বাদ। (সূর হুःজুর-ত#৪৯ঃ৭-৮)**

যারা তাদের চারদিকে এত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও নিজেকে সৃষ্টির বিষয়ে নির্দ্বিগ্ন, স্বীয় অবিশ্বাসে অটল, স্বীয় আত্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারী এবং স্বীয় বিবেকের শাসন অমান্য করে– তারা নিম্নের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে ঃ

☑ **তুমি ওদের সতর্ক করো আর নাকরো অবিশ্বাসীরা কিছুর ভেদাভেদ করেনা; ওরা বিশ্বাস করবেনা। আলাহ্ ওদের অন্ত্রের, ওদের কর্ণে, আর ওদের চোখের উপরে মোহর করেছেন; ওরা দেখতে পায়না। ওরা ভোগ করবে শাস্তি কঠোর।**
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২ঃ৬-৭)

☑ **নিজ খেয়াল-খুশীকে যে উপাস্য করেছে, যার শ্রুতি, আত্মা আর দৃষ্টির উপর আবরণ দিয়ে আলাহ্ অন্ধ করে দিয়েছেন– তাকে তুমি দেখেছো কী? আলাহ্ ছাড়া কে তাকে পথ দেখাবে? তবুও কি তোমরা ভাববেনা?**
(সূর আস্ জাছিইঃয়াহ#৪৫ঃ২৩)

১১২
আশ্ শাহীদ

//ASH-SHAHEED: **The Witness.** //Say: "**Allah is sufficient witness** between me and you. He is certainly aware of and sees His servants." (Surat al-Isra', 17:96)

সাৰ্ী

- আমার ও তোমাদের মধ্যে আলাহ্ সর্বোত্তম **সাৰ্ী**। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের সম্পর্কে জানেন ও তাদের দেখেন।(সূর ইস্র-#১৭:৯৬)

আলাহ্র কোন শুর বা শেষ নেই। তিনি সম্পূর্ণ সত্তা। তিনি মানব জাতির মতো কাল ও পরিসরাবদ্ধ নন। সুতরাং ভুৎ, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান তার কাছে সব সমান। যখনই কোন ঘটনা ঘটুক না কেন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়না। সকল সময়ের সকল স্থানের সকল ঘটনা তাঁর দৃষ্টির আওতায় থাকে।

গোপনে বা প্রকাশ্যে, অন্ধারে বা আলোয়, একাকী বা যৌথভাবে যা কিছু করা হোক সবই তিনি জানেন। তিনি সব কিছুর সাক্ষী। অজ্ঞতার কারণে অনেকে মনে করে যে রাতে বা গোপনে কৃতকর্ম গোপন থাকবে। কিন্তু এমন মনে করা একেবারেই ভুল। কারণ, আলাহ্ কুরআানে বলেন ঃ

☑ **তুমি কি লক্ষ্য করোনা, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে আলাহ্ তা দেখেন? তিন জন মানুষ পরামর্শ করতে পারেনা গোপনে; তাঁকে ছাড়া। কারণ, তিনি হন চতুর্থ জন। তেমনি পারেনা পাঁচ জন। কারণ, তিনি হন ষষ্ঠ জন। এর চেয়ে কম কিম্বা বেশী, থাকুক যেখানে, তিনি তো সেখানেই আছেন। অতঃপর কে কী করেছিলো পুনরুত্থান দিবসে প্রত্যেককে জানাবেন। আলাহ্র জ্ঞান সর্ববিষয়ে।**
(সূর আল্ মুজাাদালাহ#৫৮:৭)

প্রত্যেকের প্রতি মুহূর্তের চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্ম সব আলাহ্র জ্ঞানের আয়ত্তে আছে। বিচারের দিনে নিজ নিজ বিশ্বাস, ভাবনা, কর্ম সম্পর্কিত হিসাব দিতে প্রত্যেককে তাঁর কাছে ডাকা হবে। যারা এত দিন এ সত্যটি অস্বীকার করে আসছিল সেদিন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে। এ বিষয়ে কুরআানে বলা হয় ঃ **"সেদিন আলাহ্ সবাইকে একত্রে উঠাবেন; তারা কি করেছিল তাদের তা জানাবেন। তার ভুলে গেছে; কিন্তু আলাহ্ রেকর্ড রেখেছেন। আলাহ্ সবকিছুর সাক্ষী।"** (সূর আল্ মুজাাদালাহ#৫৮:৬)।

আর সেদিন সকল কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে ঃ

☑ **তুমি কোন বিষয়ে ব্যাপৃত হতে পারোনা; কোন আয়াত তিলাওয়াত করতে পারোনা; কোন কাজ করতে পারোনা– আমাদের সাক্ষাতে ছাড়া। কারণ, আমরা সব রাখি অধিকারে। এমনকি একটি ক্ষুদ্র দাগও এড়াতে পারেনা তোমার প্রভুকে। হোক তা মর্তে কিম্বা স্বর্গে। ওর চেয়ে সুক্ষ্মতর অথবা বৃহত্তর, এমন কোন কিছু নেই যা নেই স্পষ্ট গ্রন্থে উলেখিত। (সূর ইঃয়ূনুস#১০:৬১)**

☑ **তবে তোমাদের কাছে আলাহ্ যা পাঠিয়েছেন তার সাক্ষ্য তিনি রাখেন। কারণ, তাঁর জ্ঞাতসারেই তিনি তা পাঠিয়েছেন। ফিরিশ্তারাও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আলাহ্ই পর্যাপ্ত।**
(সূর আন্ নিসাা#৪:১৬৬)

☑ **তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতির কোন বিষয় যদি তোমাকে দেখাই অথবা তোমাকে তুলে নেব; ওদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদের নিকট। তারা কি করছে সেখানে তার সাক্ষী হবেন আলাহ্।**
(সূর ইঃয়ূনুস#১০:৪৬)

☑ **আমাদের নিদর্শনাবলী আমরা ওদের দেখাবো বিশ্বজগতে; তারপরও– যতক্ষণ না ওদের নিকট স্পষ্ট হয় এ সত্য। এটা কি তোমার প্রতিপালকের জন্য যথেষ্ট নয় যে তিনি প্রত্যেকের সাক্ষী? (সূর সাজদাহ#৪১:৫৩)**

১১৩
আশ্ শাকূর

//ASH-SHAKUR: **The Appreciative**; He Who Is Responsive to Gratitude. //If you make a generous loan to Allah He will multiply it for you and forgive you. Allah is most Ready to appreciate [service], Most Clement. (Surat at-Taghabun, 64:17)

প্রশংসাকারী; কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী

☆ তুমি যদি আলাহ্কে ঋণ দাও খুশীমনে, তিনি তোমার জন্য বৃদ্ধি করে দিবেন তা বহুগুণে; আর তোমাকে দিবেন ৱমা। (সেবার) **প্রশংসা** করতে প্রস্তুত আলাহ্ সর্বোত্তম ভাবে। তিনি অতি দয়াশীল। (সূর তাগ্ব-বুন#৬৪:১৭)

আলাহ্ আমাদের প্রত্যেককে অসংখ্য আশীর্বাদ দান করেন। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে নির্দেশ করেন। তিনি সূর ইব্রহীম এর (১৪:৭) নং আয়াতে উলেখ করেন ঃ **"... আর যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করেন ঃ যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তোমাদের বৃদ্ধি করে দেবো অবশ্যই। আর তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।"**

যারা আলাহ্র দেয়া অসংখ্য অনুগ্রহ বা আশীর্বাদের বিনিময়ে যথাযথ কৃতজ্ঞতা জানায়না তাদেরকে পরকালে যথাযথ প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ, আলাহ্র নিখুঁত বিচারের দাবি এটাই। তবে, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনেক দয়াবান মর্মেও আল্ ক্বুরআনে বলেছেন ঃ

☑ **আলাহ্ কারো অনিষ্ট করেননা একটি ৱুদ্র দাগ পরিমাণও। যদি ভালো হয় কাজ, আলাহ্ তা বাড়িয়ে দিবেন বহুগুণে। আর নিজ থেকে সরাসরি দিবেন পুরষ্কার অঢেল। (সূর আন্ নিসা#৪:৪০)**

কেউ কোন ভাল কাজ করলে বিচার দিবসে তাকে অধিক মঙ্গলজনক পুরষ্কার দেয়া হবে ঃ

☑ **তাঁর ভৃত্যদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে ও ঠিক কাজ করে তাদের জন্য এ শুভ সংবাদ। বলো ঃ " অমি এর জন্য তোমাদের আত্মীয়তার সৌহার্দ ব্যতীত কোন মূল্য চাইনা। কেউ কোন ভালো কাজ করলে আমরা তার মর্তবা বাড়িয়ে দেবো তার জন্য। আলাহ্ চির ৱমাশীল; চির কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী।" (সূর আশ্ শূর-#৪২:২৩)**

☑ **যে তিনি তাদের পারিশ্রমিক পূর্ণমাত্রায় দিবেন; তাঁর অসীম ভান্ডার থেকে সাহায্য দেবেন। তিনি চির ৱমাশীল; চির কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী। (সূর আল্ ফাাত্বির#৩৫:৩০)**

☑ **তারা বলবে ঃ " আলাহ্ প্রশংসিত হোন, তিনি আমাদের থেকে সকল বেদনা মুছে দিয়েছেন। সত্যিই আমাদের প্রতিপালক চির ৱমাশীল; চির কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী।**

(সূর আল্ ফাাত্বির#৩৫:৩৪)

১১৪

আত্ তাওয়াাব

//AT-TAWWAB: **The Acceptor of Repentane**. //Except for those who repent, put things right, and make things clear. I turn toward them. I am the Ever-Returning, the Most Merciful. (Surat al-Baqara, 2:160)

তাওবা কবুলকারী (অনুশোচনা গ্রহণকারী)

☆ তবে যারা অনুশোচনা করে, শোধরিয়ে নেয় এবং খোলসা করে; আমি তদের দয়া করি। আমি **অনুশোচনা গ্রহণকারী**; পরম দয়াময়। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৬০)

মানব জাতি জন্মগত ভাবে অজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ। সুতরাং সে মন্দ, ভুল এবং দুর্বলতার স্বীকার হতে পারে। উপরন্তু, শয়তানও সবসময় তাকে অহংকারী বা নিরর্থক চিন্তা এবং কাজে জড়ানোর জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। যা হোক, মানুষের ভুল ও পাপ যত বড়ই হোক না কেন তা থেকে মুক্তির পথ আলাহ্ রেখে দিয়েছেন। পাপ থেকে মুক্তির পথঃ একদিকে বান্দার তাওবা বা অকপট অনুশোচনা আর এর বিপরীতে আলাহ্র বর্ধিষ্ণু ৱমা। কাজেই যত বড় অন্যায় হোক, আলাহ্র ৱমা থেকে নিরাশ হওয়া যাবেনা। আল্ ক্বুরআানে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **বলো ঃ " আমার বান্দারা, তোমরা অতিক্রম করেছো স্বীয় সীমা; তবে, আলাহ্র দয়া সম্পর্কে হয়োনা হতাশ। সত্যই, আলাহ্ ৱমা করে দেন সব ভুল। তিনি চির ৱমাশীল; পরম দয়ালু। (সূর আজ্ জু:মার#৩৯:৫৩)**

এ সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে ঃ

☑ **আলাহ্ একমাত্র তাদের তাওবাই কবুল করেন যারা অজ্ঞতা বশত অন্যায় করে এবং সাথে সাথেই তাওবা করে। এদের প্রতি তিনি দয়াপরবশ হন। আলাহ্ সর্বজ্ঞ; সর্ব জ্ঞানী। যারা জীবনভর অপকর্মে লিপ্ত থাকে আর যখন মৃত্যু হাজির হয় তখন বলে ঃ " আমি এখন অনুশোচনা করছি " আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায় তাদের তাওবা কবুল করা বা ৱমা করা হবেনা। আমরা তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।**
(সূর আন্ নিসাা#৪:১৭-১৮)

স্পষ্টত, আলাহ্ তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের তাওবা কবুল বা অনুশোচনা গ্রহণ করেন। কারণ, তাদের পাপী আচরণ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যেকৃত তাওবা শুদ্ধ ও খাঁটি। তবে অবিশ্বাসীর মৃত্যুশয্যায় অনুশোচনা আলাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসংগে আল্ ক্বুরআান ফিরঊনের কপট তাওবার উদাহরণ তুলে ধরে ঃ

☑ **যখন ফিরঊন ও ওর লোক-লষ্করদের স্বৈরাচারী ও শত্রুতায় ইসরায়ীল জনগোষ্ঠিকে ধাওয়া করেছিলো তখন আমরা তাদের সমুদ্র অতিক্রম করিয়েছি। অন্যদিকে যখন ফিরঊন ডুবছিলো তখন বললো ঃ " আমি ইসরায়ীলদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি যে তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি মুসলিমদের এক জন।" কী, এখন! তুমিতো তখন বিদ্রোহ করেছো; বিকৃতি করেছো?**
(সূর ই:য়ূনুস#১০:৯০-৯১)

☑ **এবং মুলতবীকৃত তিনজনের ৱেত্রে অনুরূপ; তাই যখন বৃহৎ প্রশস্ত জমিন তাদের ৱেত্রে চাপিল হয়ে গেল; এবং যখন নিজ নিজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো তখন তারা বুঝলো যে আলাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। আলাহ্ অনুশোচনা গ্রহণকারী; পরম দয়াবান।**
(সূর আত তাওবাহ্#৯:১১৮)

☑ **এটা কি তোমাদের প্রতি আলাহ্র করুণা ছিলোনা এবং তার দয়া...আর আলাহ্ চিরদিন অনুশোচনা কবুলকারী; সর্বজ্ঞানী। (সূর আন্ নূর#২৪:১০)**

১১৫

আল্ ওয়াাহি:দ

//AL-WAHID: **The One**. //Your God is **One God**. There is no god but Him. the All-Merciful, the Most Merciful.
(Surat al-Baqara, 2:163)

এক

☆ তোমাদের ইলাহ্ **এক**। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি কর"ণাময়; পরমদয়ালু।
(সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১৬৩)

অনেক মানুষ যুগ যুগ ধরে আলাহ্র বিশালতা বুঝতে পারেনা। এরা অন্য কোন অস্ি"ত্বকে 'শ্রেষ্ঠ' ও 'শক্তিশালী' মনে করে। যেমন, চন্দ্র, সূর্য বা নৰত্র ইত্যাদি। এরা এদেরকে পূজা করে। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এসব অৰম বস্"ুগুলোকে এরা বিভিন্ন দেবতা বলে ডাকে। আলাহ্র একত্ব ও শক্তি সম্পর্কে তর্ককারী এক ব্যক্তির উদাহরণ আলাহ্ আল্ ক্বুরআানে তুলে ধরেন। তার যুক্তির প্রতি উত্তরে পয়গম্বর ইব্রহীম (য়:া) যা বলেন ঃ

☑ **আলাহ্র সার্বভৌমত্ব নিজের দাবী করে যে ব্যক্তি ইব্রহীমের সাথে তার প্রভু সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল তার খবর কি? ইব্রহীম তাকে বললো ঃ " আমার প্রভু জীবন দেন; আবার মৃত্যু ঘটান?" সে বললো ঃ " আমিও জীবন দেই; আবার মৃত্যু ঘটাই।" ইব্রহীম বললো ঃ " আলাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিকে উঠান; তুমি পশ্চিম দিকে উঠাও তো!" আর এ কথায় সে অবিশ্বাসী বোবা হয়ে গেল। আলাহ্ অন্যায়কারীদের পথ দেখাননা। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫৮)**

অন্যকিছুকে আলাহ্র সমকৰ বানানো শুধুমাত্র অতীতের বিষয় নয়। বর্তমানের অনেক মানুষও এ কাজটি করে থাকে। তবে তারা চন্দ্র, সূর্য বা নৰত্র ইত্যাদি পূজা করেনা; বরং তাদের মতো কিছু অসহায় জিনিস যেমন- সৌন্দর্য, সম্পদ, ৰমতা ইত্যাদির পূজা করে। তারা আলাহ্র দেয়া অনুগ্রহে সন্তুষ্ট থাকেনা। কেবল, উপরে উলিখিত জিনিসগুলোর পেছনে ছুটতে থাকে। কোন মানুষকে, কোন বস্"ুকে, কোন বিশেষ বিষয়কে আলাহ্র মত গুর"ত্বপূর্ণ মনে করে। আর এ গুলোকে আলাহ্র সমকৰ তৈরী করে।

আলাহ্ স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টি সূর্যকে কেউ পশ্চিম দিক থেকে উদিত করতে পারেনা। প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণশীল বিশ্বকে কেউ থামিয়ে দিতে পারেনা। আকাশমন্ডলীসহ পৃথিবীকে ধরে রাখতে পারেনা। আলাহ্র সৃষ্ট কোন কিছু ছাড়া মানুষ কোন কিছু তৈরী করতে পারেনা। আলাহ্ আমাদের একমাত্র স্রষ্টা। একমাত্র প্রভু। আমাদের ইবাদতের দাবীদার। তারপরও যারা তাঁর সমকৰ বা শরীক নির্ধারণ করে তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে আলাহ্ বলেন ঃ

☑ **হে মানবজাতি! এক উপমা দেয়া হচ্ছে; সুতরাং, মন দিয়ে শোন। তোমরা যাদেরকে আলাহ্র বদলে ডাকো ওরা একটা মাছিও বানাতে পারেনা। এমনকি, তোমরা যদি সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করো– তবুও না। আর কোন মাছি যদি ওদের কোনকিছু নিয়ে যায় তারা ফেরৎ নিতে পারেনা। কেমন দুর্বল ওরা উভয়– যাচনাকারী আর যাচিত! (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:৭৩)**

☑ **ওরা কি অংশী করেছে সে আলাহ্র যে আলাহ্ সৃষ্টি করেন; ওদের কাছে সব সৃষ্টি কি এক মনে হয়? বলো ঃ " আলাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি এক; সর্ব বিজয়ী।**
(সূর আর্ রয়্:দ্#১৩:১৬)

☑ **ম্যাসি– মারিয়াম পুত্র য়িঃসাা আলাহ্র বার্তাবহ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তাঁর নির্দেশসহ এক ফিরিশ্তা মারিয়াামের প্রতি প্রৰেপণ করেছিলেন। কাজেই তোমরা আলাহ্ ও তার বার্তাবহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আর বলোনা ঃ " তিন।" ৰা"্ দেয়া বেশী ভালো। আলাহ্ কেবল এক। পুত্রস"্ান লাভের মর্যাদার উর্দ্ধে তাঁর স্থান। নভোমন্ডলী ও ধরিত্রির প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর। আলাহ্ উত্তম অভিভাবক। (সূর আন্ নিসাা#৪:১৭১)**

১১৬

আল্ ওয়ারিদ

//AL-WARITH: **The Inheritor.** // How many cities We have destroyed that lived in insolent ingratitude! There are their houses,

never again inhabited after them, except a little. It was We Who were their Heir.

(Surat al-Qasas, 28:58)

ওয়ারিশ; উত্তরাধিকারী

☆ আমরা ধ্বংস করেছি কত শত বর্বর ও অকৃতজ্ঞের শহর। এখন বাস করেনা, কেউ তেমন, তাদের আবাসনে। আমরাই ও সবের **উত্তারাধিকারী**। (সূর আল্ কুছ্ছ#২৮:৫৮)

এ আয়াতে উলিখিত লোকেরা জীবনভর সম্পদ মওজুদ করতে থাকে। এদের কেউ কেউ এ লৰ্ব্য অর্জনের জন্য এত বেশী ব্যাপৃত থাকে যে কখন তাদের শেষ মুহূর্ত এসে যায়– তা তারা টের করতে পারেনা। তাদের এ জগতে আসার উদ্দেশ্য কী– এ প্রশ্নটি তাদের মনে স্থানলাভের সুযোগ পায়না। তারা সত্য বিষয় অস্বীকার করে ঃ

☑ **বলো ঃ " নিজেদের কর্মের কারণে ৰতিগ্রস্থদের বিষয়ে তোমাদের জানাবো? জীবনের সব প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থ হলো– যখন ওরা ভাবছিল ওরা ভালো কাজ করছে।"**
(সূর আল্ কাহফ্#১৮:১০৩-০৪)

মৃত্য হাজির না হওয়া পর্যন্ত তারা অসাড় উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকে। তারা একদিন এক আকস্মিক মুহূর্তে মৃত্যুর দূতকে দেখতে পাবে। সহায় সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য সর্বত্র প্রশংসিত এসব মানুষ একদিন সামান্য কাপড়ে আচ্ছাদিত হবে। অতঃপর কবরস্থ হবে। এরাসহ সব মানুষ শেষ নিঃশ্বাস এবং সমস্ত সহায় সম্পদ পিছনে ফেলে যায়। কেবলমাত্র নিজের নগ্নদেহ আর আলাহ্ ভীতি ও আলাহ্ প্রীতির নিদর্শনগুলো সঙ্গে নিয়ে যায়।

পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক আলাহ্। তাঁর প্রিয় বান্দারা তাঁর অনুগ্রহে সম্পদশালী হয়। পৃথিবীতে ভোগকৃত সম্পদ, পদমর্যাদা, সম্মান ৰণস্থায়ী। সম্পদ, সম্মান, মর্যাদা গ্রহিতাদের প্রাণ আলাহ্ যে কোন মুহূর্তে ফেরৎ নেন। অতঃপর, এদরকে কিভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হবে সে সম্পর্কে আল্ কুরআান যা বলে ঃ

☑ **আমরা জীবন দেই, আমরা মৃত্যু দেই। আর আমরাই উত্তরাধিকারী। (সূর আল্ হি:জ্র্#১৫:২৩)**

☑ **আর জ:াকারিয়াা যখন বললো ঃ " হে আমার প্রভু, আমাকে নিজের উপর ছেড়ে দিওনা। তুমি তো শ্রেষ্ঠ উত্তারাধিকারী।**
(সূর আল্ আম্বিয়া#২১:৮৯)

১১৭
আল্ ওয়াাসিয়ঃ

//AL-WASI': The All-Embracing; **The Boundless.** //O you who believe! If any of you renounce your religion, Allah will bring forward a people whom He loves and who love Him, humble to the believers, fierce to the unbelievers, who strive in the Way of Allah and do not fear the blame of any censure. That is the unbounded favour of Allah, which He gives to whoever He wills. **Allah is Boundless**, All-Knowing.

(Surat al-Ma'ida, 5:54)

সর্ব বেষ্টনকারী, সীমাহীন

☆ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করো যদি; তবে আলাহ্ সৃষ্টি করবেন এমন এক জাতি যাদের ভালবাসেন তিনি এবং তাঁকে ভালবাসে যারা । তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি বিনম্র আর ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসীদের প্রতি । আলাহ্র পথে জিহাদ করবে তারা; আর নিন্দাকারীদের ভয়ে হবেনা ভীত । আলাহ্ যাকে খুশী দান করেন ধারণাতীত । **আলাহ্ সীমাহীন**; তিনি সর্বজান্তা ।

(সূর আল্ মাইদাহ#৫:৫৪)

আলাহ্ মহাবিশ্ব পরিবেষ্টন করে আছেন । তিনি সব কিছুর স্রষ্টা । তিনি কোন স্থান দ্বারা গন্ডিবদ্ধ নন । তিনি সকল পরিসরের উর্দ্ধে । সারণতঃ অনেক সম্প্রদায় মনে করে, আলাহ্ আসমানে বাস করেন । সুতরাং, তাঁকে ডাকার সময় তারা আকশের দিকে তাকায় । আসল সত্য হল, **" পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ই আলাহ্র, সুতরাং, যেদিকে মুখ ঘুরাও আলাহ্ সেদিকে । আলাহ্ সর্ববেষ্টনকারী; সর্ব জ্ঞানের অধিকারী ।"** (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:১১৫)

আলাহ্ আমাদের জানান, তিনি আসমান ও জমিনের প্রতিপালক । তাই তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন । কারণ, সব কিছুর মালিকানা তাঁর । তাঁর অনুগ্রহ ফুরায়না, তাঁর দয়া অসীম, তাঁর ৰমা বহুবিস্তৃত, তাঁর দয়া ও কর্ণা অপার । তাঁর দয়া ও কর্ণা অপার হওয়ায় তাঁর নাম ওয়াসিয়ঃ । আবার এ ওয়াসিঃ নামের অন্য অর্থের গুণে বিশ্বাসী বান্দা, বিশেষ করে বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে তিনি পরিবেষ্টন করে রাখেন; রৰা করেন । এ রকম কথা বলেন **"... আলাহ্র বার্তাবহের সাথে সময় ব্যয় করোনা যাতে মুনাফিকরা ভেগে যেতে পারে..."** (সূর আল্ মুনাাফিকুন#৬৩:৭) । অনেকে পরম ধর্মের ৰতি করতে চায় । কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । কারণ, আলাহ্ যাকে খুশী অঢেল কর্ণা ও সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেন । আসমান ও জমিনের সকল সম্পদের মালিকানা তাঁর । তাঁর সর্ব পরিবেষ্টনকারী নামটির উলেখ আরেকটি আয়াতে দেখা যাক ঃ

☑ **[পুস্তক প্রাপ্তদের এক দল বলে] " কাউকে বিশ্বাস করোনা তোমাদের ধর্ম অনুসারীদের ব্যতীত ।" বলো ঃ " আলাহ্র পথনির্দেশ সত্য পথনির্দেশ । ভেবে দেখো, তোমাদের যা দেয়া হয়েছে তার সমকৰ কেউ কাউকে দিতে পারেনা । তোমার প্রভুর সামনে কেউ তর্ক করতে পারবেনা ।" বলো ঃ " সকল সাহয্য আলাহ্র হাতে; আর যাকে ইচ্ছা তিনি দিয়ে থাকেন । আলাহ্ সর্ব বেষ্টনকারী; সর্বজান্তা ।**

(সূর আালি য়িঃমর-ন#৩:৭৩)

আল্ ওয়াদূদ

//AL-WADUD: **The Loving**. // He is the Ever-Forgiving, **the All-Loving**. (Surat al-Buruj, 58:14)

বন্ধু

○ তিনি চির ৰমাশীল; **বন্ধু** সকলের ।
(সূর আাল্ বুরূজ#৮৫:১৪)

শুধুমাত্র আলাহ্র বন্দনা করার জন্য মানব সৃষ্টি । এ কথার মর্মার্থ যারা বোঝে তারা আমৃত্যু আলাহ্র নির্দেশ মতো কাজ করে। নিজ নিজ অস্িত্বের জন্য আলাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর অন্যরা আলাহ্র অস্িত্ব অস্বীকার করে। আলাহ্ তাঁর অনুগত বান্দাদের ঘনিষ্ট হন। তাদের প্রার্থনা শোনেন। উপযুক্ত জবাব দেন। বিপদাপন্ন হলে তাদেরকে সহায়তা করেন। জীবনের অসংখ্য ধাপে ধাপে তাঁর সহায়তা অব্যহত থাকে।

মানব জীবনের সর্বোত্তম প্রাপ্তি আলাহ্র ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। আলাহ্র ভালবাসা প্রাপ্ত বান্দারা সম্মানজনক ও উন্নত জীবন উপভোগ করে। তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ অন্যের প্রশংসা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। আলাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে নিজ বন্ধুত্বের ছায়ায় ঠাঁই দেন। বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দেন। নবী ও আলাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বান্দাগণ অতি মর্যাদাবান। তারা আলাহ্র ভালবাসায় সিক্ত। তারা নিজ জীবনকে শুধুমাত্র আলাহ্র ভালবাসার জন্য ব্যাপৃত রাখে।

☑ **তোমার প্রভুর নিকট ৰমা চাও বার বার। আমার প্রভু চির ৰমাময়। চির প্রেমময়। (সূর হূদ#১১:৯০)**

১১৯

আল্ ওয়াহ্হাব

//AL-WAHHAB: **The All-Giving.** //Or do they possess the treasuries of your Lord's mercy, the Almighty, the Ever-Giving? (Surah Sad, 38:9)

দাতা

○ অথবা তোমার প্রভুর ৰমার ভান্ডার তারা কি রাখে? তিনি সর্বশক্তিমান চির **দাতা**। (সূর ছ্ব-দ্#৩৮:৯)

আলাহ্ এ পৃথিবীতে সুন্দর জীবনের প্রতিশ্র“তি দান করেন। পরবর্তীতে জান্নাতেও সুখের জীবন দিবেন বলে প্রতিশ্র“তি দান করেন। তাই পৃথিবী থেকেই সুখের জীবন শুর“ হয়। কাজেই খাঁটি বান্দারা সকল সাহায্যের জন্য এক আলাহ্র কাছে অকপটে প্রার্থনা করে। তারা আলাহ্র অনুগ্রহের কোন কমতি দেখেনা। যা কিছু তাদেরকে আলাহ্র নিকটবর্তী করে তা সবের জন্য তারা বেশী বেশী প্রার্থনা করে। আলাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তাদের প্রার্থনার জবাব দেন। তাঁর জবাব সর্বোত্তম। যেমন, নবী সুলাইমাান (য়:া) এর প্রার্থনা ঃ **অবশ্যই আমি ভালোর ভালোবাসায় ভালোবাসি। আমার প্রভুর গৌরবের উদ্দেশ্যে!** (সূর ছ্ব-দ্#৩৮:৩২)। তিনি নিুলিখিত মতে প্রার্থনা অব্যাহত রাখেন – **সে বলে ঃ " হে আমার প্রভু, আমাকে ৰমা করো আর এমন সাম্রাজ্য দাও যার সমকৰ আমার পরে আর কাউকে দেবেনা। নিশ্চয়ই তুমি চির দাতা।"** (সূর ছ্ব-দ্#৩৮:৩৫)

নবী জানেন যে আলাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে পৃথিবীতে ও জান্নাতে পূরষ্কৃত করবেন। তাই তিনি উপরে উলিখিত সাম্রাজ্য বা রাজত্বের প্রার্থনা করেন। আরো একটি আয়াত দেখা যাক ঃ

☑ **হে আমাদের প্রভু! তোমার পথনির্দেশ দেয়ার পরে তোমার থেকে সরে যেতে দিওনা– আমাদের হৃদয়। তোমার ভান্ডার থেকে আমাদের ৰমা দাও। তুমি তো চির দাতা।**

(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:৮)

১১৯

১২০

আল্ ওয়াকীল

//AL-WAKEEL: **The Guardian.** // They have the word "obedience" on their tongues, but when they leave your presence, a group of them spend the night plotting to do other than what you say. Allah is

recording their nocturnal plotting. So let them be and put your trust in Allah. Allah suffices as a **Gurdian**. (Surat an-Nisa', 4:81)

অভিভাবক

☆ তাদের জিহ্বার আগায় একটি কথা " বাধ্যতা", কিন্তু তোমার সম্মুখ ছেড়ে যখন যায়, তাদের এক দল তোমার কথার বিরুদ্ধে রাত জেগে ষড়যন্ত্র বানায়। আলাহ্ তাদের রাতের ষড়যন্ত্রের রেকর্ড রাখেন। সুতরাং, তাদের মতো ছেড়ে দাও; আর তোমার বিশ্বাস রাখো আলাহ্র উপর। আলাহ্ এক **অভিভাবক** সর্বোত্তম। (সূর আন্ নিসা#৪:৮১)

আলাহ্ চান, আন্তরিক ও অনুগত বান্দারা তাঁর উপর সকল অবস্থায় ভরসা রাখবে। নিজ ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট আলাহ্র বার্তা পৌঁছাবে। নিজ নিজ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট আলাহ্র বার্তা পৌঁছাতে গিয়ে নবী ও রসূলগণ অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। এ রকম কঠিন পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র আলাহ্র সন্তুষ্টির আশায় তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখিয়েছেন। একমাত্র তাঁর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন।

আলাহ্ আমাদের অবহিত করেন যে যারা দ্বীনের সহায়তা করে তাদের তিনি সহায়তা করেন। কিছু মানুষ সব সময় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দুশমনি করবে এবং শয়তানকে অনুসরণ করবে। তারা বিশ্বাসীদের অনিষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। আগ্রাসী ভাষা ও কূটচাল দিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু তাদের লৰ্য্য অর্জিত হবেনা। কারণ, আলাহ্র অসীম ৰমতা ও প্রজ্ঞার তুলনায় তাদের ষড়যন্ত্র অতি নগন্য। তিনি ষড়যন্ত্রের সবটাই দেখেন। তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ বান্দাদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল লৰ্য্য করেন। তাদেরকে সর্বোত্তম লৰ্য্য অর্জনে সহায়তা করেন। অবিশ্বাসীদের নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ দুর্বোধ্য। আলাহ্ বিশ্বাসীদেরকে আধ্যাত্মিক ও কায়িক শক্তি দিয়ে আলাহ্ সাহায্য করেন। নিম্নের আয়াতগুলোয় এ সব উলেখ আছে ঃ

☑ **যারা নিজেদের করে সমর্পণ পূর্ণ রূপে আলাহ্র নিকট, আর করে মঙ্গলজনক কাজ, তারা দৃঢ়ভাবে ধরেছে শক্ত অবস্থান। আর সবকিছুর চূড়ান্ত প্রতিফল আছে আলাহ্র নিকট।**
(সূর লুকমান#৩১:২২)

☑ **যাদের নিকট লোকেরা বলেছিলো ঃ " জনগণ তোমাদের ঘিরে ফেলেছে, সুতরাং ভয় করো।" কিন্তু এ কথা তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিলো; তারা বললো ঃ " আমাদের জন্য আলাহ্ যথেষ্ঠ; তিনি অভিভাবকের সেরা অভিভাবক।"**
(সূর আলি য়িःমর-ন#৩:১৭৩)

বিশ্বাসীগণ আলাহ্কে অভিভাবক মেনেছে। তাই সবসময় জয়ী হয়েছে। নিম্নের আয়াতগুলো পড়া যাক ঃ

☑ **সুতরাং, তারা আলাহ্র থেকে আশীর্বাদ ও উদারতা নিয়ে এলো। কোন মন্দ তাদের স্পর্শ করতে পারলোনা। তারা আলাহ্র অভিপ্রায় অনুসরণ করলো। আলাহ্র উদারতা অপরিসীম।**
(সূর আলি য়িःমর-ন#৩:১৭৪)

☑ **পূর্ব পশ্চিমের প্রভু তিনি– তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তাই তাকে অভিভাবক মানো। (সূর মুজःম্মিল#৭৩:৯)**

☑ **বলো ঃ " কিছুই হতে পারেনা আমাদের; আলাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া। তিনি আমাদের প্রভু। ঈমানদারগণ তাঁর উপরই ভরসা করে।" (সূর তাওবাহ্#৯:৫১)**

১২১

আল্ ওয়ালী

//AL-WALEE: **The Protector**. //Allah is **the Pprotector** of those who believe. He brings them out of darkness and into the light. But those who do not believe have false deities as their protector. They take them from the light into the darkness. Those are the Companions of the Fire remaining in it timelessly, forever. (Surat al-Baqara, 2:257)

রক্ষাকারী

- বিশ্বাসীদের **রক্ষাকারী** আলাহ্। তিনি তাদের আনেন আধাঁর থেকে আলোয়। আর যারা বিশ্বাস করেনা ওদের রক্ষক মিথ্যা দেব-দেবী। তারা ওদের নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারে। ওরা সেই আগুনের বাসিন্দা যা জ্বলছে চির কাল। (সূর আল্ বাক্বরহ্#২:২৫৭)

এ জগতে ও পরজগতে মানুষের এক জন মাত্র বন্ধু আছে। তাদের একান্ত নিকটবর্তী এ বন্ধুটি কখনো তাদের ত্যাগ করেননা। কঠিন বিপদে সহায়তা করেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাথে থেকে শত্রুদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। তিনি সবার চেয়ে বিশ্বস্ত। কোন প্রতিফলের আশা নাকরে মানুষকে পুরষ্কৃত করেন। কে এ বন্ধু? তিনি আর কেউ নন। তিনি আমাদের সবার প্রভু আলাহ্। তিনি বিশ্বাসীদের ঘনিষ্টতম বন্ধু। তাঁর উপর আস্থা স্থাপনকারীদেরকে তিনি পবিত্র করেন। এ জগতে ও পরজগতে উচ্চ মর্যাদাময় জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন। পরকালে অসীম সম্পদের ওয়াদা করেন।

বিপদের সময় বল ও ভরসা করা যায় এমন ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী কাউকে মানুষ খুঁজে বেড়ায়। এক সময় তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং সব প্রয়োজন পূরণকারী সর্বশক্তিমান প্রভুর কথা ভুলে যায়। পাপের পথে পরিচালনাকারী ও বেহেশ্তের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী শয়তানকে তারা বন্ধু রূপে গ্রহণ করে। এখান থেকেই অন্ধকার জীবন শুরু হয়।

এর বিপরীতে, আলাহ্য় বিশ্বাস ও ভরসাকারী মানুষ উত্তম ও সম্মানজনক জীবন উপভোগ করে। এ জীবনে তাদের কোন ব্যর্থতার গানি থাকেনা। কারণ, তারা যেমন ধর্মবোধ ও বাক্যে অবিচল থাকে; রক্ষাকারী আলাহ্ও তাদেরকে তেমন সক্ষমতা ও বিজয় দান করেন। আর আসল পুরষ্কার তো পরকালের জন্য সংরক্ষিত আছে। বিশ্বাসীদের জন্য এ জগৎ এ অন্যজগতে রয়েছেন একমাত্র ও পরিপূর্ণ রক্ষাকারী আলাহ্। তাঁর আল্ ওয়ালী বা রক্ষাকারী নামের তাৎপর্য সম্পর্কে নিচের আয়াত দেখি ঃ

কারা তোমাদের আসল শত্রু– আলাহ্ তা ভালো জানেন। রক্ষক হিসেবে তিনি উত্তম। সাহায্যকারী হিসেবেও।

(সূর আন্ নিসাা#৪:৪৫)

এবং স্মরণ করো যে তোমাদের দুই উপদল অস্তিত্ব হারানোর পর্যায়ে পৌছেছিল তখন আলাহ্ হলেন তাদের রক্ষক। বিশ্বাসীদেরকে আলাহ্য় আস্থা রাখতে বলো।

(সূর আালি য়ি:মর-ন#৩:১২২)

তারা সকল আশা ছেড়ে দিলে তিনি আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করেন; তাঁর করুণাধারা উন্মোচন করেন। তিনি রক্ষক; তিনি প্রশংসার।

(সূর আশ্ শূর-#৪২:২৮)

১২২

যুল্ জালাাল ওয়াল্ ইকর-ম

//DHU AL-JALAL WA AL- IKRAM: **Master of Majesty and Generosity.** //Blessed by the name of your Lord, **Master of Majesty and Generosity.** (Surat ar-Rahman, 55:78)

মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রভু

☆ তোমাদের প্রভুর নাম শুভ হোক, তোমাদের প্রভু **মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রভু**। (সূর আর্ রহ:মান#৫৫:৭৮)

মহান আলাহ্ নানা রূপে জগৎ সাজান। সৃষ্ট দাসদেরকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সব কিছু করেন। আর এর থেকে দাস মানুষ বেশুমার কল্যাণ ভোগ করে। যা হোক, আলাহ্ তাঁর মহত্ত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ জান্নাতে বা বেহেশ্তে দেখাবেন।

বেহেশ্তে বান্দাদের মন যা চাইবে সব পাবে অঢেল পরিমাণে । সেখানে বাগান থাকবে। প্রবাহমান ঝর্ণা থাকবে। থাকবে শীতল সতেজক ছায়াবিথী। ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীরা আলাহ্র সৌজন্যে সে বাগানে প্রবেশ করবে। বাসন্তি বাতাস, নানা ফুল, ফল ও খাবারে পূর্ণ জান্নাতে চাহিবামাত্র সবকিছু সরবরাহ হবে। জান্নাতের প্রান্তে প্রবাহিত নদী। অতি উঁচু হল র‍ম, সারি সারি আসন, সে আসনে হেলান দিয়ে বসে বিশ্বাসীরা অপার সৌন্দর্য উপভোগ করবে। মুক্তার মতো যুবারা রূপার পাত্র আর স্বচ্ছ পেয়ালা হাতে ঘুরে ঘুরে পানীয় বিলাবে। **"...তারা স্বর্ণের আর মুক্তার কঙ্কনে সজ্জিত থাকবে, তাদের পোষাক হবে রেশমের।"** (সূর আল্ হ:াজ্জ#২২:২৩)

আমাদের বেহেশ্ত বর্ণনা যা হোক না! ক্বুরআানের বর্ণনা অতি মনোহর। আলাহ্ তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার চূড়ান্ত রূপ বেহেশ্তে দেখাবেন। সে বেহেশ্তের বা জান্নাতের কিছু বর্ণনা নিচের আয়াতে দেখা যাক ঃ

...তাদের মন যা চাইবে তার সব তারা পাবে; তাদের চক্ষু জুড়াবে। তা হবে তোমাদের চির বাসস্থান।

(সূর আজ্ঃ জু:খরুফ#৪৩:৭১)

তাদের দেখে আনন্দ ও সাম্রাজ্যের রূপ দেখতে পাবে।

(সূর আদ্ দাহ্র#৭৬:২০)

১২৩
আজ জ্বহির
//AZ-ZAHIR: The Evident; **The Outward.** //He is the First and the Last, **the Outward** and the Inward. He has knowledge of all things. (Surat al-Hadid, 57:3)
প্রকাশিত; বাহ্যিক

☆ তিনি শুর" তিনি শেষ, তিনি **প্রকাশিত** তিনি গুপ্ত ।
(সূর হ:াদীদ#৫৭:৩)

বিশ্বের সর্বত্র অসংখ্য সৃষ্টির নিদর্শন বিরাজমান । এ সব নিদর্শনের মধ্যেই আলাহ্‌র অস্ি"ত্ব প্রকাশিত হয় । বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁর অস্ি"ত্ব স্পষ্ট দেখতে পায় । যে কেউ নিজের চারদিকে লৰ্য্য কর"ক । সর্বত্র আলাহ্‌র অস্ি"ত্ব টের পাবে । আলাহ্‌র অসংখ্য সৃষ্টি নিরন্"র আলাহ্‌র অস্ি"ত্ব প্রকাশ করে । তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে অতি সাধারণ থেকে অতি জটিল পদ্ধতি । এ সকল পদ্ধতি মিলে এমন অদ্ভুৎ সব পদ্ধতি হাজির করে - যাদের তলদেশ বা পরিসীমা খুঁজে পাওয়া কোন মানুষের পৰ্ষেই সম্ভব নয় । আলাহ্ কুরআানের আয়াতে এর কিছু উদাহরণ টানেন ঃ

☑ **তারা কি দেখেনি তাদের উপরের আকাশ! কি ভাবে আমরা নির্মাণ করেছি, করেছি সুন্দর ও নিটোল? আর পৃথিবী! কি ভাবে বিস্"ৃত করেছি, পাহাড় স্থাপিত করে করেছি দৃঢ়, কতো কি হওয়ার আর বাসের উপোযোগী করেছি? (সূর ক্ব-ফ#৫০:৬-৭)**

☑ **তারা কি দেখেনি তাদের উপরের পাখীসব! কেমন করে পাখনা ছড়ায় আবার গুটায়ে লয়? কে স্থির রাখে ওদের; পরম দয়ালু আলাহ্ বৈ কেউ নয় । তিনি সব দেখেন ।**
(সূর আল্ মুলক্ব#৬৭:১৯)

☑ **আলাহ্ বীজ ও শাঁস ছড়ান । তিনি জীবিত বের করেন মৃত থেকে; মৃত বের করেন জীবিত থেকে । তিনি তো আলাহ্, তোমরা কেমনে পথহারা হও? তিনি সকালে আকাশ ছড়িয়ে দেন; রাতকে করেন বিশ্রাম সময়; আর সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মাধ্যম । এগুলো সব শক্তিমান ও সব জান"ার নির্ধারণ । তিনি তারাদের স্থাপন করেন; যাতে তোমরা স্থল ও জলের আধাঁরে পথ খুঁজে পাও । জ্ঞান সম্পন্নদের জন্য স্পষ্ট করেছি আমাদের নিদর্শন ।**
(সূর আন্য়:াম#৬:৯৫-৯৭)

এ গুলো অসংখ্য সৃষ্টির দু'একটি উদাহরণ মাত্র । অন্যত্র, আলাহ্ নিজের অস্ি"ত্ব সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান" আনেন । তাঁর বান্দাদেরকে নিজ অস্ি"ত্ব স্মরণ করান । তিনি বার বার বলেন, কোন কিছুর দিকে মনোনিবেশ করলে তাঁর অস্ি"ত্ব ও মহত্ত্ব যে কারো নিকট হাজির হবে । মহাবিশ্বের দিকে নজর দিলে আমরা আরো বুঝতে পারবো– গোটা সৃষ্টির মতো আমাদেরকেও সৃষ্টি করা হয়েছে । আমরা নিজে নিজে জন্মাইনি । আর আমাদেরসহ সব সৃষ্টির মধ্যে আলাহ্ নিজকে জাহির বা হাজির করছেন ।

আলাহ্‌র অস্ি"ত্ব, মহত্ত্ব ও ৰমতা বুঝতে সৰম মানুষ সৃষ্টার প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতি বোধ করে । তারা এ কথা অনুধাবন করতে পারে– পরকালে সবার কার্যক্রমের হিসাব নিতে সকলকে সমবেত করা তাঁর পৰ্ষেই সম্ভব । সুতরাং, তারা স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবনভর কঠোর পরিশ্রম করে । এক আয়াতে আলাহ্ বলেনঃ

☑ **যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আলাহ্কে স্মরণ করে; নভোমন্ডলী আর ধরণি সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে এবং বলে ঃ " হে আমাদের প্রভু, তুমি এসব খালি খালি সৃষ্টি করোনি । গরিমা তোমার! সুতরাং, তুমি আমাদের অগ্নি থেকে রক্ষা করো । (সূর আলি য়ি:মর-ন#৩:১৯১)**

১২৩

বিবর্তনবাদী প্রবঞ্চনা

বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তথ্য উপরওয়ালার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে । উল্টো দিকে, বস্তুবাদ বিশ্বে সৃষ্টির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে; যে অস্বীকার অবৈজ্ঞানিক ভ্রম বৈ কিছু নয় ।

বস্তুবাদ একবার মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে এর উপর প্রতিষ্ঠিত সকল মতবাদ মিথ্যা হতে বাধ্য । বস্তুবাদ বা এরকম তত্ত্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে ডারউইনবাদ বা বিবর্তনবাদ । আলাহ্ কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সর্বস্বীকৃত হওয়ায় নির্জীব বস্তু থেকে ঘটনাচক্রে প্রাণ সৃষ্টির মতবাদ ধ্বংস হয় । আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাগ রস বলেন:

নিরীশ্বরবাদ, বিবর্তনবাদ বা বিশ্ব শাশ্বত এমন ভ্রান্ত অনুমান ভিত্তিক বহু মতবাদ অষ্টম থেকে বিংশ শতকের মধ্যে পৃথিবীতে তৈরী হয়েছে । তবে আমরা আজ সে অসাধারণত্বের মুখোমুখী যে অসাধারণত্ব বলে যে প্রতিটি বিষয়ের, এমনকি জীবনের পিছনেও কারণ বা কারণ সৃষ্টিকারী রয়েছেন ।[1]

তিনি আলাহ্ যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন । তিান প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নক্সা করেছেন । সুতরাং ডারউইন মতবাদে কথিত ঘটনাচক্রে প্রাণ সৃষ্টির তত্ত্বটি সত্য নয় ।

অধিকন্তু, এটা মামুলি যে আমরা যখন বিবর্তন বাদে নজর দেই তখন স্বাভাবিক ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা এ মতবাদ ভর্ৎসিত হচ্ছে ।

জীবনের নক্সা চরম জটিল ও বিস্ময়কর । উদাহরণ স্বরূপ জড় জগৎ দেখলে আমরা অনুর মধ্যে কত অদ্ভুৎ রকমের ভারসাম্য লক্ষ্য করি; অনরূপভাবে জীব জগৎ দেখলে অনু, প্রোটিন, এন্জাইমের জটিল সমন্বয়ে কোষের সৃষ্টি লক্ষ্য করি ।

বিংশ শতকের শেষ দিকে জীবনের অনন্য গঠন নক্সা আবিষ্কার ডারউইন বাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে ।

ডারউইন বাদের বৈজ্ঞনিক অবসান

প্রাচীন গ্রীস যুগ থেকে 'উদ্ভব' অনুমান রূপে চালু থাকলেও **১৯** শতকে এটা 'বিবর্তন বাদ' হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে । চার্লস ডারউইন লিখিত গ্রন্থ দ্যা *অরিজিন অব স্পেসিজ* **১৮৫৯** সালে প্রকাশের মাধ্যমে বিবর্তনবাদ চূড়ান্ত রূপ নেয় । এ গ্রন্থে ডারউইন অস্বীকার করেন যে স্রষ্টা কর্তৃক নানা জীব পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্ট হয়েছে । তাঁর মত অনুযাযী সকল জীবের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল আর সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে তা ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে বহুমুখী রূপ নিয়েছে ।

বাস্তবে ডারউইন মতবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভিত্তিক নয়; তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে বিবর্তন মতবাদটি একটি 'অনুমান' । অধিকন্তু, এ বইয়ের 'ডিফিকাল্টিজ অব দ্যা থিওরী' অধ্যায়ে ডারউইন প্রয়োজনীয় গবেষণার অভাবের বিষয়টিও স্বীকার করেন; অধিকন্তু, তত্ত্বটি নানা সমালোচনামূলক প্রশ্নের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয় ।

ডারউইন তার সকল আস্থা কথিত নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের উপর স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে এ আবিষ্কার তত্ত্বীয় অচলাবস্থা ('ডিফিকাল্টিজ অব দ্যা থিওরী') দূর করবে। যা হোক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার প্রত্যাশার বিপরীতে তত্ত্বীয় অচলাবস্থা বৃদ্ধি করেছে।

বৈজ্ঞানিক পরীৰা দ্বারা ডারউইনবাদের পরাস্ত হওয়াকে তিনটি মূল বিষয়ের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যায়:

১) পৃথিবীতে জীবন কি ভাবে সৃষ্টি হলো তা এ মতবাদ কোন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা।
২) এ মতবাদে বর্ণিত 'বিবর্তন কার্যসাধন পদ্ধতি' স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে পারে এমন দাবির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
৩) জীবাশ্ম ইতিহাস এ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য পেশ করে।

এ অংশে আমরা এ তিনটি মূল বিষয় সংৰেপে পরীৰা করব:

প্রথম অজেয় পদৰেপ: জীবনের উৎস

বিবর্তনবাদ তর্কের খাতিরে ধরে নেয় যে ৩.৮ বিলিয়ন বর্ষ আগে আদিম বা প্রাথমিক পৃথিবীতে সৃষ্ট একটি কোষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সকল জীবিত সম্প্রদায় (স্পেসিজ) এসেছে। কিভাবে একটি একক কোষ বিবর্তনের দ্বারা মিলিয়ন মিলিয়ন জটিল কোষের জন্ম দিল এবং জীবাশ্ম ইতিহাসে তার কোন রেকর্ড নেই কেন - এ সব প্রশ্নের জবাব এ মতবাদে পাওয়া যায়না। যাহোক, এবার বিবর্তন বাদের কাছে সর্বপ্রথম ও সর্বগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো 'প্রথম কোষ'টি কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

যেহেতু বিবর্তনবাদ স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে কোন অলৌকিক অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেনা; তাই এ বাদ বলে যে 'প্রথম কোষ' প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কাকতলিয় ভাবে উৎপত্তি লাভ করেছিল। মতবাদটি অনুসারে, কাকতালিয় ঘটনার ফলে অজৈব পদার্থ থেকে জীবন্ত কোষের উৎপত্তি ঘটে। সত্য কথাটি এই যে এ দাবিটি জীববিজ্ঞানের সরলতম নিয়মের সাথেও খাপ খায়না।

'জীবন আসে জীবন থেকে'

ডারউইন তার পুস্তকে জীবনের উৎস সম্পর্কে কিছু উলেখ করেননি। বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্বে, ডারউইনের সময়ের বিজ্ঞান এরকম অনুমান করত যে জীবন্ত প্রাণী খুব সহজ প্রকৃতির গঠনকাঠামো বহন করে। মধ্য যুগ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মতত্ত্ব বলে এসছে যে অজৈব পদার্থ মিশ্রিত হয়ে জৈব প্রাণী সৃষ্টি করেছে যা সে সময় পর্যন্ত সচার আচার ব্যাপক ভাবে গৃহিত হয়ে থাকতো। সে সময় পর্যন্ত চিরাচরিত ভাবে বিশ্বাস করা হতো যে খাদ্যের এঁটো থেকে কীটপতঙ্গ আর গম থেকে ইঁদুর জন্ম গ্রহণ করে। এ তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য কৌতুহল উদ্দীপক গবেষণা করা হয়েছিল - এক টুকরা ময়লা কাপড়ের উপর কিছু গম রাখা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে কিছু সময় পরে ইঁদুর জন্মাবে। অনুরূপভাবে গোশ্তের মধ্যে পোকার উৎপত্তি কে স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মতত্ত্বের সাৰ্য মনে করা হতো। যাহোক, কিছুদিন পরে বোঝা গেল যে গোশ্তের মধ্যে কীট জন্মায়না বরং মাছি লার্ভা রূপে কীট নিয়ে এসে মাংসের মধ্যে স্থাপন করে - যা খালি চোখে দেখা যায়না।

ডারউইনের আমলে যখন 'দ্যা অরিজিন অব স্পেসিজ' লেখা হয় এমনকি তখনও মানুষ বিশ্বাস করতো যে অ জৈব পদার্থ থেকে ব্যাক্টেরিয়া জন্ম নেয়; তখনকার বৈজ্ঞনিক জগৎ এ বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে মেনে নিয়েছিল। মজার কথা হল, ডারউইনের বই প্রকাশের পাঁচ বছর পরে লুই পাস্তর এ প্রচলিত বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণ করেন। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর গবেষণা শেষে পাস্তর এ উপসংহার টানেন: "*অজৈব পদার্থ থেকে জৈব প্রাণ জন্ম নিতে পারে এমন দাবি ইতিহাসের পাতায় চির সমাহিত হলো।*"[2]

বিবর্তন বাদের সমর্থকগণ পাস্তুরের এ সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল ধরে প্রতিহত করে আসছিলেন। তবে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রাণকোষের জটিল গঠন বিষয় আবিষ্কৃত হওয়ায় 'কাকতলিয় ভাবে' জীবনের উৎপত্তির দাবি কোন-ঠাসা হয়ে পড়ে।

বিংশ শতকের অমীমাংসিত ঘটনা

বিংশ শতকে প্রথম যে বিবর্তনবাদি জীবনের উৎস সম্পর্কিত বিষয় তুলে ধরলেন তিনি হলেন রশিয়ার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আলেকজেন্ডার ওপারিন। ১৯৩০ সালের দিকে বিভিন্ন রকমের গষেণার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে কাকতালিয় ভাবে জীব কোষের উৎপত্তি হতে পারে। যাহোক, এ সকল গবেষণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো আর মিঃ ওপারিন নিম্নলিখিত কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন:
জীবকোষের উৎপত্তির বিষয়টি, দুর্ভাগ্যক্রমে, সামগ্র বিবর্তনবাদের নিকট একটি প্রশ্ন হয়ে রয়ে গেল।[3]

ওপারিনের বিবর্তনবাদি অনুসারীগণ জীবনের উৎস আবিষ্কার করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। জানামতে এ সবরে মধ্যে মার্কিন রসায়নবিদ স্টেনলি মিলার ১৯৫৩ সালে সবচেয়ে উলেখযোগ্য গবেষণা চালান। আদিম পৃথিবীর পরিবেশে উপস্থিত ছিল এমন গ্যাসিয় সংমিশ্রণ তৈরী এবং তৈরীকৃত মিশ্রণে শক্তি যোগ করে প্রটিনের মধ্যে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন দৈহিক অনু (এমিনো এসিড) সংশেষণ পদ্ধতিতে উৎপাদন করলেন।

এর কয়েক বছর পার নাহতেই প্রমণিত হলো যে - যে পরিবেশের কথা ধারণা করে তা কৃত্রিমভাবে তৈরিপূর্বক উপর্যুক্ত গবেষণা করা হয়েছে তখনকার পৃথিবীতে বাস্তবে সে রকম পরিবেশ ছিলনা।[4]

দীর্ঘ নীরবতার পরে মিঃ মিলার স্বীকার করলেন যে তিনি গবেষণায় যে পরিবেশ মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তা বাস্তবসম্মত ছিলনা।[5]

বিংশ শতকব্যাপী জীবনের উৎস বিষয়ে যত বিবর্তনবাদী গবেষণা হয়েছে তার সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্যানদিয়াগো স্ক্রিপ ইনস্টিটিউট এর ভূ-রসায়নবিদ জেফ্রে বাদা আর্থ ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে এ কথা ১৯৯৮ সালে স্বীকার করেন:
পৃথিবীতে কিভাবে জীবনের উন্মেষ ঘটল এ অমীমাংসিত বৃহৎ প্রশ্নটির জবাব আজ বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে ও সমাধানের অপেৰায় রয়ে গেল।[6]

জীবনের জটিল কাঠামো

জীবনের উৎস সম্পর্কিত বিবার্তনবাদি তত্ত্ব এত বড় অচলাবস্থার মধ্যে নিঃশেষ হওয়ার মূল কারণ হলো - সহজ মর্মে আপত প্রতিভাত জীবন্ত বস্তুটিরও অবিশ্বাস্য রকম জটিল কাঠামো বহন। প্রযুক্তিগত ভাবে মানুষ যত কিছু উৎপাদন করতে পারে প্রাণির কোষ ততকিছুর চেয়ে অধিকতর জটিল। বর্তমান পৃথিবীর উন্নততম গবেষণাগারেও জড়পদার্থপূঞ্জ একত্রিত করে এখন পর্যন্ত জীবন্ত কোষ তৈরী করা যায়নি।

একটি জীবকোষ উৎপাদনের জন্য বাস্তবে এত বেশী সংখ্যক শর্ত প্রয়োজন হয় যা কেবলমাত্র কাকতালিয় ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া অবান্তর। প্রটিনের ও কোষ বকের সম্ভাব্যতা সংশেষণ পদ্ধতিতে পাশাপাশি করা হলে গড়ে $১০^{৯৫০}$ বার এর মধ্যে মাত্র ১ বার প্রটিন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যাতে ৫০০ এমনিক এসিড থাকবে; গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী উলিখিতবারের চেয়ে কম $১০^{৫০}$ এর মধ্যে ১ বার সম্ভাবনাও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

কোষ কেন্দ্রে অবস্থিত ডি এন এ অনু এক অবিশ্বাস্য তথ্যব্যংাক সমান তথ্য ভান্ডার জমা রাখে। হিসাব করে দেখা গেছে যে ডি এন এ-র মধ্যে রক্ষিত তথ্য লেখা হলে তার জন্য একটি বৃহদাকার লাইব্রেরির প্রয়োজন হবে যাতে প্রতি খন্ডে ৫০০ পৃষ্ঠা করে ৯০০ খন্ড এনসাইক্লোপেডিয়া রাখতে হবে।

এক্ষণে একটি আকর্ষনীয় উভয়সংকট ধরা দেয়: ডি এন এ কিছু বিশেষ প্রটিনের (এঞ্জাইম) সহায়তায় প্রতিরূপ ধারণ করতে পারে। যাহোক, বিশেষণ পদ্ধতিতে এঞ্জাইম বাস্তবায়ন ডি এন এ রক্ষিত তথ্য দ্বারা করা সম্ভব। যেহেতু উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল তাই প্রতিরূপ তৈরীর জন্য উভয়কে একসাথে বর্তমান থাকতে হয়। ফলে বোঝা যায় যে জীবন এক পরস্পর বৈরী সাংগঠনিক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত সানদিয়াগো শ্বিবিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদি অধ্যাপক লেজি অর্গেল সাইন্টিফিক ম্যাগাজিন এর সেপ্টেম্বর১৯৯৪ সংখ্যায় এ সত্য স্বীকার করেন:

এটা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব যে প্রটিন ও নিউক্লিক এসিড সাংগঠনিক ভাবে জটিল, অথচ এরা স্বতস্ফুর্তভাবে একই সাথে ও একই সময়ে আবির্ভূত হয়। আরো অসম্ভব যে একটি ছাড়া অন্যটি অর্জন সম্ভব নয়। সতরাং, প্রথম দৃষ্টিতেই এ সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় যে জীবণ বাস্তবে কখনো রাসায়নিক পথে উৎপত্তি লাভ করতে পারেনা।[7]

সন্দেহাতীত যে প্রাকৃতিক কারণে জীবণের সৃষ্টি, এটা আদৌ সম্ভব নয়, বরং এটা স্বীকার করতে হয় যে অলৌকিক পদ্ধতিতে জীবণ 'সৃষ্টি' করা হয়েছে। এ সত্যি 'সৃষ্টি' করাকে মিথ্যা দাবিকারী বিবার্তনবাদকেই মিথ্যা প্রমাণ করে।

বিবর্তনবাদের কাল্পনিক গঠন কৌশল

ডারউইনবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবর্তনবাদের কথিত গঠনকৌশলের মধ্যে প্রকৃত বিবর্তনবাদি শক্তি নেই।
প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে বিবর্তন ঘটে বলে ডারউইন দাবি করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনকে শক্তির স্থলাভিসিক্ত করার নজির তাঁর গ্যন্থের নামের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে: *The Origin of Species, By Means Of Natural Selectoin...*

ন্যচারাল সিলেকশন বা প্রকৃতিক নির্বাচন এ অর্থ করে যে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাকৃতিক পরিবেশে অধিকতর খাপখাওয়াতে সক্ষম প্রাণী জীবন যুদ্ধে টিকে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ হরিণ পালের মধ্যে বেশী দৌড়ে সক্ষম হরিণই বেঁচে থাকবে। সতরাং টিকে থাকার জন্য হরিণ পালকে ক্ষিপ্রতর ও অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। যা হোক, এ কথা প্রশ্নাতীত যে এ গঠন কৌশল হরিণকে ঘোড়ায় রূপান্তরিত করার নিশ্চয়তা দেয়না।

সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোন বিবর্তনীয় শক্তি নেই। বিষয়টা ডারউইন জানতেন যা তাঁর বিবর্তনবদি গ্রন্থে উলেখ করেছেন:
ঘটনাক্রমে অনুকূল পরিবর্তন নাঘটলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছু ঘটাতে পারেনা।[8]

ল্যাম্যার্যাকের প্রভাব

তাহলে কিভাবে অনুকূল পরিবর্তন ঘটে? ডারউইন তাঁর যুগের অপূর্ণ বোধসম্পন্ন বিজ্ঞানের ধারণা থেকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর পূর্বের ফরাসী জীববিজ্ঞনী ল্যাম্যারকের মতানুযায়ী জীবন্ত প্রাণী নিজ জীবনে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ও প্রজন্মে প্রজন্মে রেখে যায় - যা থেকে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী হরিণ জাতীয় প্রাণী মগডালের পাতা খাওয়ার প্রচেষ্টায় ধীরেধীরে ঘার বৃদ্ধি করে এক সময়ে দীর্ঘ ঘার সম্পন্ন জীরাফ এ পরিণত হয়।
ডারউইনও তাঁর বইয়ে অনুরূপ উদাহরণ টানেন, যেমন - কিছু শুকর খাদ্যান্বেষণে পানিতে নামতে নামতে এক সময় হাঙ্গরে রূপান্তরিত হয়।[9]
যাহোক, ২০ শতকে ম্যান্ডেল উদ্ভাবিত ও জীন বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত উত্তারাধিকারের নীতি - সময়ের সাথে সাথে অর্জিত ও প্রজন্মান্তরে প্রেরিত বৈশিষ্ট্যের দাবি অস্বীকার করে। এভাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বিবার্তনবাদি গঠনকৌশল হিসাবে গৃহীত হওয়া থেকে বাদ পড়ে গেছে।

নিও ডারউইনবাদ ও পরিবর্তন

বিবর্তন সম্পর্কিত একটি সমাধানের লক্ষ্যে ডারউইনবাদিরা আধুনিক মিশ্রতত্ত্ব তৈরি করে যা ১৯৩০ এর শেষ দিকে 'নিও ডারউইনবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। নিও ডারউইনবাদ নয়া পরিবর্তন সংযোজন করে যাতে বলা হয় - বহিঃউপাদান, যেমন, রেডিয়েশন বা প্রতিকল্পভ্রম এর প্রভাবে জীবন্ত প্রাণীর জীনের ভিতর বিকৃতি ঘটে যা প্রাকৃতিক বিকৃতির সাথে 'অনুকূল পরবির্তনের কারণ' যোগ করে।

বর্তমান যুগে যে বিবর্তনের কথা বলা হয় তা নিও ডারউইনবাদ। এ তত্ত্ব এ কথা বলে যে পৃথিবীর মিলিয়ন মিলিয়ন জীবন্ত প্রাণী একটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে যে পদ্ধতিটি থেকে কিছু সংখ্যক জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন - কান, চোখ, ফুসফুস, পাখা মিউটেশন বা পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টি; এ পরিবর্তনকে জেনেটিক বিশৃঙ্খলা বলা যায়। এ দাবির বিপরীতে বলতে হয় যে এ সম্পর্কিত সরাসরি বৈজ্ঞানিক তথ্য হল এ যে - মিউটেশন পদ্ধতি জীবন্ত প্রাণীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনা; এ তথ্যে আরো বলা হয়েছে যে মিউটেশন জীবন্ত প্রাণীর উন্নতি তো করেইনা বরং সর্বদা ৰতি করে।
ৰতি করার কারণ অতি সহজ: ডি এন এ র এক জটিল কাঠামো রয়েছে যার উপর যে কোন এলোপাথারি প্রভাব ৰতি সাধন করবে। আমেরিকার জীনতত্ত্ববিদ রঙ্গানাথন বিষয়টি নিম্ন লিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন:
মিউটেশন হল ৰুদ্র, এলোপাথারি এবং ৰতিকর। এটা কালেভাদ্রে ঘটে থাকে, আর এর ফলাফল সাধারণতঃ অকার্যকর হয়। মিউটেশনের এ চার বৈশিষ্ট্য এ ধারণা দেয় যে মিউটেশন বিবর্তনীয় উন্নয়ন ঘটাতে পারেনা। একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষত্ব সম্পন্ন অঙ্গে এলোপাথারি পরিবর্তন - হয় প্রতক্রিয়াহীণ হবে, নাহয় ৰতিকারক হবে। একটি ঘড়িতে এলোপাথারি পরিবর্তন ঘড়িটির উন্নয়ন করতে পারেনা। এতে খুব সম্ভবত ঘড়িটি ৰতিগ্রস্থ হবে, নাহয় ঘড়ির উপর অকার্যকর ফলাফল হবে। ভূমিকম্প শহরের উন্নতি করেনা, বরং ধ্বংস আনায়ন করে।[10]

এটা বিস্ময়কর নয়, যতদূর জানা যায় জেনেটিক কোড উন্নয়নে প্রয়োজনীয় এমন কোন মিউটেশন আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর সকল মিউটেশন বা পরিবর্তন ৰতিকর প্রমাণিত হয়েছে। বুঝা যায় যে 'বিবর্তন গঠন কৌশল' হিসাবে যে পরিবর্তনকে দেখানো হয় তা বাস্তবে জীবন্ত প্রাণীর অনিষ্ট করে ও তাকে বা তার অঙ্গকে অৰম করে। (মানুষের প্রতি মিউটেশনের প্রভাবে সাধারণত ক্যান্সার হয়)। এতে সন্দেহ নেই যে একটি বিধ্বংসী গঠনকৌশল 'বিবর্তনবাদী গঠনকৌশল' হতে পারেনা। অন্যদিকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে কিছু করতে পারেনা' যা ডারউইনও স্বীকার করেছেন। এ সত্য ঘটনা প্রমাণ করে যে প্রকৃতিতে কোন 'বিবর্তন

কৌশল' নেই। যেহেতু কোন 'বিবর্তনবাদী কৌশল' নেই সেহেতু এরকম কৌশল বাস্তবায়িত হয়েছে এমন কল্পনার কোন সুযোগ নেই।

ফসিল রেকর্ডঃ মধ্যবর্তী কাঠামোর নিশানা অনুপস্থিত

এ মর্মে পরিষ্কার প্রমাণ আছে যে বিবার্তনবাদ কর্তৃক বাতলানো দৃশ্যকল্প ফসিল রেকর্ডের (ফসিল ইতিহাসে) কোথাও নেই।

বিবর্তবাদ অনুযায়ী প্রতিটি জীবন্ত প্রজাতি কোন না কোন পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। অতীতে অস্তিত্ববান পূর্বপুরুষ কোন সময় অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে অতঃপর বর্তমান প্রজাতিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী এ রকম ধীরগতির রূপান্তর হতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর লেগেছে।

দাবি অনুযায়ী সত্যিই যদি রূপান্তর হত তাহলে এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব থাকত। উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমান রূপ ধারণের পূর্বে অতীতে আধা মাছ/ আধা সরিসৃপ ধরনের কোন প্রাণী থাকতো। অথবা বর্তমান রূপ অস্তিত্বের পূর্বে সরিসৃপ-পাখি বা মধ্যবর্তী কোন রূপ থাকতো। যেহেতু এ সময়টা মধ্যবর্তী সময় সেহেতু এরা অৱম, ত্রুটিপূর্ণ, বিকৃত জীব হতো। এদের বিবর্তনবাদীরা 'পরির্তনমূলক কাঠামো' বলে বিশ্বাস করে।

বাস্তবে যদি এ রকম প্রাণী থাকতো তাহলে তারা মিলিয়ন মিলিয়ন বা বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন সংখ্যার বা জাতের হতো। আরো গরুত্ব সহকারে বলা যায় যে এসব অদ্ভুৎ প্রাণীর অস্তিত্ব ফসিল ইতিহাসে (রেকর্ডে) থাকতো। যে কথা 'দ্যা অরিজিন অব স্পেসিজ' গ্রন্থে ডারউইন ব্যাখ্যা করেন:
আমার তত্ত্ব যদি সত্য হয়, একই দলীয় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংযোগকারী অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির নিশ্চিত অস্তিত্ব থাকতে হবে... ফলস্বরূপ, তাদের অস্তিতের চিহ্ন ফসিলের অবশিষ্টাংশে থাকবে।[11]

ডারউইনের স্বপ্ন চূর্ণ

যদিও বিবর্তনবাদীগণ মধ্যবর্তী বা ক্রান্তিকালের ফসিল অবিষ্কারের জন্য ১৯ শতক থেকে শ্রমসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তবুও এ পর্যন্ত কোন মধ্যবর্তী কাঠামোর ফসিল বের করতে পারেননি। খনন দ্বারা উদ্ধারকৃত ফসিল বরং বিবর্তনবাদীদের চিন্তার বিপরীত চিত্র আঁকে অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবন হঠাৎ করে ও পূর্নাঙ্গ কাঠামোয় আবির্ভূত হয়েছে মর্মে সাৱ্য প্রদান করে।

বিখ্যাত বৃটিশ জীবাশ্ম বিজ্ঞানী ডেরেক ভি এগার এক জন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করেন:
আমরা যদি শৃঙ্খলা বা প্রজাতির পর্যায় সম্পর্কে ফসিল রেকর্ড পরীৱা করি, তাহলে আমরা বারংবার লৱ্য করি - ক্রমবিবর্তন নয় বরং আকস্মিক বিষ্ফোরণে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি উৎপন্ন হয়েছে।[12]

এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে ফসিল রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে সকল প্রাণী হঠাৎ পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয় আবির্ভুত হয়েছে; এর মাঝে কোন মধ্যবর্তী কাঠামো পরিগ্রহ করেনি। এ উদ্ধারকৃত বিষয়টি ডারউইনের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। জীব বা প্রাণী যে সৃষ্টি করা হয়েছে এ তথ্যটি তার অনুকূলে একটি শক্তিশালী সাৱ্য । সকল প্রাণী হঠাৎ করে এবং ত্রুটিহীন কাঠামোয় অবির্ভুত হওয়ার একমাত্র ব্যাখ্যা হলো এ প্রাণীরা বিবর্তনের মাধ্যমে কোন

পূর্বপর ষের থেকে আগত নয় বরং এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। বির্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ডগলাস ফতুয়িমা কর্তৃক উলিখিত সত্য স্বীকৃত হয়েছে:

সৃষ্টি ও বিবর্তন উভয়ের মধ্যে জীবনের উৎস সম্পর্কিত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মিলিয়ে যায়। জীবনের গঠন শৈলী পৃথিবীতে পূর্নাঙ্গ রূপে একবারে আবির্ভূত হয়েছিল নাকি পর্যায়ক্রমে? যদি একবারে না হয়ে থাকে তা হলে তা পূর্ববর্তী কোন প্রজাতি থেকে সংশোধনের মাধ্যমে এসেছে। আর যদি পূর্ণাঙ্গ রূপে একবারে এসে থাকে তাহলে তা কোন অসীম ৱমতাধর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্নের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।[13]

ফসিল দিকনির্দেশ করে যে প্রাণী পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে পৃথিবীতে একবারে এসেছে। অর্থাৎ জীবনের উৎস বিবর্তনের মধ্যে নয় বরং ডারউইনের চি ন্তার বিপরীতে সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে।

মানব বিবর্তনের গল্প

বিবর্তনবাদের সমর্থকদের দ্বারা যে বিষয়টি প্রায়ই উত্থাপিত হয় তা হলো মানব উৎস সম্পর্কিত বিষয়। ডারউইনবাদীদের দাবি মতে বর্তমান আধুনিক মানুষ লেজহীন বানর থেকে বিবর্তন পদ্ধতিতে আবির্ভূত হয়েছে। ৪-৫ মিলিয়ন বছর আগে শুর হওয়া কথিত বিবর্তন পদ্ধতিতে কিছু 'ক্রান্তিকালীন কাঠামো' অতিক্রম করে পূর্বপুর ষ থেকে বর্তমান মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কাল্পনিক চিত্রে মূল চার শ্রেণীর তালিকা রয়েছে:

১. অস্ট্রালোপিটেকাস
২. হোমো হেবিলিস
৩. হোমো এরেক্টাস
৪. হোমো সেপিয়েন্স

বিবর্তনবাদীরা মানুষের তথাকথিত ১ম শ্রেনীর পূর্বপুর ষ বা 'অস্ট্রালোপিটেকাস' বলতে 'দৱিণ আফ্রিকার লেজহীন বানর'কে বুঝান। তবে এ প্রজাতির লেজহীন বানর বিলুপ্ত হওয়া প্রাচীণ লেজহীন বানর বই আর কিছু নয়। অস্ট্রালোপিটেকাস এর বিভিন্ন নমুনার উপর ব্যাপক অনসন্ধানে দু'জন বিশ্বখ্যাত বৃটিশ ও আমেরিকান এ্যনাটমিস্ট লর্ড সলিজাকারম্যান ও অধ্যাপক চার্লচ অক্সনার্ড দেখান যে এরা এক সাধারণ বানর জাতির অন্তর্ভূক্ত যারা বিলুপ্ত হয়েছে এবং এদের সাথে মানুষের কোন সামঞ্জস্যও নেই।[14]

বিবর্তনবাদীরা পরবর্তী শ্রেণিকে 'হোমো' বা 'মানুষ' বলে। বিবর্তনবাদি দাবি অনুসারে হোমো শ্রেণির প্রাণি অস্ট্রালোপিটেকাস শ্রেণি থেকে উন্নততর। এ শ্রেণির বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল একটি বিশেষ কায়দায় সাজিয়ে বিবর্তনবাদিরা একটি কাল্পনিক বিবর্তন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এ পদ্ধতিটা কাল্পনিক এ কারণে যে এ'দু শ্রেণির প্রাণির মধ্যে বিবর্তন বাদের দাবিকৃত সম্পর্ক আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। বিংশ শতকের একজন শীর্ষস্থানীয় বিবর্তনবাদের রৱাকর্তা আর্নস মেয়ার এ বলে সত্য স্বীকার করেন যে 'প্রকৃত পৱে হোমো শ্রেণী পর্যন্ত শৃঙ্খল হারিয়ে গেছে।' [15]

বিবর্তনবাদে অস্ট্রালোপিটেকাস >হোমো হেবিলিস >হোমো এরেক্টাস >হোমো সেপিয়েন্স শ্রেণির আবির্ভব সংক্রান্ত দাবি অনুযায়ী পথম শ্রেণিটি পরবর্তী শ্রেণিটির অব্যবহিত পূর্ব পুর ষ। কিন্তু সাম্প্রতিক আবিষ্কার মতে অস্ট্রালোপিটেকাস, হোমো হেবিলিস ও হোমো এরেক্টাস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বসবাস করতো।[16]

অধিকন্তু, হোমো এরেক্টাস শ্রেণিটি প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হোমো সেপিয়েন্স নীন্দারথেলেনসিস্ ও হোমো সেপিয়েন্স সেপিন্স (আধুকি মানব) একই এলাকায় একই সাথে বসবাস করতো।[17]

সুতরাং এ পরিস্থতি নির্দেশ করে যে বিবর্তনবাদে দাবিকৃত মতে এ শ্রেণি গুলো কেউ কারো পূর্ব পুর"ষ ছিলনা। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদি জীবাশ্ম বিজ্ঞানী স্টেফেন জে গুড বিবর্তনবাদের এ অচলবস্থা সম্পর্কে বলেন:

তিন টি হোমোশ্রেণি যদি সহঅবস্থান করে তাহলে অমাদের সিঁড়ির ভাগ্যে কি হবে? এ রকম হলে তো এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণি অবির্ভুত হতে পারেনা! অধিকন্তু, পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকালে বির্তনের কোন লৱণ প্রদর্শিত হয়না।[18]

সংৱেপে বলতে হয়, আধা-বানর,আধা-মানবের যে ছবি এঁকে এঁকে দেখানো হয় তা মানব বিবর্তনের কাল্পনিক ছবির প্রচারণা। এ কেচ্ছার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এক জন বিখ্যাত ও সম্মানিত বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড সলি জুকারম্যান এ বিষয়ের উপর অনেক বছর ধরে বিশেষ করে পনর বছর কাল ফসিলের উপর গবেষণা করে, অধিকন্তু, নিজে এক জন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্য"ন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আসলে বানর পর্যায় থেকে মানব পর্যায়ে পৌঁছানোর কোন সিঁড়ি নেই।

জুকারম্যান অবশ্য একটি চমকপ্রদ 'বিজ্ঞান বর্ণালী' তৈরী করেন। তার এ বিজ্ঞান বর্ণালী বৈজ্ঞানিক থেকে অ বৈজ্ঞনিক চি"ন্তায় পর্যবসিত হয়। তার বৈজ্ঞানিক বর্ণালীর প্রথম নির্ভরতা হল সঠিক তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। এর পর জীববিজ্ঞান আর তারপরে সামাজিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বর্ণলীর শেষ প্রান্তে বা বাইরে যা তা হল 'অবৈজ্ঞানিক'- যাকে বলা হয় বোধ অগম্য উপলব্ধি, যেমন- টেলেপ্যাথি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং সব শেষে 'মানব বিবর্তন' এর অবস্থান। জুকারম্যান তার সিদ্ধা"ন্ত ব্যাখ্যা করেন:

সত্যের পুর্নাঙ্গ হিসাব বাদ দিয়ে অনুমিত জীববিজ্ঞানের ৱেত্রে, যেমন মানব ফসিল ইতিহাস বিষয়ে, অগ্রসর হলে, অশোধিত ধারণা বা ব্যাখ্যা করা যায়, দেখা যাবে (বিবর্তনে) বিশ্বাসীর ধারণায় যে কোন কিছু সম্ভব; আর (বিবর্তনে) উদ্দীপনাময় বিশ্বাসী একই সাথে পরস্পর বিরোধী বিষয়কেও কখনো কখনো বিশ্বাস করতে পারেন।[19]

আসলে, কিছু লোক কর্তৃক উদ্ধারকৃত কিছু ফসিল সম্পর্কে মতলবি ব্যাখ্যাই মানব বিবর্তনের কেচ্ছা যে কেচ্ছায় তারা এখনও আটকে আছে।

চোখ ও কানের প্রযুক্তি

চোখ ও কানের উন্নত মানের বুঝ সম্পর্কিত আর একটি উলেখযোগ্য প্রশ্নের জবাব বিবর্তনবাদ কর্তৃক অব্যাখ্যায়িত আছে।

চোখ বিষয়ে যাওয়ার আগে 'কি ভাবে আমরা দেখি' সে সম্পর্কে সংৱেপে আলোচনা করি। কোন জিনিস থেকে আলোক রশ্মি এসে উল্টা ভাবে চোখের রেটিনায় পড়ে। এখান থেকে উক্ত আলোক রশ্মি কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপা"ন্তরিত হয়ে ব্রেনের পিছন দিকে অবস্থিত একটি ৱুদ্র স্থানে বা ভিশন কেন্দ্রে পৌঁছে। অতপর এ বৈদ্যুতিক সংকেত অনেক প্রক্রিয়া পার হয়ে ব্রেনের নিকট প্রতিচ্ছবি রূপে অনুভূত হয়। প্রযুক্তিগত এ পটভূমি বিবেচনায় রেখে আমরা চি"ন্তা করি।

ব্রেন আলো থেকে পৃথক। অর্থাৎ ব্রেনের ভিতর নিকশ অন্ধকার এবং ব্রেন যেখানে অবস্থিত সেখানে আলো পৌঁছেনা। ব্রেনের 'ভিশন কেন্দ্র' নামে অভিহিত স্থান টি গাঢ় অন্ধকার যেখানে কখনো আলো পৌঁছেনা; এমনও হতে পারে যে আপনার জানা অন্ধকারতম জায়গাগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে অন্ধকারতম। যাহোক, এ পিচের মতো আঁধারের মধ্যে আপনি এক উজ্জ্বল বিশ্বের দেখা পাবেন।

চোখের মধ্যে যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয় তা এত স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র যে ২০শ শতকের প্রযুক্তিও সেরকমটা পরিস্ফুটনের মতো সৰমতা অর্জন করতে পারেনি। উদাহরণ সরূপ, যে বই খানা ধরে আপনি পড়ছেন তার দিকে তাকান, এবার মাথা তুলুন এবং চারদিকে তাকান। বই খানির মতো কোন স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবি আর কোথাও দেখতে পাচ্ছেন? এমন কি বিশ্বের সর্ববৃহৎ টেলিভিশন প্রস্তুতকারকের সৃষ্ট সর্বাধুনিক টেলিভিশনপর্দাও এরকম স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবি উপহার দিতে পারবে না। এটি তিন আকৃতির (থ্রি ডাইমেন্শনাল), রঙিণ ও চরম স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। শত বছরেরও বেশী কাল ধরে হাজার হাজার প্রকৌশলী এ প্রতিচ্ছবি তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। বৃহৎ আঙিনাবিশিষ্ট ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়েছে, অনেক গবেষণা হয়েছে, এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও নক্সা করা হয়েছে। আবার, একবার ঠিভি পর্দা ও হাতে ধরা বইখানার দিকে তাকান। স্পষ্টতা ও স্বাতন্ত্রত্যের মধ্যে আপনি ব্যাপক পার্থক্য লৰ্য করতে সৰম হবেন। অধিকন্তু, টিভি পর্দা আপনাকে দুই আকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখায়, বিপরীত ক্রমে আপনার চোখ অপনাকে তিন আকৃতির ও গভীর রূপে দৃষ্টরূপে দেখায়।

তিন আকৃতি প্রদর্শনকারী একটি টিভি বানানোর জন্য দশ সহস্র প্রকৌশলী অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে চোখে দেখার শক্তি অর্জন করেন, সত্যি, তবে চোখে গাস নাপড়ে তিন আকৃতি দেখা যায়না; তাই এটা কৃত্রিম তিন আকৃতি। পটভূমি অধিকতর অস্পষ্ট আর সম্মুখভূমি পেপার সেটিং এর মত দেখা যায়। চোখের দৃষ্টির মতো স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র দৃষ্টি তৈরী কখনো সম্ভব হয়নি। ক্যামেরা ও টেলিভিশনের দৃশ্যেও প্রতিচ্ছবির গুণহ্রাস পায়।

বিবর্তনবাদিরা দাবি করে যে এরকম স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবির প্রযুক্তি ঘটনাক্রম সৃষ্টি হয়েছে। এখন, কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনার কৰের টেলিভিশনটি কোন ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ একটি প্রচ্ছিবি সৃষ্টির জন্য সব অনু ঘটনাক্রমে একত্রিত হয়েছে - আপনার কেমন মনে হবে? বলুন তো, সহস্র মানুষ একত্রিত হয়ে যা পারেনা তা অনু কিভাবে করতে পারে?

এবার বলি, ঘটানক্রমের কৌশলটি যদি চোখের তুলনায় অধিক সেকেলে কোন জিনিস তৈরী করতে নাপারে তাহলে সেটা চোখ বা প্রচ্ছিবি কোনটাই তৈরী করতে পারবেনা। একই পরিস্থিতি কানের ৰেত্রেও ঘটে। বহিঃকর্ণ প্রাপ্য শব্দ সংগ্রহ করে আর মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে; মধ্যকর্ণ শব্দকে তীব্র করে শব্দকম্পন রূপে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে; অন্তঃকর্ণ শব্দ কম্পনকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে ব্রেনে প্রেরণ করে। চোখে দেখার কার্যক্রম যেমন ব্রেনের সংশিষ্ট অংশে ঘটে অনুরূপভাবে ব্রেন কেন্দ্রেও অনুরূপ শ্রুতির কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়।

চোখে দেখার ৰেত্রে যেমন কানে শেনার ৰেত্রেও তেমন প্রক্রিয়া ঘটে। ব্রেন যেমন আলো থেকে পৃথক থাকে তেমনি শব্দ থেকেও পৃথক থাকে। কাজেই বাহির যত কোলাহলময় হোকনা কেন ব্রেনের ভিতরটা সম্পূর্ণ নীরব। তবে স্মূক্ষ্মতম শব্দটিও ব্রেন উপলব্ধি করতে পারে। শব্দ থেকে পৃথক আপনার ব্রেন দিয়ে আপনি অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত শোনেন আবার জনাকীর্ণ স্থানের সকল কোলাহল শুনতে পান। যাহোক, সে মুহূর্তে কোন ৰুদ্র যন্ত্র দিয়ে ব্রেনের শব্দাবস্থা মাপা হলে দেখা যাবে যে সেখানে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

প্রতিচ্ছবি উৎপাদন ঘটনার মতো মূল শব্দের অনুরূপ শব্দ তৈরী ও প্রেৰপেণের জন্য দশক দশক চেষ্টার ঘটনা ঘটে। চেষ্টার ফল স্বরূপ সাউন্ড রেকর্ডার, হাই ফাইডালিটি সিস্টেম এবং শব্দ উপলব্দির সিস্টেম পাই। এত সব যন্ত্রকৌশল আর হাজার হাজার প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কান দিয়ে অনুভূত হয় এমন তীব্রতা ও স্পষ্টতা সম্পন্ন শব্দ আজও অর্জিত হয়নি। সঙ্গীত শিল্পের বৃহত্তম কম্পানী তাদের সর্বোচ্চ গুণ প্রয়োগ করে হাই-ফাই সিস্টেম তৈরী করেছে। এমনকি এ সিস্টেম দিয়ে যখন শব্দ রেকর্ড করা হয় তখনও কিছু অংশ হারিযে যায়; আবার আপনি হাই-ফাই সিস্টেম চালু করলে মিউজিক শুরুর আগে একধরনের শোঁশোঁ শব্দ শুনতে পাবেন। যাহোক, মানব শরীরের যন্ত্র দিয়ে উৎপাদিত শব্দ যান্ত্রিক শব্দের চেয়ে অত্যাধিক

তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টতর। হাই-ফাই এর মতো মানব কর্ণ কোন শোঁশোঁ শব্দসহ বা পারিপার্শ্বিকতাসহ শব্দ গ্রহণ করে না; বরং বাস্তবে যেমন ঠিকঠিক তেমনটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে।

যতদূর জানা যায়, মানব সৃষ্ট কোন দৃশ্য রেকর্ডিং বা শব্দ রেকর্ডিং যন্ত্র চোখ বা কানের মতো সংবেদনাত্মক উপাত্ত গ্রহণে সাফল্য অর্জন করেনা।
তবে মনে রাখতে হবে, দেখা ও শোনার ক্ষেত্রে এ আলোচনার অধিক আরো অনেক কথা আছে।

ব্রেন এর মধ্যে দেখা ও শোনার সচেতনতা কার

ব্রেন থেকে কে মনোমুগ্ধকর বিশ্ব দেখে, কে সঙ্গীত ও পাখির ডাক শোনে আর কে ফুলের গন্ধ নেয়?
মানব চোখ, কান ও নাক দিয়ে যে উদ্দীপনা আসে তা বৈদ্যুতিক- রাসায়নিক স্নায়ুবীয় তাড়নার দ্বারা ব্রেনে ভ্রমণ করে। এ সব প্রতিচ্ছবি কেমন করে ব্রেনে সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জীব বিজ্ঞান, শরীর বিদ্যাও প্রাণ রসায়ন গ্রন্থে বিস্তারিত জানতে পারবেন। যদিও নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আপনি কোন বক্তব্য পাবেন না: বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়ুবীয় তাড়নার দ্বারা ব্রেনে দৃশ্যের, শব্দের, গন্ধের যে প্রতিচ্ছবি তৈরী হয় তা কে বোঝে? ব্রেনের মধ্যে এক চেতনা আছে যে চোখ, কানও নাকের সাহায্য ছাড়া বোঝে। কে এ চেতনার মালিক? কোন সন্দেহ নেই যে এ চেতনা ব্রেনের স্নায়ু, চর্বির কোষ ও নিউরনের মালিকানাভূক্ত নয়। এ কারণে যারা বিশ্বাস করে যে সব কিছু বস্তুর দ্বারা সৃষ্টি সেই বস্তুবাদী ডারউইন সম্প্রদায় এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়না।

এ চেতনার পিছনে আত্মা রয়েছে যা স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। আত্মার কোন কিছু দেখার জন্য চোখের বা কোন কিছু শোনার জন্য কানের প্রয়োজন হয়না। আরো বলতে হয় যে চিন্তা করার জন্য এর ব্রেনের প্রয়োজন হয়না।

যে কেউ এ বিশদ ও বৈজ্ঞনিক সত্য পড়ে তাকে ভাবতে হয় যে এক জন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যাঁকে ভয় পেতে হয়, যাঁর নিকট আশ্রয় নিতে হয়; যিনি ত্রিমাত্রিক, রঙিন, নিজ নিজ আকারে যাবতীয় ছায়াপথসহ সমগ্র বিশ্ব সামান্য কয়েক ঘনমিটার নিকষ কালো স্থানের মধ্যে চেপে রাখতে পারেন।

বস্তুবাদি বিশ্বাস

আমরা যে সব তথ্যাদি উপস্থাপন করলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিবতৃনবাদের দাবি বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। জীবনের উৎস সম্পর্কিত দাবি বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, কারণ বিবর্তন কৌশলের বিবর্তনীয় ক্ষমতা নেই; এ ছাড়া ফসিল রেকর্ডে কোন মধ্যবর্তী বা ক্রান্তিকালীন আঁকার নেই। সতরাং, বিবর্তনবাদকে একটি অ বৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে ফেলে দেয়া উচিৎ; এক দিন যে ভাবে পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা ফেলে দেয়া হয়েছে।

মজার কথা, বির্তনবাদী ধারণা জোর করে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ এ তত্ত্বের বিরূদ্ধ সমালোচনাকে 'বিজ্ঞানের প্রতি আঘাৎ' বলে অভিহিত করেন। কেন করেন?
কারণ, কোন কোন চক্রেরে নিকট বিবর্তন তত্ত্ব একটি আবশ্যকীয় বিশ্বাস বা একধরনের তাবিজ। এ সকল চক্র বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের অন্ধ ভক্ত; তাই তারা বস্তুতান্ত্রিক দর্শন ব্যাখ্যার সুবিধার্থে একমাত্র এ ভিত্তিহীন ডারউইনবাদটি আঁকড়ে ধরে আছে; আর একে প্রকৃতির কার্যক্রমের ব্যাখ্যা হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে।

আরো মজার বিষয় যে তারা প্রায় সময় এ সত্যটি অস্বীকার করে। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বহুল পরিচিত বংশানুগতি বিজ্ঞানী ও স্পষ্টবাদী বির্তনতত্ত্ববিদ রিচার্ড সি লিয়ন্টিন স্বীকার করেন যে তিনি 'প্রথমত শীর্ষস্থানীয় বস্তুবাদী আর অতপর বিজ্ঞানী':

এ নয় যে জ্ঞৈানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রণালী, যে ভাবে হোক, আমাদেরকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করাচ্ছে; বিপরীতক্রমে, আমরা পূর্ববর্তী কোন বস্তুতান্ত্রিক মতলব দ্বারা পরিচালিত হয়ে অস্পষ্ট বস্তুতান্ত্রিক ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য হচিছ। তবে, বস্তুতান্ত্রিকতা অবিমিশ্র; সুতরাং, আমরা স্বর্গীয় কোন কিছুকে অনুমোদন দিতে পারিনা।[20]

মূলত, যাতে বস্তুতান্ত্রিক দর্শনে লেগে থাকা যায় সে উদ্দেশ্যে অসত্য প্রমাণিত ডারউইনবাদ আঁকড়ে রাখা হয়েছে। ডারউইনতত্ত্ব বলে যে বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নেই। সতরাং, অজৈব ও অচেতন বস্তু জীবন সৃষ্টি করেছে। এ তত্ত্ব জোর দিয়ে বলে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ধরনের ও সংখ্যার প্রাণীকূল যেমন, পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পতঙ্গ, বৃৰ, ফুল, হাঙ্গর, এবং মানুষ বিভিন্ন পদার্থ যেমন, বৃষ্টি, বজ্র ইত্যাদির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ফলশ্র"তিতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ ধারণাটি মূলত যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিপরীত। তবুও,' দোর গোড়ায় স্বর্গীয় পদৰেপ' ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ডারউইনবাদ রৰার প্রচেষ্টা চলে আসছে।

অথচ,বস্তুতন্ত্রিক মতলব ছাড়া কেউ যদি সাদা চোখে জীব"ন প্রাণীর দিকে নযর করে তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এ সত্য দেখতে পাবে: সকল জীব সর্বৰমতাধর, সর্ববিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি আলাহ্, যিনি অস্ি"ত্ববান কোন কিছু ছাড়াই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সর্বোত্তম আঁকারে নক্সা করেছেন আর সকল প্রাণীকে বর্ণিল করেছেন।

পরিশিষ্ট-১

আরবী অৰর, উচ্চারণ, বাংলা প্রতিঅৰর ঃ

ج	ث	ت	ب	ا
জীম	ছাা	তাা	বাা	আলিফ্
জ	ছ	ত	ব	অ/আ
ر	ذ	د	خ	ح
র-	যাাল্	দাাল্	খ-	হ:াা
র	য	দ	খ	হ:
ض	ص	ش	س	ز
দ্ব-দ্	ছ্ব-দ্	শীন্	সীন্	জ:াা
দ্ব	ছ্ব	শ	স	জ:
ف	غ	ع	ظ	ط
ফাা	গঈ:ন্	আঈ:ন্	জ্ব-	ত্ব-
ফ	গ	য়:	জ্ব	তঃ্ব
ن	م	ل	ك	ق
নূন্	মীম্	লাাম্	কাাফ	ক্ব-ফ্
ন	ম	ল	ক	ক্ব
	ى	ء	ه	و
	ই:য়াা	হামজ:াহ্	হাা	ওয়াাও
	ই:/ঈ:/য়	অ/আ	হ	ও

সূত্র ঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্বুরআান শারীফ শিৱা
প্রথম ভাগ, [৭ম সংস্করণ]
ক্ব-রী মাওলানা মুহ:াঃ রমজান আলী ।
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলো । - অনুবাদক

পরিশিষ্ট-২

বানান ও উচ্চারণ

ا হামজ:াহ্	যবর	اَ আ	আকবর
ع আঈন	যবর	عَ য়:া	য়:ায়িশাহ্
خ খ-	যবর	خَ খ	খলিক
ق ক্ব-ফ	যবর	قَ ক্ব	ক্বলীম
ك কাাফ	যবর	كَ কা	কামিল

শব্দ ও উচ্চারণ

رَحِيمَ	রহিমা	مَدِيْنَ	মাদীনা	سِرِىَ	সিরিয়া
فَبَلِهِمْ	ক্ববলিহিম	رَبِّكُمْ	রব্বাকুম	عِزَّةٌ	য়ি:জ্জ:াহ্
هُزُوًا	হুজু:ওয়াা	سُوْرَ	সূর	زَكَةٌ	রকাত

শব্দ-সংৱেপ

ছ্ব- ছ্বলালাহু য়:ালাইহি ওয়াসালাম
র- র-দীআলাহু য়:ানহু(হা)
য়:া য়:ালাইহি ওয়াস্ সালাম

পরিশিষ্ট- ৩

ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ভ-২/পৃ-৬৩৫-৬৩৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট ১৯৮৬ এ উলিখিত আলাহ্র আরো কিছু গুণবাচক নাম নিম্নে [ঈমান-আবদুল খালেক, ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩৯৩/১ আগষ্ট ২০০৭ পৃঃ ৯৭ ও ৯৮ থেকে] উপস্থাপন করা হলো –

১. আল-মালিক-প্রভু (৩); **২.** আল-মুয়িয্য-সম্মানদাতা (২৪); **৩.** আল-মুযিল-হতমানকারী (২৫); **৪.** আল-মুকীত-সাহায্যদাতা (৩৯); **৫.** আল-জালীল-প্রতাপশালী (৪১); **৬.** আল-কাবী-শক্তিশালী (৫৩); **৭.** আল-মুহ্সীব-হিসাব গ্রহণকারী (৫৭); **৮.** আল-মুব্দী-আদি স্রষ্টা (৫৮); **৯.** আল-মুঈদ-পুনঃসৃষ্টিকারী (৫৯); **১০.** আল-মুমীত্-সরণদাতা (৬১); **১১.** আল-ওয়াজিদ-একক (৬৪); **১২.** আল-আওয়াল-প্রথম, অনাদি (৭২); **১৩.** আল-মুতা'আলী-সুউচ্চ (৭৭); **১৪.** আল-মুন্তাকিম-প্রতিশোধ গ্রহণকারী (৮০); **১৫.** আল-মুক্সিত-ন্যায় পরায়ণ (৮৫); **১৬.** আল-মানি-প্রতিরোধকারী (৮৯); **১৭.** আন-নাফি'-কল্যাণকর্তা (৯১); **১৮.** আল-ওয়ারিস-উত্তরাধিকারী (৯৬); **১৯.** আর-রশীদ-সত্যদর্শী (৯৭); **২০.** আস্-সবূর-ধৈর্যশীল(৯৮) । (তিরমিযী)

আল-কুরআনে আরো ছয়টি নামের উলেখ পাওয়া যায় ঃ

১.আল-আহাদ-এক; ২. আর-রব্ব-প্রতিপালক; ৩. আল-মুনইম-নিয়মদাতা ৪. আল-মু'তী-দাতা; ৫. আস্-সাদিক-সত্যবাদী; ৬. আস্-সাত্তার-দোষ গোপনকারী ।

« »

পরিশিষ্ট- ৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

(বাংলা অনুবাদ সহায়তার জন্য)

১. আল – কুরআনুল করীম (বাংলা তরজমা)✐ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ।

২. কুর'আনুল কারীম (অনুবাদ)✐ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, দারুস সালাম, রিয়াদ, জেদ্দা..

৩. কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ)✐ ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ।

৪. কোরআন শরীফ (সহজ সরল বাংলা অনুবাদ)✐ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন ।

(বাংলা বানান সহায়তার জন্য)

১. বাংলা বানান – অভিধান ✐ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

২. ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান ✐ অনন্যা, ঢাকা ।

+(১ থেকে ৪ নং অনুবাদ গ্রন্থ)

(আরবী শব্দের বাংলা বানান সহায়তার জন্য)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরআন শারীফ শিক্ষা ✐ ক্বারী মাওলানা মুহাঃ রমজান আলী ।

(আয়াতের ইংরেজী অনুবাদ সংগ্রহের জন্য)

এ্যব ঘড়নষব ছঁৎধহ: ✐Hajj Abdalhaqq and Aisha Bewely, Bookwork, UK.

(ইংরেজী শব্দার্থ সংগ্রহের জন্য)

Atlas SD 2028 Electrical Dictionary.

▤

টাইপ- বাংলায় ঃ SutonnyMJ ও

ইংরেজীতেঃ Arabic Typesetting

❀❀❀

পরিশিষ্ট-৫

লেখকের কিছু পুস্তকের তালিকা ঃ

তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে – The New Masonic Order, *Judaism and Freemasonry*, The Disasters Darwinism Brought to Humanity, *Communism in Ambush,* The Bloody Ideology of Darwinism: Fascism, *The `Secret Hand' in Bosnia,* Behind the Scenes of Holocaust, *Behind the Scenes of Terrorism,* Israel's Kurdish Card, *Solution: The Morals of the Qur'an, Articles1-2-3,* A weapon of Satan: Romanticism, *Truths 1-2,* The Western World Turns to God, *The Evolution Deceit,* Precise Answer To Evolutionists, *Evolutionary Falsehoods,* Perished Nations, *For Men of*

Understanding, The Prophet Moses, *The Prophet Joseph,* The Golden Age, *Allah's Artistry in Colour,* Glory is Everywhere, *The Truth of the Life of This World,* Knowing the Truth, *Eternity Has Already Begun,* Timelessness and the Reality of Fate, *The Dark Magic of Darwinism,* The Religion of Darwinism, *The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions,* Allah is Known Through Reason, *The Qur'an Leads the Way to Science,* The Real Origin of Life, *Consciousness in the Cell,* A String of Miracles, *The Creation of the Universe,* Miracles of the Qur'an, *The Design in Nature,* Self-Sacrifice and Intelligent Behaviour Models in Animals, *The End o Darwinism,* Deep Thinking: Never Plead Ignorance, *The Green Miracle Photosynthesis,* The Miracle in the Cell, *The Miracle in the Eye,* The Miracle in the Spider, *The Miracle in the Gnat,* The Miracle in the Ant, *The Miracle of the Immune System,* The Miracle of the Creation in Plants, *The Miracle in the Atom,* The Miracle in the Honeybee, *The Miracle of Speed,* The Miracle of Hormone, The Miracle of the Termite, *The Miracle of Human Being,* The Miracle of Man's Creation, *The Miracle of Protein,* The Secrets of DNA.

তাঁর শিশুদের জন্য লেখা রয়েছে; যেমন - *Children Darwin Was Lying!*, The World of Animals, *The Splendour in the Skies,* The World of Our Little Friends: The Ants, Honeybees That Build Perfect Combs, *Skillful Dam Builders: Beavers.*

কুরআান সম্পর্কিত লেখার মধ্যে রয়েছে - *The Basic Concepts in the Qur'an,* The Moral Values of the Qur'an, *Quick Grasp of Faith 1-2-3,* Ever Thought About the Truth?, *Crude Understanding of Disbelief,* Devoted to Allah, *Abandoning the Society of Ignorance,* The Real Home of Believers: Paradise, *Knowledge of Qur'an,* Qur'an Index, *Emigrating for the Cause of Allah,* The Character of the Hypocrite in the Qur'an, *The Secrets of Hypocrite,* The Names of Allah, *Communicating the Message and Disputing the Qur'an,* Answers from the Quran, *Death Resurrection Hell,* The Struggle of the Messengers, *The Avowed Enemy of Man: Satan,* The Greatest Slander: Idolatry, *The Religion of the Ignorant,* The Arrogance of Satan, *Prayer in the Qur'an,* The importance of Conscience in the Qur'an, *The Day of Resurrection,* Never Forget, *Disregarded Judgements of the Qur'an,* Human Characters in the Society of Ignorance, *The Importance of Patience in the Qur'an,* General Information from the Qur'an, *The Mature Faith,* Before You Regret, *Our Messengers Say,* The Mercy of Believers, *The Fear of Allah,* The Nightmare of Disbelief, *Jesus Will Return,* Beauties Presented by the Qur'an for Life, *A Banquet of the Beauties of Allah 1-2-3,* The Iniquity Called `Mockery', *The Mystery of the Test,* The True Wisdom According to the Qur'an, *The Struggle with the Religion of Irreligion,* The School of Yusuf, *The Alliance of the Good,* Slanders Spread Against Muslims Throughout History, *The Importance of Following the Good word,* Why Do You Deceive Yourself? *Islam: The Religion of Ease Enthusiasm and Excitement in the Qur'an*, Seeing Good in Everything, *How Do the Unwise interpret the Qur'an?,* Some Secrets of the Qur'an, *The Courage of Believers,* Being Hopeful in the Qur'an, *Justice and Tolerance in the Quran,* Basic Tenets of Islam, *Those Who do not Listen to the Qur'an.*

NOTES

1. Hugh Ross, *The Fingerprint of God,p.50*

2. Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evaluation and The Origin of Life,* New York: Marcel Dekker,1977.p.2

3. Alexander 1. Oparin, *Origin of life,*(1936) New York, Dover Publications,1953(Reprint),p.196

4. `New Evidence on Evaluation of Early Atmosphere and Life', *Bulletin of American Meteorological Society,* Vol. 63 November1982,p.1328-1330.

5. Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules,*1986,p.7

6. Jeffrey Bada, *Earth,* Februry1998,p. 40

7. Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth', *Scientific American,* Vol. 271,October1994, p. 78

8. Charles Darwin, The Origin of Species*: A Facsimile of the First Edition,* Harvard University Press,1964, p.189

9. Charles Darwin, The Origin of Species: *A Facsimile of the First Edition,* Harvard University Press,1964, p.184

10. B. G. Ranganathan, *Origins?,* Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust,1983

11. Charles Darwin, The *Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,* Harvard University Press,1964, p.179

12. Derek A. Ager, `The Nature of the Fossil Record', *Proceedings of the British Geological Association,* Vol. 87,1976,p. 133

13. Douglas J. Futuyma, *Science on Trial,* New York: Pantheon Books,1983.p .197

14. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower,* New York: Toplinger Publications,1970,ss75-94; Charles E Oxnard, `The Place of Australopithecines in Human Evaluation: Grounds for Doubt', *Nature,* Vol. 258, p.389

15. J. Rennie,` Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayer', *Scientific American,* December 1992

16. Alan Walker, *Science,* Vol. 207,1980, p. 1103;A.J. Kelso, Physical Anthropology 1st ed., New York: J, B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p.272

17. *Time,* November1996

18. S. J. Gould, *Natural History,* Vol. 85,1976, p. 30

19. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower,* New York: Toplinger Publications,1970, p.19

20. Richard Lewontin, `The Demon-Haunted World' *The New York Review of Books,*9 January,1997, p. 28

শব্দ-সংক্ষেপ

ছ্ব- ছ্বলালাহু য়ঃালাইহি ওয়াসালাম

র- র-দীআলাহু য়ঃানহু(হা)

য়ঃা য়ঃালাইহি ওয়াস্ সালাম

::::::::::::::::::::::::::